উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৪ কার্তিক ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 31 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 161 COB

নিঃশব্দে ভারত ঘুরে গেলেন সস্ত্রীক চার্লস

দশের পাতায়

আরসিবি-র নেতৃত্বে হয়তো ফের কোহলি

এগারোর পাতায়

শুভেচ্ছা

কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষ্যে পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও এজেন্ট সহ সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

-প্রকাশক

তাহাদের কথা

দীপান্বিতায় এক ফোঁটা আলো রেখো বোনের জন্য

রামসিংহাসন মাহাতো

দীপান্বিতার এত আলোতেও রাজ্যজুড়ে আঁধার কাটছে না। আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অনেক প্রতিবাদ হলেও নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল ধর্ষণকারীদের ফাঁসির সাজার দাবি তুললেও নয়। ওই একটি মাত্র ঘটনার দু'-আড়াই মাস পরও চারদিকে অজস্র ঘটনা ঘটে চলছে। কোনও বিরাম নেই।

উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের ঘটনা তো ভাবার মতো। আরজি করের ঘটনাকে যাঁরা সংগঠিত অপরাধ বলে মনে করেন, তাঁরা এই ঘটনাকেও একই গোত্রে ফেলতে পারেন। গত মঙ্গলবার এখানেও গ্রামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে সাতসকালে বাঁশবাগানে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চলে। মেয়ে তখন টিউশন পড়তে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ১০০ মিটার যেতেই চার তরুণ তার পথ আটকায়। অপকর্মের চেষ্টা চালায়।

ঘটনাটা এখানে সীমাবদ্ধ নেই। মেয়ের চিৎকারে বাবা-মা সহ বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন। শুরু হয় ঘটনার দ্বিতীয় পর্ব। ওই চার তরুণ অস্ত্র নিয়ে অভিভাবকদের আক্রমণ করে। গুরুতর জখম মেয়ের বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক কোন স্তরে পৌঁছোলে পাড়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে! এ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা নিশ্চয়ই ভাববেন। আরও ভাবনার বিষয় হল, এই অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে পেশিশক্তি এবং অস্ত্র জুড়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, এটা নিয়ে পৃথকভাবে ভাবা দরকার।

কানাঘুষো ছিলই যে, একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতা মহিলা ঘটিত নানা সুযোগসুবিধা নিয়ে থাকেন। এখন সেটা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। এতে বাম, ডান বা শাসক ও বিরোধীর কোনও শ্রেণিবিভাগ নেই। সবাই লাইনে আছে। বালুরঘাটে নাবালিকা নির্যাতনে অভিযুক্ত হয়েছেন দুই তৃণমূল নেতা। এঁদের একজন আবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বেশ দাপুটে নেতা বলে পরিচিত। নাবালিকা নিগ্রহের অভিযোগে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। সেই মেয়েকেই অপহরণ ও নির্যাতনের

এরপর আটের পাতায়

কালী কালী কালী বলো রে আজ...

পুজোর অপেক্ষায়। বুধবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

আলোর উৎসবে মাতল কোচবিহার

কোচবিহার ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : দুর্গোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই আলোর উৎসবে মেতে উঠেছেন কোচবিহারবাসী। বুধবার সন্ধ্যায় কোচবিহার, চ্যাংরাবান্ধা, তুফানগঞ্জ সহ বেশ কিছু স্থানে পুজোর উদ্বোধন হওয়ার পরই মণ্ডপগুলি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেখানে দর্শনার্থীদের ভিড়ও চোখে পড়েছে এদিন থেকেই। অত্যাধুনিক নানা আলোকসজ্জায় রাজপথ সেজে ওঠে। সিংহভাগ বাড়িতেই রোশনাই দেখা যায়। বাজারে কেনাকাটার ফাঁকে অনেকেই পুজোমণ্ডপ ও আলোকসজ্জা দেখতে ঢুঁ মারেন।

কোচবিহার জেলায় যেসব জায়গায় উল্লেখযোগ্য কালীপুজো হয়, তার মধ্যে অন্যতম চ্যাংরাবান্ধা। কয়েকদিন ধরেই চ্যাংরাবান্ধার এশিয়ান হাইওয়ে, পশ্চিমপাড়া, ভিআইপি মোড়, দক্ষিণপাড়ার রাস্তাগুলিতে অভিনব আলোকসজ্জা দেখা যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকা চ্যাংরাবান্ধায় প্রতিবছরই কালীপুজোয় সময় আগেভাগেই প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। এদিন বিকেল থেকেই পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের আনাগোনা দেখা যায়। রানিরহাটের বিপ্লব রায় সপরিবার ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'চ্যাংরাবান্ধায় কালীপুজোর দিন অনেক ভিড় হয়। সেই ভিড় ঠেলে ভালো করে ঘোরাই যায় না। তাই বয়স্ক মা ও ছোট মেয়েকে নিয়ে আগেই সব মণ্ডপ ও ঠাকুর দেখে নিলাম।'

এলাকার বেশিরভাগই থিমনির্ভর পুজো। চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় মহামায়া পুজো কমিটির 'ডিজনিল্যান্ড' মণ্ডপ দেখতে কচিকাঁচাদের প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। বিডিও অফিস সংলগ্ন বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের থিম 'উড়তে মোদের মানা' দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোমণ্ডপ সেজে উঠেছে 'সত্যম শিবম সুন্দরম' থিমে। পুজো কমিটির সম্পাদক রণজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'বহু দর্শনার্থী এদিন থেকেই মণ্ডপে আসছেন।'

সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরাঙ্গানন্দজি মহারাজ। তাদের এবছরের থিম 'মা এসেছে মাটির

কোচবিহারের একটি ক্লাবের আলোকসজ্জা। বুধবার।

পুজোর আনন্দ

- চ্যাংরাবান্ধায় বিকেল থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড়
- আলোয় সেজেছে কোচবিহার শহরও
- তুফানগঞ্জে এদিন পুজোর উদ্বোধন হয়েছে
- দিনহাটায় নেই সংঘের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়

ঘরে'। টেরাকোটা ও ত্রিপুরার বাঁশের কারুকাজে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে শোভাযাত্রায় প্রতিমা নিয়ে আসে পশ্চিমপাড়া লোটাস ক্লাব। তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের থিম 'দৌড়'। দক্ষিণপাড়ায় দক্ষিণায়ন ক্লাবের থিম 'দায়বদ্ধতা'। প্রাকৃতিক জিনিসপত্র দিয়ে মণ্ডপ সেজে উঠেছে। তেলিপাড়া আরজি পার্টির পুজোয় মানসিক সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ভিড় সামলাতে হেলাপাকড়ি মোড় ও চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় কালীপুজোর দিন থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

কোচবিহার শহরও এদিন আলোয় সেজে ওঠে। গোলবাগান ক্লাবের ৭৬তম কালীপুজোর এদিন উদ্বোধন হয়। শোভাযাত্রা করে মণ্ডপে প্রতিমা আনা হয়েছে। প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা মণ্ডপ তৈরি করেছে। চন্দননগরের আলোতে গোটা এলাকা সেজে উঠেছে। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। নেতাজি সংঘের পুজোয় আলোকসজ্জা চালু করতেই পথচলতি মানুষ তা দেখতে সেখানে ভিড় করেন। দীপনারায়ণ ব্যায়ামাগারের আলোকসজ্জাও পথচারীদের জন্য চালু করা হয়।

তুফানগঞ্জ পুরোনো সরকারি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আপ টু ডেট ক্লাবের পুজোর এদিন উদ্বোধন হয়। ৫৬তম বর্ষে এবার তাদের থিম 'শিশুদের নিয়ে পিঞ্জরে প্রাণ ও মুক্তির গান'। সন্ধ্যায় দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপ খুলে দিতেই ভিড় দেখা যায়। সুরভী মিত্র তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'পড়াশোনার চাপে শিশুরা আজ খেলতে ভুলে গিয়েছে। দিনের পর দিন ছোট ছোট বাচ্চাদের পিঠে স্কুল ব্যাগের ভার ক্রমশই বাড়ছে। তারই বাস্তব চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।'

দিনহাটায় নেই সংঘের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায়। এদিন কোচবিহার-১ ব্লকের মাঘপালার কালীপুজো ও দশদিনের মেলার উদ্বোধন হয়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ৪৭ ফুট উঁচু কালী প্রতিমা। কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর জুনিয়ার কমিটির কালীপুজোর এদিন উদ্বোধন হয়। এদিন হলদিবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের কর্মীরা দপ্তরের মূল প্রবেশপথের সামনে দীপাবলি পালন করেন।

ঘাতক সংক্রামক যক্ষ্মা

ইদানীংকালে যক্ষ্মা রোগের বাড়বাড়ন্ত নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে মোট যক্ষ্মারোগীর মধ্যে ২৬ শতাংশ ভারতের।

বিস্তারিত দশের পাতায়

মশাল হাতে অভিযান

অভয়া কাণ্ডের ৮০ দিন পার। নির্যাতিতার বিচার চেয়ে ফের রাস্তায় জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকে বুধবার সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মশাল মিছিল করা হয়।

বিস্তারিত দশের পাতায়

বংশীর সুরে আগুন

আবাসে টাকা নেন উদয়ন, উঠল অভিযোগ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : আবাস যোজনার ঘরের টাকা শুধু তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাই খাচ্ছেন বা তুলছেন তা নয়। ঘরের ওই টাকা মন্ত্রী উদয়ন গুহও খাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্রয়েই এসব হচ্ছে। একে বলে 'চোরের মায়ের বড় গলা'। ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়ে মন্ত্রীর উচিত তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করা। উদয়নের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। সম্প্রতি তৃণমূলের কর্মীসভায় উদয়ন ঘোষণা করেছিলেন আবাস যোজনার ঘরের টাকা দলের নীচুতলার একাংশ নেতা-নেত্রীরা তুলেছেন। এই ব্যাপারে তিনি বিষয়টি জেলা শাসককে জানানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে দলের ওই সমস্ত নেতা-কর্মীদের জেলে ঢোকানোর হুমকিও দিয়েছিলেন। তৃণমূলের নীচুতলার নেতা-কর্মীদের নিয়ে উদয়নের এমন অভিযোগ নিয়ে পালটা অভিযোগ তুললেন বংশীবদন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সহযোগী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার বংশীবদনের এমন মন্তব্য জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বংশীবদন বলেন, 'একটা কথা আছে যে, চোরের মায়ের বড় গলা। দলের লোক যদি ঘরের টাকা খেয়ে থাকে, তাহলে উদয়নও তো দলের লোক। উনি তো দলের বাইরে নন। তাহলে উনি নিজেও এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, জড়িত আছেন। মন্ত্রী প্রশ্রয় দেন দেখেই তো এসব হচ্ছে। যার দলের নীচুতলার লোকেরা-কর্মীরা ঘরের টাকা খাচ্ছে, তাহলে সেও তো খাচ্ছে। ফলে টাকা খেয়ে দলীয় নীচুতলার কর্মীরা যদি অপরাধী হয়, তাহলে একই দোষে তিনিও তো অপরাধী। এতে অবশ্যই ওঁর সায় আছে।' যদিও বংশীবদনের মন্তব্যকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তাঁর পদত্যাগের প্রশ্নেও কোনও জবাব দিতে তিনি রাজি হননি। উদয়ন বলেন, 'বাজারে বংশীবদনের কথার কোনও দাম নেই। আমি কার কাছ থেকে টাকা নিই, কী করি লোকে সেটা সব জানেন। সেজন্য ও কী বলল না বলল কিছু যায় আসে না। আমার সম্পর্কে যা জানার দিনহাটার মানুষ সব জানেন। খবরের শিরোনামে আসার জন্য ও এসব করে।'

তৃণমূলের অন্যতম শরিক গ্রেটার বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। এমনকি প্রত্যুত্তরে গ্রেটারের তরফে মিছিল করে উদয়নের চামড়া তুলে নেওয়া হবে স্লোগানও দিয়েছিলেন বংশীরা। সম্প্রতি সিতাইয়ে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ইস্যুতেও গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে উদয়ন গুহকে তোপ দেগেছিলেন বংশীবদন। পাশাপাশি উদয়নের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার হুমকিও তিনি দিয়েছিলেন। ঘটনায় উদয়নও বংশীবদনকে পালটা একহাত নিয়েছিলেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আবার আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে উদয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগেন বংশীবদন।

এরকম বাড়ি ঘিরেই প্রচুর অভিযোগ উঠছে কোচবিহার জেলায়।

একটা কথা আছে যে, চোরের মায়ের বড় গলা। দলের লোক যদি ঘরের টাকা খেয়ে থাকে, তাহলে উদয়নও তো দলের লোক। উনি তো দলের বাইরে নন। তাহলে উনি নিজেও এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, জড়িত আছেন।

বংশীবদন বর্মন

বাজারে বংশীবদনের কথার কোনও দাম নেই। আমি কার কাছ থেকে টাকা নিই, কী করি, লোকে সেটা সব জানেন। সেজন্য ও কী বলল না বলল কিছু যায় আসে না। আমার সম্পর্কে যা জানার দিনহাটার মানুষ সব জানেন।

উদয়ন গুহ

নেতা বংশীবদনের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে ভালো রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল নেতা তথা উদয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বরাবরই আদায় কাঁচকলায়। এর আগেও পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের হাঁটু ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন উদয়ন। তা নিয়েও বংশীবদন ও উয়দনের টাকা নিয়ে উদয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগেন বংশীবদন।

উদয়নের পদত্যাগ প্রসঙ্গে বংশী এদিন বলেন, 'মন্ত্রীর সমগোত্রীয় লোক তো আর পয়সা খায় না। মন্ত্রীর কথায় নীচুস্তরের লোক ঘরের পয়সা খাচ্ছে। তার মানে এখানে মন্ত্রীর সায় আছে। ফলে মন্ত্রী তার দলের নীচুতলার নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ। ফলে আগে তো মন্ত্রীর নিজেরই পদত্যাগ করা উচিত। কারণ উনি তো শুধু মন্ত্রী নন, উনি দলের একটা বড় দায়িত্বে রয়েছেন। ফলে দলের নীচুতলার লোকেরা যদি ঘরের টাকা খান, তাহলে সেই দায়ভার তো তিনি কোনওভাবে এড়াতে পারেন না।'

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে উদয়ন গুহ যেটা বলেছেন, সেটা আমাদের দলের কর্মীদের সতর্ক করার জন্য। অপরদিকে বংশীবদন বর্মন তিনি আমাদের সহযোগী। উদয়ন সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। এতে আমাদের দলের কোনও ক্ষতি হবে না।' এই ব্যাপারে তৃণমূল দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

কয়েকদিন আগেই কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূলের সম্মেলনে মন্ত্রী শশী পাঁজার উপস্থিতিতে উদয়ন গুহ বলেছিলেন যে, এখানে মন্ত্রী শশী পাঁজা রয়েছেন। তাঁর সামনে আমার বলতে খারাপ লাগছে যে একেবারে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। যেভাবে নীচুতলার কিছু নেতা টাকা টাকা করে পার্টিটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে কোথায় আমরা পৌঁছাচ্ছি সেটা ভাবতে হবে। প্রকাশ্য সভায় উদয়ন বলেছিলেন, বিষয়টি তিনি ডিএমের কাছে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এই ঘরের কথা বলে বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত এবং প্রধানরা টাকা তুলছেন। তার তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে আছে বলেও তিনি দাবি করেন। প্রমাণপত্র চাইলে তিনি তা দিতেও রাজি আছেন বলেও সভায় জানান উদয়ন।

সংস্করণের সেরা

গন্ডার শিকারের আশঙ্কায় হাই অ্যালার্ট

সাতের পাতায়

উপনির্বাচনে এক নামে দুই প্রার্থী

পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আদি বুদ্ধের সেই জোড়া মূর্তি উদ্ধার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : ৫ অগাস্ট ভুটানের পারোর লাদিং গোয়েংপা বুদ্ধ মন্দির থেকে চুরি হয়েছিল দুটি দুষ্প্রাপ্য মূর্তি। ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা। দর্জে নামজন এবং দর্জে চ্যাং- আদি বুদ্ধের দুই বিশেষ রূপের জোড়া মূর্তি খুঁজতে ইন্টারপোল (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল পুলিশ অর্গানাইজেশন)-এর সাহায্য নিয়েছিল রয়্যাল ভুটান পুলিশ। চোর ধরতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সাহায্যও চেয়েছিল ভুটান পুলিশ। চোরেরা শিলিগুড়িতে গা-ঢাকা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। অবশেষে নাটকীয়ভাবে দুটি মূর্তিই উদ্ধার হল ভুটান থেকে। সূত্রের খবর, সোমবার পারোর একটি সরকারি দপ্তরের কাছে ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে মূর্তি দুটি। মঙ্গলবার মূর্তি উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আনে রয়্যাল ভুটান পুলিশ।

যে মূর্তি উদ্ধারের জন্য নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, চিন সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ তোলপাড় করে ফেলেছিল ভুটান পুলিশ, সেই মূর্তি কীভাবে পারো থেকেই উদ্ধার হল, তা নিয়ে নতুন রহস্য তৈরি হয়েছে। যদিও চোর এখনও ধরা পড়েনি। সূত্রের খবর, মূর্তি চুরি এবং উদ্ধারের রহস্যের তদন্তের জন্য রয়্যাল ভুটান পুলিশের ডেপুটি চিফ (অপরাধ) পাসাং দোরজির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। ভুটান পুলিশ জানিয়েছে, কাপড়ে মোড়া অবস্থায় স্থানীয়রা মূর্তি দুটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। তারপরই সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের ডেকে মূর্তিগুলি পরীক্ষা করে সেগুলিই যে চুরি যাওয়া আদি বুদ্ধের মূর্তি সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয় পুলিশ।

চোরেরা বিক্রির জন্য মূর্তিগুলি বাংলাদেশ এবং চিনে নিয়ে যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা

এরপর আটের পাতায়

মূর্তির খোঁজে

- মাসতিনেক আগে চুরি হয়েছিল আদি বুদ্ধের দুষ্প্রাপ্য জোড়া মূর্তি
- মূর্তি খুঁজতে ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়েছিল রয়্যাল ভুটান পুলিশ
- সোমবার মূর্তি দুটি উদ্ধার হয় পারো থেকে
- চুরি যাওয়া মূর্তি পারো থেকে উদ্ধার নিয়েও দানা বেঁধেছে রহস্য

রাসের বাজেটে আরও ৩৬ হাজার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : রাস উৎসবের বাজেট বাড়ল ৩৬ হাজার টাকা। ১৫ নভেম্বর থেকে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের উদ্যোগে কোচবিহারের রাস উৎসব শুরু হবে। এবছরের বাজেট ১৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তবে সরকারি বরাদ্দ করা অর্থ নয়, পুরো টাকাটাই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে দেওয়া হয়। যা মূলত ভক্তদের প্রণামি থেকেই আসে। গতবছর রাসযাত্রার বাজেট ছিল ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

রাস উৎসবের খরচ যাতে রাজ্যের তরফে দেওয়া হয়, সেজন্য এবারই প্রথম রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখনও সেব্যাপারে কোনও সবুজ সংকেত মেলেনি। এদিকে, ইতিমধ্যেই রাস উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মদনমোহনবাড়িতে রংয়ের কাজ চলছে। রীতি মেনে রাসচক্র তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া বলেছেন, 'রাজআমলের সমস্ত ঐতিহ্য মেনেই রাস উৎসব হবে।'

কোচবিহারের বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহনবাড়িতে রাজ আমল থেকে রাস উৎসব হচ্ছে। এই উৎসব দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে। উৎসবকে কেন্দ্র করেই ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা হয়। যেটি বর্তমানে কোচবিহার পুরসভা আয়োজন করে। রাসমেলা মাঠে হওয়া এই মেলা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ একটি মেলা। বুধবার মদনমোহনবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে কর্মীরা মন্দির রং করার কাজ শুরু করেছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন,

এরপর আটের পাতায়

প্রাচীনত্বের যুদ্ধে পাতালচণ্ডী বনাম পেটকাটি

দীপ সাহা

আজ কালীপুজো

দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব অনেক। ইতিহাসও ভিন্ন। কিন্তু কালীপুজোর প্রেক্ষাপটে মিলে যাচ্ছে দুটো স্থান। এক, গৌড়ের পাতালচণ্ডী মন্দির ও দুই, ময়নাগুড়ির পেটকাটি কালী মন্দির। ইতিহাস বলছে, এই দুই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি দুটি উত্তরবঙ্গের সবথেকে প্রাচীন।

সময়কালটা দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি। বাংলায় তখন রমরমা রাজত্ব সেনদের। সেন বংশের চতুর্থ রাজা লক্ষ্মণ সেন আবার ছিলেন কালীর উপাসক। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালেই গৌড়কে কেন্দ্র করে চার চারটি চণ্ডী মন্দির স্থাপন হয়েছিল। গৌড়ের পূর্বদিকে জহুরাচণ্ডী, পশ্চিমে দ্বারবাসিনীচণ্ডী, উত্তরে মাধাইচণ্ডী এবং দক্ষিণে পাতালচণ্ডী। কালের নিয়মে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সবক'টিই। এখন অবশ্য নতুন করে গড়ে উঠেছে পাতালচণ্ডী মন্দির।

মালদা শহর থেকে পশ্চিমে নাকবরাবর চলে গিয়েছে ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক। সেই পথ ধরে অন্তত ১০ কিলোমিটার এগোলেই ব্যাসপুর। আম বাগান, ঝোপঝাড় আর ঝিলে ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকায় পা রাখলেই কেমন যেন অন্যরকম অনুভূতি হয়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, জঙ্গলাকীর্ণ ওই এলাকায় মাটির নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছিল দেবী চণ্ডীর মূর্তি। বর্তমানে বহু প্রাচীন একটি তেঁতুলগাছের নীচে বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত মা পাতালচণ্ডী। চৈত্র মাসে বাসন্তীপুজোর শেষ তিনদিন মা পাতালচণ্ডী এখানে পূজিত হন। বর্তমান মন্দিরটির অদূরে দক্ষিণা কালীর মন্দিরও রয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ 'ইতিহাসের প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের দেবীতীর্থ' বইয়ে পাতালচণ্ডীর কথা উল্লেখ করেছেন। সুজিত বলছেন, 'শাস্ত্র অনুসারে দেবী চণ্ডীর কোনও রূপ নেই। বাস্তবে চণ্ডী দুর্গার আরেক রূপ হলেও তিনি এখানে পূজিত হন কালী রূপেও। এলাকায় ভগ্ন নিদর্শন থেকে এটা অনুমান করাই যায়, একসময় এখানে বন্দর ছিল এবং এখানে পূজিত হতেন দেবী চণ্ডী।'

দুই প্রাচীন মূর্তি। ময়নাগুড়ির পেটকাটি এবং মালদার পাতালচণ্ডী।

সেন রাজত্বেরও আগে ডুয়ার্স-তরাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিকাশ ঘটেছিল তান্ত্রিক ধর্মের। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল সেসময়। পরবর্তীতে শঙ্করাচার্য হিন্দু ভাবধারাকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন চারদিকে। শুরু হয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বিবাদ। ইতিহাসবিদরা সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তুলে আনছেন ময়নাগুড়ির ব্যাংকান্দি গ্রামের পেটকাটি মূর্তির কথা। পেটকাটি মূলত লোকায়ত দেবী। এখানে দেবীর যা রূপ, তার সঙ্গে কালী বা দুর্গার হুবহু কোনও মিল নেই। বরং মূর্তিতে ছাপ রয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির।

১৯৪৮ সালে স্থানীয় জমিদার নগেন্দ্রনাথ রায় তাঁর জমিতে আবাদ করতে গিয়ে মূর্তিটি পেয়েছিলেন। মূর্তির একদিকে রয়েছে শিয়াল, প্যাঁচা এবং অন্যদিকে ময়ূর। দেবীর সর্বাঙ্গ এখানে সর্পমালায় সজ্জিত এবং রয়েছে সর্পশোভিত মুকুটও। কালীপুজোর দিন দেবীকে এখানে ধূমাচণ্ডীরূপে পুজো করা হয়। সুজিতের কথায়, 'পেটকাটি মূলত লোকায়ত দেবী হলেও দেবী চামুণ্ডার সঙ্গে বহুল সাদৃশ্য রয়েছে। মূর্তিটি যে অতি প্রাচীন তা দেবীর রূপ দেখলেই বোঝা যায়।'

এরপর আটের পাতায়

শুভ
দীপাবলি

EXTRA POWER

Madhu®

PAN MASALA

NO NICOTINE NO TOBACCO

উত্তম গুণমানের... অসাধারণ স্বাদের

NO TOBACCO NICOTINE CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

জলের তলায় মেট্রো।। ময়নাগুড়ির জাগরণী সংঘের কালীপুজোর থিম। বুধবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

একইদিনে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের দু'টি ঘটনা

সম্মান 'বাঁচাতে' পালিয়ে ভারতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : 'করের' টাকা দিতে না পারলে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনই হুমকি পেয়েছিলেন মনোরঞ্জন রায়। ভেবেছিলেন, একবার পালাতে পারলে আর কোনও সমস্যা হবে না। সেইমতো পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে মনোরঞ্জন এবং তাঁর স্ত্রী আদুরিরানি রায় নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ভারতে অনুপ্রবেশ করায় মঙ্গলবার স্ত্রী এবং সন্তান সহ গ্রেপ্তার হতে হল।

মনোরঞ্জনদের বাড়ি বাংলাদেশের নিলফামারি উপজেলায়। বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতিতে তাঁদের ওপর অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। মনোরঞ্জন পেশায় রংমিস্ত্রি। এদিকে, গ্রামের বহু মানুষের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কাজকর্ম থেকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক মানুষকে। কাজ না থাকলেও প্রতি সপ্তাহে গ্রামের মুরুব্বিদের মোটা টাকা 'ট্যাক্স' দিতে হত।

এই 'ট্যাক্স' দিতে না পারাতেই যত সমস্যার সূত্রপাত। মনোরঞ্জন এদিন বললেন, 'ট্যাক্স দিতে না পারলে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ফতোয়া জারি হয়েছিল। সেই ভয়ে কোলের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছি।'

ধৃত বাংলাদেশি পরিবার। মঙ্গলবার ময়নাগুড়িতে।

মঙ্গলবার বাংলাদেশের লালমনিরহাট লাগোয়া সীমান্ত দিয়ে দালালকে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে এক কাপড়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা। এরপর ময়নাগুড়ি ভোটপাট্টি সংলগ্ন এলাকায় এসে হাজির হন তাঁরা। ভোটপাট্টি থেকে জলপাইগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। অনুপ্রবেশ করেও শেষরক্ষা হল না। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ময়নাগুড়ির ভোটপাট্টি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তিনজনকে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এদিন ময়নাগুড়ি থানায় কান্নায় ভেঙে পড়েন এই দম্পতি। আদুরির কথায়, 'আমরা ওই দেশে ভীষণভাবে অত্যাচারিত। নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এদেশে এসেছি।'

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, তিনজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব, ধৃত তরুণ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩০ অক্টোবর : দুই দেশের সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কখনও ভারতে, কখনও বাংলাদেশে অবাধে বসবাস করছিল এক তরুণ। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় তাকে গ্রেপ্তার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ওই তরুণ নিজেকে ভারতীয় এবং বাংলাদেশে মেডিকেল পড়ে বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তার কাগজপত্র ঘেঁটে ইমিগ্রেশন কর্তারা দেখেন, তার কাছে দুই দেশের নথিই রয়েছে। ওই তরুণের ভারতীয় পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার ওই তরুণকে মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হয়। তাকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।' পুলিশের ধারণা, আদতে বাংলাদেশি নাগরিক ওই তরুণ প্রথমে স্টুডেন্ট ভিসায় ভারতে এসে পড়াশোনা করত। তারপর বাংলাদেশে ফিরে যায়। পরবর্তীতে আবার বাংলাদেশ থেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে আসে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয়পত্র তৈরি করে। তারপর সেই পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে যায়। সরকারি কৌঁসুলি দীননাথ মহন্ত জানান, ওই তরুণের বিরুদ্ধে ১৪ এ ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১২ এ'র ২ পাসপোর্ট অ্যাক্ট হিসেবে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে বাজি বাজারে ভিড়। বুধবার। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

জমে উঠল বাজির বাজার

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ৩০ অক্টোবর : কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বাজির বাজার বসেছে। বুধবারও অনেককে দেখা গেল পারডুবি, হিন্দুস্তান মোড়, দোলং মোড়ের সেই বাজির বাজারে এসে দাঁড়াতে।

এদিকে, পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি বিক্রির অনুমতি রয়েছে। কিন্তু কোন বাজি পরিবেশবান্ধব, কোনটি নয়, সে বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের অনেকেই অজ্ঞ। বাজি কিনতে গিয়ে তাই হাতের কাছে যা পাচ্ছেন, সেটাই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের অবশ্য দাবি, তাঁরা প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে সবুজ বাজিই বিক্রি করছেন। বাজি বিক্রেতা শ্যামল দত্তের কথায়, 'জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে সবুজ বাজি বিক্রি করছি। অন্য বছরের তুলনায় এ বছর পাইকারি দাম অনেকটাই বেড়েছে। তাই আমাদেরও দাম বাড়াতে হয়েছে।'

বাজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, ফুলঝুরি, তারাবাতি, রংমশাল, তুবড়ি, চরকি ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব বাজির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বাজির দাম অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে সেই বাজি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাবা-মায়েরা। বাজির পাশাপাশি মাটির প্রদীপ, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক টুনিবালব, ম্যাজিক প্রদীপ বা জলপ্রদীপ সহ পুজোর বিভিন্ন সামগ্রী কিনতেও ভিড় জমেছে দোকানে। একইসঙ্গে ইলেক্ট্রিক দোকানের রংবেরঙের বালব সহ লেসার লাইট কিনছেন অনেকে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সমরেণ হালদারের কথায়, 'সরকারি নির্দেশে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি বিক্রির অনুমতি রয়েছে। পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং প্রচণ্ড আওয়াজ হয়, এমন শব্দবাজি বিক্রি নিষিদ্ধ। এইসব রুখতে সচেতনতা কর্মসূচি এবং প্রচার চলছে।' এসডিপিও জানান, শব্দবাজি বিক্রি করা হচ্ছে খবর পেলেই সেখানে অভিযান চালানো হয়েছে।

জেলার খেলা

ফের হার কোচবিহারের

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে বুধবার কোচবিহার ৫ উইকেটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। বহরমপুর স্টেডিয়ামে কোচবিহার ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। শুভম সরকার ৩৫ রান করে। কৌশিক গিরি ৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৯ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। সুরজিৎ যাদব ৩২ রানে নেন ২ উইকেট। মহাদেব দত্ত ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী দলসিংপাড়া

পুন্ডিবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : পাতলাখাওয়া সোনার বাংলা কাপ ফুটবলে বুধবার দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে মালদা এফসি-কে হারিয়েছে। দলসিংপাড়ার ম্যাচের সেরা হেমরাজ ভুজেল ও দীপ মস্তর গোল করেন। মালদার গোলটি আবদুল্লা শেখের। ৪ নভেম্বর খেলবে গয়েশপুর স্পোর্টস অ্যাকাডেমি কলকাতা ও হান্টাপাড়া মুচুকেশ লেট স্পোর্টিং ক্লাব।

পানীয় জলের দাবি ২ গ্রামে

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ৩০ অক্টোবর : নলকূপের জল এতটাই দূষিত যে পাত্রে রাখলে বদলে যাচ্ছে সেই পাত্রের রং। এমনই ছবি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিমেরকুঠি ও দইভাঙ্গি এলাকায়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে সোচ্চার দুটি গ্রামের শতাধিক পরিবার। জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ জমেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এ ব্যাপারে হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপা সরকার জানান, জলস্বপ্ন প্রকল্পে জলাধার তৈরির কাজ চলছে। জলাধার তৈরি হলে ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে যাবে। পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গ্রামবাসী নরকান্ত বর্মনের কথায়, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছি। নলকূপের জলে দুর্গন্ধ থাকায় মুখে তোলা যায় না। গ্রামের অনেকেই জল কিনে খান। তবে আমরা দিনমজুরি করি। আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ থাকায় জল কিনে খেতে পারি না। বাধ্য হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত নলকূপের জলই খেতে হয়।'

রসনা বর্মনের বক্তব্য, নলকূপের জল এতটাই খারাপ যে জামাকাপড় ধুয়ে দিলে সেই জামাকাপড় লালচে হয়ে যাচ্ছে। কোনও পাত্রে জল রাখলে সেই পাত্রের রংও পালটে যাচ্ছে। এই আয়রন যুক্ত জল খেয়ে পেটের নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন গ্রামবাসী। সমস্যা সমাধানে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে তাঁদের আক্ষেপ।

গ্রামবাসী উত্তম বর্মনের সংযোজন, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গ্রামের অন্যত্র সৌরবিদ্যুৎ চালিত জলাধার রয়েছে কিন্তু এই এলাকায় কোনও জলাধার নেই। দইভাঙ্গি এলাকার সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলের জলাধার থাকলেও বিকল হয়ে পড়ে আছে। এসব কারণে জল সমস্যা প্রকট হয়েছে। দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আলোচনা সভা

গোপালপুর, ৩০ অক্টোবর : বুধবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সাংগঠনিক ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক বি সহ সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন, কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য সর্বানন্দ রায় বিশ্বাস, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সোমা আর্য দে, সুচিত্রা তালুকদার প্রমুখ। দলের সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভিজিলেন্স সপ্তাহ

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের নির্দেশে চলতি বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার দিনহাটা-২ ব্লকের দক্ষিণ কিশামত দশগ্রাম এনপি বিদ্যালয়ে উদযাপিত হল ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ। কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ সন্দীপ হেমব্রম, শামিমা সুলতানা, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সৈকত সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মন্দিরে চুরি

বক্সিরহাট, ৩০ অক্টোবর : বুধবার সকাল সাতটায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মন্দির থেকে সংকীর্তনের জন্য ভাড়া করে আনা বক্স ও সাউন্ড সিস্টেম চুরি যায়। খবর পেয়ে তদন্তে যায় পুলিশ। পরে থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ তদন্ত করে ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

ভোট প্রচারে কং

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : বুধবার সকালে কৃষিমেলার বাজারে ভোট প্রচার করলেন সিতাই উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোট আবেদন করেন হরিহর ও কংগ্রেস কর্মীরা। এছাড়াও পথচলতি মানুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন হরিহর।

দুধের দাম সেঞ্চুরিতে

পারডুবি, ৩০ অক্টোবর : কালীপুজোর আগের দিন বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি সহ বিভিন্ন স্থানে দুধের দাম সেঞ্চুরি ছুঁয়ে গেল। বিভিন্ন বাজারে দুধ ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। আচমকা দুধের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দুধ বিক্রেতা মদন সরকার ও অনন্ত সরকারদের কাছে জানা গেল, তারা সাধারণত ৫০ টাকা কেজি দরে দুধ বিক্রি করেন। কিন্তু কালীপুজোর আগে গত তিনদিন ধরে সেই দাম বেড়ে ১০০ টাকা কেজি হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, কালীপুজো উপলক্ষ্যে দুধের চাহিদা বাড়লেও জোগান কম থাকায় এই দাম বৃদ্ধি। অতিরিক্ত দাম মেলায় খুশি দুধ বিক্রেতা ও স্থানীয় গোপালকরা। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মন ও মানিক বর্মনরা বুধবার চড়া দামে দুধ কিনেছেন। কালীপুজোয় দই-চিঁড়ের প্রথা আছে রাজবংশী সমাজে। সেই ঐতিহ্য রক্ষায় দুধের চাহিদা বাড়ে। সেজন্য দুধের পাশাপাশি ও আঁটিয়া কলার দর আকাশছোঁয়া হয়েছে। বুধবার প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টাকা হালা দরে আঁটিয়া কলা বিক্রি হয়েছে।

মদ সহ গ্রেপ্তার ১

বক্সিরহাট, ৩০ অক্টোবর : পাচারের পথে অভিযান চালিয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালিতে ১০০ লিটার মদ উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তর। অসমের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বুধবার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন অসম থেকে তুফানগঞ্জের উদ্দেশে আসা একটি টোটোয় ওই মদের হদিস পান আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। আবগারি দপ্তরের বক্সিরহাটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিমাদ্রি রায় জানান, অভিযুক্তের নাম জহিউদ্দিন মিয়াঁ। মদ পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।

টুকরো খবর

জখম তিন

তুফানগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন তিন তরুণ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায়। আহতরা হলেন শুভদীপ দে, প্রসেনজিৎ দাস এবং সুশান্ত সাহা। তিনজনকেই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

প্রয়াত নেতা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : প্রয়াত হলেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা পরেশচন্দ্র বর্মন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন।

'আইচ্চার টর্চ' নিয়ে দেবীদর্শনে খুদেরা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : দীপাবলিতে রংবাহারি আলোকসজ্জা সকলেরই পছন্দ। তাই বলে কি পুরোনো প্রথায় ভাটা পড়বে? না। সেই ধারা বজায় রেখেই বৃহস্পতিবার কালীপুজোর রাতে নারকেলের খোলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবীদর্শনের জন্য প্রস্তুতি দেখা গেল তুফানগঞ্জে। এটিকে আইচ্চার টর্চ বা বাতি বলা হয়। শহরে তো বটেই, গ্রামেও এখন এই ধরনের বাতি বিশেষ চোখে পড়ে না। তবে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়নেশ্বরী এলাকায় এখনও নিয়ম মেনে কালীপুজোর রাতে নারকেলের খোলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবীদর্শনে বের হন স্থানীয়রা, বিশেষ করে খুদেরা।

একসময় গ্রামাঞ্চলে না ছিল বিদ্যুৎ পরিষেবা, না ছিল পথবাতি। অমাবস্যার রাতে অন্ধকারে ছেয়ে থাকত পথ। তাই এর উপায় হিসেবে বিশেষ করে কালীপুজোর রাতে নারকেলের আইচ্চা বা খোলের মধ্যে মোমবাতি বসিয়ে এবং ধরার জন্য তার পেছনে পাটকাঠি লাগিয়ে পুজো দেখতে যাওয়া হত। জিনিসটি টর্চের মতো কাজ করত। হাতে আগুনের আঁচ লাগার সম্ভাবনা থাকত না।

কালীপুজোর আগের দিন নারকেলের আইচ্চার টর্চ বানানোর তোড়জোড় দেখা গেল অন্দরান ফুলবাড়ির নয়নেশ্বরী এলাকার খুদেদের। নাটাবাড়ির বাসিন্দা তথা স্কুল শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ছেলেমেয়েরা যখন নিজের হাতে এই বাতি তৈরি করবে তখন তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা তৈরি হবে।

সেতু নির্মাণে অর্থবরাদ্দ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৩০ অক্টোবর : কয়েক মাস আগে ডাম্পারের ভারে ভেঙে পড়েছিল শীতলকুচি ব্লকের রথেরডাঙ্গায় নাককাটি নদীর ওপর লোহার সেতুটি। যে কারণে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেখানে নতুন সেতু নির্মাণে ইতিমধ্যে প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

নাককাটি

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'বাসিন্দাদের দাবি মেনে তৈরি হচ্ছে সেতু। ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু করেছে।' ভেঙে পড়া সেতুটি প্রায় ২৬ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সেতুটির লোহার পিলার জলের সংস্পর্শে এসে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে যায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পাথরবোঝাই ডাম্পার ওঠায় ভেঙে পড়ে সেতু। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মনের কথায়, 'রাজ্য সরকার দ্রুত সেতু তৈরির জন্য বরাদ্দ করায় খুশি আমরা।'

রথেরডাঙ্গা ছাড়াও শীতলকুচি ব্লকে আরও কয়েকটি জায়গায় সেতু নির্মাণের দাবি উঠেছে। সেগুলির মধ্যে বুড়া ধরলা নদীর কাচারিঘাটে ও আক্রারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায়, খুঠামারা নদীর চানঘাট ও ফক্করের হাট সংলগ্ন বারুনি ঘাটে বুধবার মাপজোখ করতে দেখা যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার দেবজ্যোতি রায়কে। তিনি বলেন, 'এই সেতুগুলি তৈরির প্রস্তাব এসেছে।'

স্থানীয়রা চাইছেন, যত দ্রুত সম্ভব সেতুটি নির্মাণ হোক।

মাছ ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : বুধবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য। এদিন দুপুরে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বামনহাট বাজারে যান তিনি। স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কেনা মাছের ওজন নিয়ে ক্রেতাদের অসন্তোষের কথা শুনছিলাম। এদিন ব্যবসায়ীদের আধুনিক পাল্লা মেশিন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। সকলে রাজিও হয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online & Offline tenders are being invited from reputed agencies for Supplying (a) Air Conditioner Machine (b) IT Materials (c) Animal Feeds on annual rate contract (d) for publication of various Articles in daily Newspaper and (e) Establishment & running of Cafeteria/Canteen in Guest House. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.ubkv.ac.in**
Registrar (Actg.)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK, GAZOLE : MALDA
email-gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No. BDO/GZL/NIET-05(e) of 2024-25, Dated-30.10.2024
BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for various development works under Tribal Development 2024-2025 from eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature.
Details of e-tender notice will be available in website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in**
Sd/- Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole, Malda

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK GAZOLE : MALDA
email-gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No. BDO/GZL/NIET- 06(e) of 2024-25 & BDO/GZL/NIET- 07(e) of 2024-25 Dated-30.10.2024
BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for Supply of Furniture & Utensil under IMDP 2024-2025 from Eligible and resourceful contractors/Suppliers having required credential and financial capability for execution of work of similar nature.
Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.
Sd/-
Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole, Malda

যোগান, নির্মাণ, কমিশনিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওআই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৭/২০২৪ তারিখ: ২৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে [illegible] টেন্ডার রাশি: ৭০,৯৬,৩৭৩.১০/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪১,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে: ২৩-১১-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৮-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং: ৪২-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম: ধূপগুড়িতে- সিসিটিভি সহ [illegible], লেবার শেড, পণ্য অফিস, শৌচাগার, পানীয় জল, কভারশেড, আলোকসজ্জা দিয়ে পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ৫,৮৩,৫৯,১৯০.৪২/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৪১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৯-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বরাহাট (বিএইচএলই) স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পার্কিং-২০২৪-১১। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ০৮.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং ১, লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচএলই-এমএক্স-৬৩-২৪-১, স্টেশন ঃ বরাহাট। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-128/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিউ জলপাইগুড়ি ও গোমতি নগর এবং কাটিহার ও গোমতি নগরের মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন
নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী দীপাবলি/ছট উৎসব-২০২৪-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ট্রেন নং.- 05742 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩-১১-২০২৪ থেকে ২৪-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)
ট্রেন নং.- 05741 গোমতি নগর থেকে ০৪-১১-২০২৪ থেকে ২৫-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (প্রত্যেক সোমবার)

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
রবি	—	০৮.০০	নিউ জলপাইগুড়ি	১০.৪৫	—	মঙ্গল
	০৮.৪০	০৮.৪২	আলুয়াবাড়ি রোড	০৮.৫৩	০৮.৫৫	
	০৯.১০	০৯.১২	কিষানগঞ্জ	০৮.২৫	০৮.২৭	
	১১.৪৫	১১.৫৫	কাটিহার জং.	০৬.০৫	০৬.২০	
	১৭.০৫	১৭.১০	হাজিপুর জং.	২৩.০০	২৩.০৫	সোম
সোম	০৭.১৫	—	গোমতি নগর	—	০৯.২০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ বারসোই, নউগাছিয়া, খাগাড়িয়া জং., বেগুসরাই, বারাউনী জং., সোনপুর জং., ছাপরা, সিওয়ান জং., দেওরিয়া সদর, গোরখপুর, মানকাপুর জং., অযোধ্যা ধাম জং. এবং বরাবাংকি জং.।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (কুড়ি), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এসএলআরডি (এক) = ২২টি কামরা।

ট্রেন নং.- 05738 কাটিহার থেকে ০৪-১১-২০২৪ থেকে ২৫-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (প্রত্যেক সোমবার)
ট্রেন নং.- 05737 গোমতি নগর থেকে ০৫-১১-২০২৪ থেকে ২৬-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (প্রত্যেক মঙ্গলবার)

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
সোম	—	১১.২৫	কাটিহার জং.	০৫.০০	—	বুধ
মঙ্গল	০৪.০৫	০৪.০৭	অযোধ্যা ধাম জং.	১৩.০৫	১৩.১০	মঙ্গল
	০৭.১৫	—	গোমতি নগর	—	০৯.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নউগাছিয়া, খাগাড়িয়া জং., বেগুসরাই, বারাউনী জং., হাজিপুর জং., ছাপরা, সিওয়ান জং., দেওরিয়া সদর, গোরখপুর জং., মানকাপুর জং. এবং বরাবাংকি জং.।
গঠনঃ এসি-৩টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (চৌদ্দ), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (চার) এবং জিএসএলআরডি (দুই) = ২২টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস্)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মাননীয় সাধারণ পর্যবেক্ষকের বিবরণ-১৪-মাদারিহাট (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্র

জেলা	ডি.ই.ও এর নাম	ডি.ই.ও এর মোবাইল নম্বর	পর্যবেক্ষকের বিবরণ	হোয়াটসঅ্যাপ	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল আইডি	সাক্ষাৎকারের স্থান	সাক্ষাৎকারের সময়
আলিপুরদুয়ার	শ্রীমতী আর. বিমলা (আই.এ.এস)	৯০৪৬১৭৬৯০০	শ্রী রাকেশ কুমার জৈন (আই.আর.এস)	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	observerexpapd24byeelection@gmail.com	'সংকোশ স্যুট' সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার	১০.৩০ থেকে ১১.৩০ (সকাল)

যে কোনও নির্বাচনি অভিযোগের জন্য Cvigil অ্যাপ বা হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ ব্যবহার করুন।

Memo No :- 33(2)Dico/Bye Elec/Apd
Date : 30/10/2024

গুডস টার্মিনালে পরিকাঠামোর উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম: তুফানগঞ্জে-সিসিটিভি ব্যবস্থার সঙ্গে গুডস টার্মিনাল, কাভার শেড, গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুম, লেবার শেড, শৌচালয়, সমীপবর্তী পথে পরিকাঠামোর উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশি: ৯,১৫,১২,৯২৪.৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৬,০৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-১১-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে: ১৯-১১-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি
অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন মারুতি ব্রেজা প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য। বেতন 15000/- টাকা। যোগাযোগ করুন-+91-9832372872.
(C/113049)

অ্যাফিডেভিট
আমি Sumadhura Ray, পিতা Rabindra Nath Roy, মাতা- Madhuri Roy, অশোকনগর, বৌবাজার, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির Affidavit দ্বারা Sumadhura Roy নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.-20599 Dated 29.10.2024. Sumadhura Ray ও Sumadhura Roy একই ব্যক্তি।
(C/112828)

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পে-ইউজ-২০২৪-১১। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ১১.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশনঃ ১. পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৪-১, পীরপৈন্তি (পিপিটি), ২. পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-৩৫-২৪-১, জামালপুর (নতুন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং), ৩. পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২২-১, জামালপুর (২য় শ্রেণির ওয়েটিং হল), সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-126/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং মণ্ডলে বিজ্ঞাপন সম্পদের জন্যে ই-নিলাম
লামডিং মণ্ডলে বিজ্ঞাপন সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৫।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. এডিভিটি-এলএমজি-০২-২৪		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এ এ/১	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১২৯৩৫৭- ১-২৪-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (জানালার নিচে)	শিলচর-তিরুবন্তপুরম সেন্ট্রাল আরোনাই এক্সপ্রেস (১২৫০৮/১২৫০৭) রেলে ভিনাইল র‍্যাপিঙের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১১-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১১-২০২৪ তারিখে ১১.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শক্তির দেবীকে বরণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

দু'শোর বেশি পুজো শীতলকুচিতে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৩০ অক্টোবর : ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০-র বেশি পুজো। কোথাও আঠারো হাত কালী প্রতিমা, কোথাও কাল্পনিক মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল আবার কোথাও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে নজর কাড়তে প্রস্তুত শীতলকুচি ব্লকের পুজো কমিটিগুলো। পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত শীতলকুচিতে বিগ বাজেটের পুজোগুলোর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে।

শীতলকুচির নিউ উজ্জ্বল সংঘের থিম কৈলাস পর্বত। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

সীমান্তের দুশো মিটারের মধ্যে কার্জিদিঘি এলাকা। সেখানে কার্জিদিঘি কিশলয় সংঘ পুজোর আয়োজন করেছে। এবছর ২৪তম বর্ষে ডিমের কার্টন দিয়ে প্যান্ডেল করছে তারা। পুজো কমিটির সম্পাদক কল্যাণ শর্মার কথায়, 'এবার পুজোর বাজেট আড়াই লক্ষ টাকা। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার কাল্পনিক মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

পাশাপাশি আলোকসজ্জায় জোর দেওয়া হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে কিছু কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। সাফাই অভিযান, বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি করা হবে। এদিকে, বাজেট কম শীতলকুচি কলেজ মোড় সবাই অ্যাকাডেমি পুজো কমিটির। তবে পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখে না তারা। প্রতিবছর প্রতিমায় নজর কাড়ে তারা। আঠারো হাত কালী প্রতিমা তৈরি করছে তারা।

পুজো কমিটির সভাপতি গোকুল বর্মন বলেন, 'রজত জয়ন্তী বর্ষে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে প্যান্ডেলেই প্রতিমা তৈরি করছেন রতিরাম বর্মন।'

ফক্করের হাট বাজার কালীপুজো কমিটির তরফে বাজার সংলগ্ন মাঠে মিলনমেলা বসানো হচ্ছে। সেখানে পুজোয় বস্ত্র বিতরণ সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, শীতলকুচি দেশবন্ধু ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। প্রতিবছর ওই পুজোয় নতুন চমক থাকে। এবার কাল্পনিক মন্দিরের আদলে শীতলকুচি বাসস্ট্যান্ডে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হবে।

এদিকে, কালীপুজোয় বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার আসর বসে। জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলও হতে দেখা যায়। তাই পুলিশের নজর রয়েছে। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'পুলিশের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এলাকায় কোনওরকম জুয়ার আসর বসলে কমিটিগুলিকে পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এছাড়া, বড় মরিচা, লালবাজার, ছোট শালবাড়ি, ভাঐরথানা, গোঁসাইরহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে পুজোর প্রস্তুতি শেষ।

ঘোকসাডাঙ্গায় সম্প্রীতির নজির

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : ঘোকসাডাঙ্গায় কালীপুজোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এরমধ্যে ঘোকসাডাঙ্গা থানাপাড়া পুজো কমিটি গত কয়েক বছর ধরে বিগ বাজেটের পুজো করে সকলের নজর কাড়ছে। এই পুজোতে গ্রামবাসীর পাশাপাশি পুলিশকর্মীরাও মেতে ওঠেন। এখানকার পুজোয় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্থায়ী কালী মন্দিরে দেবী পূজিত হন। এবছর পুজো ৩৭তম বর্ষে পা দিল। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জার মাধ্যমে পুজোমণ্ডপ ফুটিয়ে তোলা হবে। পুজো কমিটির তরফে আবুল হোসেন মিয়াঁ বলেন, 'এবারের পুজো সকলের নজর কাড়বে আশা করছি। প্রতিবছর জাঁকজমক সহকারে পুজো ও নানা অনুষ্ঠান করা হলেও এবছর বিশেষ কারণে কয়েকটি অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে।'

পুরান থানা মোড় থেকে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত আলোকতোরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। যা সকলের নজর কাড়বে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। ঘোকসাডাঙ্গা পুরান বাজার সংলগ্ন ঘোকসাডাঙ্গা ক্লাব প্রতিবছর বিগ বাজেটের কালীপুজো করে থাকে। এবছর তাদের পুজোর ৬৪তম বর্ষ। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মুকুল সরকার, অনুপ সরকাররা জানান, এবার তাঁদের পুজোর থিম ভূতবাংলো। মণ্ডপে প্রতিমার পাশে ভৌতিক নানা প্রদর্শনী তুলে ধরা হবে। প্রতিবছর দর্শনার্থীরা তাঁদের কাছে নতুন কিছু দেখার প্রত্যাশায় থাকেন। গতবছর কেদারনাথের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ ও প্রতিমা সকলের নজর কেড়েছিল। এবছরও তার অন্যথা হবে না। তবে পুজো উদ্যোক্তাদের আক্ষেপ, এলাকার প্রবীণরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকায় নতুন প্রজন্ম পুজোর দায়িত্ব পেয়েছে। ফলে পুজো সামলাতে কিছুটা বেগ পেতে হলেও প্রবীণদের পরামর্শ নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। ক্লাবের সদস্য তথা পেশায় শিক্ষক মনোজ বাসফোরের বক্তব্য, 'ঘোকসাডাঙ্গায় বাইরের মতো তেমন চাঁদা ওঠে না। তাই অনেক কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। তবে এবারও আলোকসজ্জা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।'

কালী প্রতিমা নিয়ে মণ্ডপের পথে। বুধবার কোচবিহার কুমোরটুলি থেকে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

বিএসএফ ক্যাম্পের স্থায়ী কালীমন্দির। - সংবাদচিত্র

নজর টানবে বিএসএফ ক্যাম্প

শতাব্দী রায়

চ্যাংরাবান্ধা, ৩০ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধা দক্ষিণপাড়ায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সংলগ্ন বিএসএফ ক্যাম্পে প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে মাতৃ আরাধনায় বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে মেতে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। ক্যাম্পের মন্দিরে পুজো হয়। পুজোয় জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে লোকসমাগম হয়।

এখানকার পুজো নিয়ে দক্ষিণপাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা কমল বসাকের বক্তব্য, '১৯৬৮ সালে ক্যাম্প তৈরির বছর থেকেই পুজো হয়ে আসছে। প্রথমে খড়ের চালা ছিল। পরে পাকা মন্দির তৈরি হয়। আবার বছর দুয়েক আগে টাইলস মার্বেল দিয়ে নতুন মন্দির তৈরি হয়।'বিএসএফের এক আধিকারিকের কথায়, 'সারাবছর মায়ের মূর্তি মন্দিরে থাকে। সকাল সন্ধ্যায় বিশেষ পুজো ও প্রার্থনা আরতি হয়। নবরাত্রির সময় বিশেষ হোমযজ্ঞ ও পাঠ হয়।'

কালীপুজোর দিন দেবীর আগের মূর্তি বিসর্জন দিয়ে নতুন মূর্তি আনা হয়। এখানে পুজোয় কোনও বলি হয় না। বিএসএফ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের লোকজন, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের লোকজন, সিঅ্যান্ডএফ, বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সকলে সমবেতভাবে যোগদান করেন পুজোয়। পুজোর দিন রাতভর পুজো হয়। ক্যাম্পের দরজা সকল ভক্তের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সকাল থেকেই দিনভর প্রসাদ বিলি করা হয়। কয়েক কুইন্টাল প্রসাদ তৈরি হয়। ব্লকের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন আসেন।

দেশবন্ধু ক্লাবের থিমে ইসকন

তুফানগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের দেখা মিলবে চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি নতুন বাজার এলাকায়। দেশবন্ধু ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপ ইসকন মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুজোর উদ্বোধন। তার আগে বুধবারে পুজো কমিটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল।

এবার ওই ক্লাবের পুজোর ৫০তম বর্ষ। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে সাতদিন নানা অনুষ্ঠান থাকছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, পুজোর বাজেট প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। তুফানগঞ্জের শিল্পীরাই মণ্ডপ তৈরি করেছেন। আলোকসজ্জার দায়িত্বেও তুফানগঞ্জের শিল্পীরা। পুজো কমিটির সম্পাদক মানিক বসাক বলেন, 'আমাদের এবারের থিমের টানে প্রচুর মানুষ মণ্ডপে আসবেন। সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।'

প্রচারে সংগীতা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুধবার ভোটের প্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়। তিনি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে যান।

তিনি অভিযোগ করেন, 'নিশীথ প্রামাণিক সহ বিজেপি নেতারা পরিযায়ী পাখির মতো। ভোট এলে তাঁরা আসেন, কিন্তু ভোটের পর তাঁদের আর দেখা যায় না। তাঁরা নির্বাচনের পরে জনগণ ও তাঁদের সমস্যাগুলি ভুলে যান।' প্রচারের ফাঁকে সংগীতা স্থানীয় একটি মন্দিরে পুজোও দেন।

দক্ষিণেশ্বরের আদলে মন্দির গড়েছেন ভগবান

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : তাঁর বহুদিনের শখ নিজের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে নিজের বাড়িতে ছোট একটি কালী মন্দির তৈরি করা। তবে শুধু শখ থাকলেই তো হবে না সাধ্যও থাকতে হবে। তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় এই কথায় বিশ্বাসী মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পেশায় স'মিল মালিক ভগবান বর্মন। ভবেরহাটে ১৬ রাজ্য সড়কের ধারে দুই বছরের চেষ্টায় তাঁর মন্দির তৈরির কাজ শেষের মুখে। মন্দির তৈরির কাজ শেষ না হতেই ৪০ ফুট উঁচু দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে তৈরি মন্দির দেখতে ইতিমধ্যে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকেই। ভগবান জানান, মন্দির তৈরির আগে তিনি রাজমিস্ত্রিদের দক্ষিণেশ্বর পাঠান নির্মাণশৈলী দেখার জন্য। আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

> মন্দির তৈরির আগে আমি রাজমিস্ত্রিদের দক্ষিণেশ্বর পাঠাই নির্মাণশৈলী দেখার জন্য। আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছে রয়েছে।
>
> **-ভগবান বর্মন**
> *বাসিন্দা*

ভগবান বলেন, 'এই মন্দিরে পাথরের তৈরি স্থায়ী শ্যামা মায়ের মূর্তি স্থাপনের ইচ্ছে আছে। মন্দির তৈরি হলে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শেষ শনিবার বার্ষিক কালীপুজো হবে। মন্দির তৈরির কাজ শুরুর আগে

দক্ষিণেশ্বরের আদলে মন্দির।

সেখানে যে কালী মন্দির ছিল সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ফাল্গুন মাসের শেষ শনিবার বার্ষিক কালীপুজো করেছি। সেই ধারা বজায় রেখে প্রতিবছর ওই দিনেই পুজো করার ইচ্ছে আছে।' তিনি আরও জানান, তাঁর মন্দিরের কালীপুজোয় বলিপ্রথা নেই। বৈষ্ণব মতেই পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে।

এলাকার বাসিন্দা রাহুল বর্মন এবং কৌশিক বর্মন জানান, মন্দিরটি এলাকার অন্যতম ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে।

সিতাই বিধানসভা

উপনির্বাচনে এক নামে দুই প্রার্থী

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে একই নামের দুই প্রার্থী রয়েছেন। দুজনেরই নাম দীপককুমার রায়। একজন বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। অন্যজন নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। উপনির্বাচনে কে জিতবেন, এই নিয়ে আলোচনা তো চলছেই। পাশাপাশি দুই প্রার্থীর এক নাম হওয়া এখন ভোটের হটকেক।

একই নামে দুই ব্যক্তি হওয়ায় অনেকেই মনে করছেন বিজেপির দীপকের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নির্দলের দীপক। যদিও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নন বিজেপি প্রার্থী। তিনি বলেন, 'মানুষ সচেতন। নাম দেখে নয়, প্রতীক দেখে ভোটাররা ভোট দেবেন।' আর মানুষ ভোট দিতে পারলে জয় নিশ্চিত বলে তাঁর বিশ্বাস।

বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায়।

নির্দল প্রার্থী দীপককুমার রায়।

অন্যদিকে নির্দল প্রার্থী দীপকের কথায়, 'মানুষ আমার পাশে রয়েছেন। নির্বাচনে ভালোই প্রভাব ফেলব।'

বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায় পেশায় শিক্ষক। কলেজে পড়াকালীন রাজনীতিতে যোগদান। পরবর্তীতে ২০১১ সালের বিধানসভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হন সিতাই কেন্দ্রে। সে বছর পরাজিত হলে ২০১৪ সালে লোকসভায় বামেদের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। এরপর ২০১৬ সালে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০২১ সালে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়ান।

১০ হাজারেরও বেশি ভোটে জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার কাছে পরাজিত হন। এরপর জগদীশ বর্মা বসুনিয়া সাংসদ নির্বাচিত হতেই সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অপরদিকে, সিতাই ব্লকের বড়থোড়ের বাসিন্দা পেশায় কৃষক দীপককুমার রায় এবারই প্রথম রাজনীতির ময়দানে। গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার সহযোগিতা এবং পরামর্শে ভোটের ময়দানে নেমেছেন তিনি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে প্রচার শুরু করেছেন সিতাইয়ের গ্রামে গ্রামে। একদিকে সিতাই বিধানসভা তৃণমূলের শক্তঘাঁটি। তার ওপর নামের কাঁটা। এই দুই বাধাকে কাটিয়ে বিজেপি প্রার্থী দীপক বিধানসভা উপনির্বাচনে কতটা লড়াই দেন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

টোটোর ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

শীতলকুচি, ৩০ অক্টোবর : ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় বুধবার সকালে বাড়ির সামনে খেলার সময় টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক শিশুকন্যার। মৃতের নাম অনুষ্কা পাল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। টোটোটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় তারা।

কালীপুজোর আগে শিশুমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। এদিন বাড়ির সামনেই খেলছিল ওই শিশুটি। ভাঐরথানা-গোঁসাইরহাট সড়কে বাজারের দিক থেকে আসা একটি টোটোর সামনে পড়ে যায় অনুষ্কা। টোটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি চন্দন প্রামাণিক বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাই।' শিশুদের রাস্তায় বের করার ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক থাকার কথা বলেন অভিভাবকদের। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিশেষ পর্যবেক্ষক

সিতাই, ৩০ অক্টোবর : আগামী ১৩ নভেম্বর মোট ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে সিতাই বিধানসভায় উপনির্বাচন। তার আগে সিতাই বিধানসভার বিভিন্ন বুথগুলির পরিস্থিতি কীরকম তা ঘুরে দেখলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক দল। এদিন ওই দলটি সিতাইয়ের ব্রহ্মাণীর চৌকি, বাঁশতলা, মিশন গার্লস হাইস্কুল ও সিতাই বিআর চাতরার দুটি বুথ ঘুরে দেখে। এদিনের বিশেষ পর্যবেক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ অবজার্ভার যোগেশ এস গুপ্তা, এসডিপিও ধীমান মিত্র, দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক, সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা। এসডিপিও বলেন, 'নির্বাচনের আগে বুথগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই আজকের এই পর্যবেক্ষণ।'

পঞ্চায়েত প্রধানকে সরানোর দাবি

তুফানগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অপসারণের দাবিতে বুধবার অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেন। তাঁদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির ননীবালা বর্মন দীর্ঘদিন ধরে অফিসে আসেন না। তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান মহম্মদ আশার আলি বলেন, 'পঞ্চায়েত প্রধান দীর্ঘদিন কার্যালয়ে না আসায় জনগণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে ক্ষোভও বাড়ছে। তাই তাঁকে সরানোর দাবিতেই পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে মিছিল করা হয়েছে।' তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ (এ) ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডলেরও একই বক্তব্য। এবিষয়ে ননীবালা বলেন, 'আমি কার্যালয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমাকে কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা যারা বিজেপি করি তারা কার্যালয়ে ঢুকতে গেলেই বাধা পাচ্ছি। বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।'

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস জানিয়েছেন, পুজোয় এলাকাকে উত্তপ্ত করতে তৃণমূল মিছিল করছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান একজন বয়স্ক মহিলা হওয়ায় তাঁকে বারবার হেনস্তা করা হচ্ছে। প্রধানের পদত্যাগ নিয়ে তৃণমূল যতই চিৎকার করুক, প্রধান পদত্যাগ করবেন না।

গত পঞ্চায়েত ভোটে ওই অঞ্চলটি বিজেপির দখলে যায়। তবে দলবদলের খেলায় এখন সেখানে দুই দলেরই সমান সংখ্যক আসন। তারপর থেকেই তৃণমূল ওই প্রধানকে নিজেদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। ননীবালার অভিযোগ, 'আমাকে তৃণমূলে যোগ দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু, আমি কারও কাছে মাথা নত করব না।'

ডিউটি সামলে বন্দনায় পুলিশ

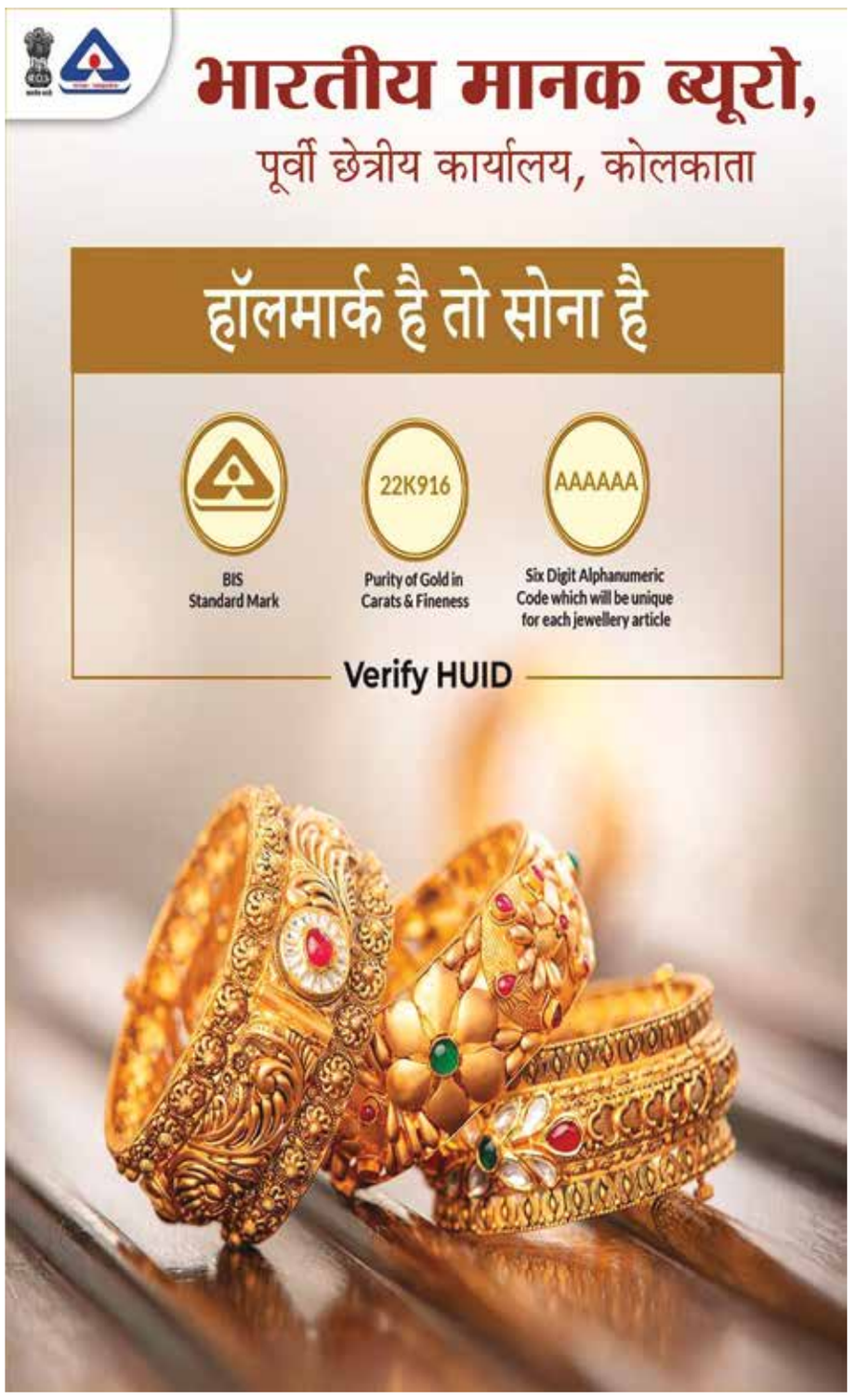

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : বাইরের কাজ সামলে বৃহস্পতিবার নিজেদের ঘরের পুজোয় মেতে উঠবেন খাকি উর্দিধারীরা। কালীপুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবারই থানার মন্দিরে পুজো হয়। সেই পুজোয় শামিল হবেন তাঁদের পরিবারের লোকজনও। বাড়ির সদস্যদের পাশে পেয়ে কালীপুজোয় বাড়তি আনন্দে পুলিশকর্মীরাও। শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে নজরদারি চালালেও নিজের ঘরের পুজোয় তাঁদেরও ব্যস্ততা তুঙ্গে।

শহরের পুলিশলাইন এবং কোতোয়ালি থানা চত্বরে রয়েছে স্থায়ী কালী মন্দির। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারও মন্দির রং করা, ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলার কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। ইতিমধ্যে টুনি লাইট সহ অত্যাধুনিক আলো দিয়ে থানা সহ গোটা চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুজোর আয়োজন ঠিকভাবে সারতে পেরে গম্ভীর সাব-ইনস্পেক্টরের গোঁফের নীচে আতিথ্যের হাসি।

কয়েকদিন পরই সিতাইয়ে উপনির্বাচন। তারপর আবার লাইনে রয়েছে রাসমেলা। রাসমেলার দিন এগিয়ে আসায় দ্বিগুণ চাপে পুলিশ। কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব থাকলেও কালীপুজোয় তাঁরা আনন্দে মেতে উঠবেন। সেইমতো ডিউটির ফাঁকে প্রস্তুতিও চলেছে। পুজোর আগের দিন বাজার করা থেকে শুরু করে পুজোর বিভিন্ন কাজেও তদারকি করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের।

শহরের কোতোয়ালি থানায় ঢুকতে পূর্বদিকে রয়েছে স্থায়ী কালী মন্দির। সেখানেই পূজিতা হন দেবী। বুধবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ফুল এবং লাইট দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা চত্বর। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সকলেই যে আনন্দে মেতে উঠেছেন, সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল।

অপরদিকে, পুলিশলাইন চত্বরে থাকা স্থায়ী কালীমন্দিরেও পুজোর আয়োজন করছেন পুলিশকর্মীরা। এবছর এই পুজোর ৬৬তম বর্ষ। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর সাজানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা শঙ্কর বর্মণ - কে

20.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90K 3555[illegible] নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনে পরিত্রাতার ন্যায় এসেছে যা আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার আনন্দ চরমসীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই সুন্দর জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পরিচালনার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

বৃহস্পতিবার, ১৪ কার্তিক ১৪৩১, ৩১ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬১ সংখ্যা

অহেতুক হা-হুতাশ

পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণদের আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনতে না পারায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির শাসকদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক মানসিকতার কারণে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা ওই দুটি রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজনীতির স্বার্থে মানুষকে কষ্ট দেওয়াকে অমানবিকতা বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখে পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি সরকারের সমালোচনা শুনে রে-রে করে উঠেছে তৃণমূল এবং আপ।

'ইন্ডিয়া' জোটের দুই শরিকেরই দাবি, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লিতে রাজ্য সরকারের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতের তুলনায় বহুগুণ ভালো। আয়ুষ্মান ভারতের অনেক আগে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী চালু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়াফুল শিবিরের যুক্তি, স্বাস্থ্যসাথীতে এক পরিবারের সবাই চিকিৎসার সুবিধা পান। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতে অনেক বিধিনিষেধ। প্রায় একই যুক্তি দিচ্ছে আপ। দিল্লির শাসকদলের উলটে অভিযোগ, আয়ুষ্মান ভারতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দুর্নীতি হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে খরচের পুরোটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করে। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতে কেন্দ্র দেয় খরচের ৬০ শতাংশ। বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্যের দেওয়ার দায়িত্ব। এখানেই সবথেকে বড় আপত্তি তৃণমূলের। বাংলার শাসকদের যুক্তি, খরচের ৪০ শতাংশ রাজ্য সরকার দিলেও কৃতিত্ব দাবি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা মেনে নিতে নারাজ তৃণমূল। উলটোদিকে কেন্দ্রের মনোভাব নাছোড়। কেন্দ্র এবং রাজ্য, উভয় সরকার নিজেদের অবস্থানে অনড়।

এই বিবাদের ফল ভুগছেন সাধারণ মানুষ। যে বিরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। দেশে আরও একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে খানিকটা অর্থ রাজ্য সরকারগুলিকে বহন করতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রকল্প হওয়ায় নাম হয় নয়াদিল্লির শাসকদের। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আপত্তি থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকারের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্রাত্য রাখার এই যুক্তি অনভিপ্রেত।

এই বিরোধে বরং জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলির উপভোক্তারা প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। কেন্দ্রের প্রকল্পের খামতি থাকলে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের অনুরূপ প্রকল্প রয়েছে বলে কেন্দ্রের প্রকল্পকে উপেক্ষা করা জনস্বার্থবিরোধী। রাজ্য সরকার তাদের আপত্তিগুলি কেন্দ্রের গোচরে আনতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী এবং আয়ুষ্মান ভারত, উভয় প্রকল্পের সুবিধা বঙ্গবাসীকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তা জনমুখী পদক্ষেপ হবে।

প্রকল্প বেছে নেওয়ার অধিকার বরং সাধারণ মানুষের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। তবে একটি প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হা-হুতাশ নানা সন্দেহের জন্ম দেয়। দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে এরকম উদ্বেগ থাকলে ছবিটা অন্যরকম হতে পারত। দেশের সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যায়, তাতে সুস্থ হওয়া তো দূরস্থান, সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাশাপাশি একাধিক জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে আমজনতার নাভিশ্বাস উঠছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিষয় ক্রমে মহার্ঘ হয়ে উঠছে। তাতে আয়ুষ্মান ভারত ও স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে এই আকচা-আকচি অর্থহীন হয়ে উঠছে। বরং এই রাজনৈতিক তর্কাতর্কিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি আড়ালে চলে যাচ্ছে। তাতে সবথেকে বেশি ভোগান্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের দিকে হাঁটছে। এই ব্যবসায় রোগী এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের অসুবিধা বেড়েই চলেছে।

তাই বাংলার প্রবীণ নাগরিকদের সেবা করতে না পারার যে আক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন, তা শুধুমাত্র আয়ুষ্মান ভারতে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় নজর দিলে ভালো হত। দেশের সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবার ছবিটা যতদিন না উজ্জ্বল হচ্ছে ততদিন আক্ষেপ থাকবে আমজনতার।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

বিবেকানন্দের চেতনাজুড়ে তখন শুধু কালী

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর কাছে উৎসর্গ করেন নরেনকে। পরবর্তীতে মহাকালীর 'যন্ত্র' বিবেকানন্দ লেখেন কালী নিয়ে কবিতা।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ সালে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন ভূস্বর্গ ভ্রমণে। একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উপযোগী একখণ্ড জমি নির্বাচনের সব বন্দোবস্ত ছিল পাকা। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ওই মঠ ও সংস্কৃত কলেজ গড়ে তুলে যুবসম্প্রদায়কে অদ্বৈতবাদে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল ব্রিটিশদের বিরূপতায়। আসলে মহারাজার সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক ছিল তিক্ত। শ্রীনগরে ১৮৮৫ সালে কায়েম হয়েছে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। ব্রিটিশ খবরদারি মেনে নিতে না পেরে মহারাজা প্রতাপ সিং রাশিয়ার জারের সঙ্গে শলা করে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও নিজের দুই ভাই রাজা রাম সিং ও রাজা অমর সিংকে হত্যার পরিকল্পনা করেন বলে অভিযোগ। তারপরেই ১৮৮৯ সালের এপ্রিলে এক 'ইরশাদ' বা নির্দেশনামা জারি করে মহারাজাকে আলংকারিক প্রধান রেখে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কার্যত সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দের পছন্দ অনুযায়ী মহারাজার বরাদ্দ করা জমির প্রস্তাব ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অ্যাডালবার্ট ট্যালবট কোনও কারণ না দর্শিয়ে নাকচ করে দেন।

শ্রীনগরে প্রস্তাবিত জমির প্রয়োজনীয় অনুমোদন না মেলার খবর বিবেকানন্দ দার্শনিক ঔদাসীন্যে গ্রহণ করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, তাঁর কাশ্মীর যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। ওই সময়ে তাঁর অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে নির্জনবাসে তপস্যার জন্যে। তার মাসখানেকের মধ্যে ভীষণের পুজোই হয়ে উঠল তাঁর মূলমন্ত্র। তাঁর সমগ্র চেতনাজুড়ে তখন শুধুই কালী! কালী! কালী! কিন্তু তার আগে তিনি ছিলেন শিব বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন। কাশ্মীরে দুটি স্থান অত্যন্ত পবিত্র-- অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী। শিব ও শক্তি। এই সফরে বিবেকানন্দ দুটি তীর্থই দর্শন করেন। অমরনাথের গুহায় তুষারলিঙ্গের শুভ্রতা ও পবিত্রতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্থানমাহাত্ম্যে তিনি বিভোর হয়েছিলেন এবং ওই সংক্ষিপ্ত কয়েক মুহূর্তে তিনি মহাদেবের কাছে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেন। আবার তারপরে স্বামীজির চিত্ত শিব থেকে শক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়।

ক্ষীরভবানী মন্দির দর্শনের দিনকয়েক আগে মাতৃধ্যানে গভীর তন্ময়তা থেকে তিনি লেখেন 'কালী দ্য মাদার' কবিতা। বিবেকানন্দের কাশ্মীর ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন তাঁর কয়েকজন মার্কিন শিষ্যা এবং ভগিনী নিবেদিতা। একদিন সন্ধ্যায় ভ্রমণ শেষে বজরায় ফিরে নিবেদিতা দেখেন স্বামীজি এসে নিজে হাতে লেখা ইংরেজি কবিতাটি রেখে গিয়েছেন। পরে শোনেন, দিব্যভাবের তীব্র উন্মাদনায় কবিতাটি লেখা শেষ করামাত্র অবসন্ন শরীরে তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

ব্রাহ্মসমাজের অনুগত হিসেবে নরেন্দ্রনাথ তাঁর যুবক বয়সে ছিলেন মূর্তিপুজোর ঘোর বিরোধী। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও নরেন্দ্রনাথ প্রাথমিকভাবে কালীকে অবজ্ঞাই করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পিতৃবিয়োগের পরে জীবনের এক সংকটজনক সময়ে তিনিও ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁকে উপাসনা করার মর্ম উপলব্ধি করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হয়ে বললেন, নরেন্দ্র 'আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর কাছে উৎসর্গ করেছেন নরেন্দ্রনাথকে আর পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ আবিষ্কার করলেন, তিনি সম্পূর্ণভাবে মহাকালীর 'যন্ত্র'। তিনিই তাঁকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তবে তাঁর কাছে আনন্দময়ীর অভয়বরদা মূর্তির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনী প্রলয়-রূপিণী আকৃতি। সংসারসুখস্বপ্নের বিপ্রতীপে জীবনকে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন চরম বেদনার আলোকে অনন্ত প্রেমের প্রকাশ হিসেবে। মৃত্যু, অন্ধকার, কালী তাঁর কবিতায় অবিচ্ছেদ্য প্রতীক। লাঞ্ছনা-অপমান, রোগ-শোক-মৃত্যু যন্ত্রণার নিত্য জীবনযুদ্ধে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলাই বিবেকানন্দের সংগ্রামী মন্ত্র। 'যেখানে বেদনা অনুভূত হইতেছে, সে স্থান তিনি, তিনিই যন্ত্রণা ও যন্ত্রণাদাতা। কালী! কালী! কালী!' রামপ্রসাদের মতো শক্তিসাধক যেমন বলেছিলেন—'আমি কি দুখেরে ডরাই', তেমনই বিবেকানন্দ তাঁর কবিতার শুরুতেই অন্ধকারের বর্ণনায় মহামায়ার আবির্ভাবের পটভূমিটি রচনা করলেন–

'The stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant sonant.'

আর সেই ভয়াল পরিবেশে জলে-স্থলে-সাগরে-পর্বত শিখরে-আকাশে শুরু হয়েছে প্রকৃতির প্রলয়নৃত্য। বজ্রবিদ্যুতের নির্ঘোষ, আলোর ঝলকানি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অপূর্ব অনুবাদে 'মৃত্যুরূপা মাতা'ও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর --

'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগে! ...
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে!
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, -- মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, --
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, -- মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।'

সুখ ও দুঃখ-- দুটিই মায়া। বুদ্বুদ। মোহগ্রস্ত মানুষের বিভ্রম। ব্রহ্মময়ী কালী জীবকে এই জগৎসংসারে বেঁধে রেখেছেন আবার খুলেও দিচ্ছেন। তাই মা মুক্তকেশী। তাঁর বাম হাত দুটিতে রুধির-লাঞ্ছিত খড়্গ ও সদ্য ছিন্ন করা নরমুণ্ড। অন্যদিকে তাঁর ডান হাত দুটিতে বর ও অভয় মুদ্রা। শরীরে আবদ্ধ জীবের যাবতীয় বন্ধন সংহার করে তিনি সকলের মুক্তিদাত্রী। বহিরঙ্গে তিনি ভীষণা, মৃত্যুরূপা কালী। কিন্তু অন্তরে তিনি স্নেহময়ী। তাই দেহবন্ধন-মুক্ত নরমুণ্ডকে গলমালা করে সন্তানকে তিনি আশ্রয় দেন নিজের বক্ষে। সৃষ্টি ও সংহার, ভয়ানক ও স্নিগ্ধ-- এই দুই বৈপরীত্যের সমন্বয় সাধিত হয়েছে কালী রূপে। আগুনের দাহিকা শক্তি ও দুধের ধবলত্বের মতোই একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা যায় না। তাই মরণনৃত্যকে আবাহন করে মৃত্যুরূপী মাকে স্বাগত জানাতে হয়।

কালীর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করলেও বিবেকানন্দ কিন্তু কালীতত্ত্ব কোথাও প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করে শোনাতে চাননি। ১৯০০ সালের ১৭ জুন মেরী হেলকে চিঠিতে লিখছেন, 'Kali worship is not a necessary step in any religion. The Upanishads teach us all there is of religion. Kali worship is my special fad; you never heard me preach it... I only preach what is good for universal humanity. If there is any curious method which applies entirely to me, I keep it a secret and there it ends.' মানুষের মুক্তির জন্যে বেদান্তের বাণীই যথেষ্ট। কালী ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়। এই কবিতা লেখার পরে ক্ষীরভবানী দর্শনে গিয়ে বিবেকানন্দের মনোজগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। ইসলামিক আগ্রাসনে বিধ্বস্ত মন্দিরের চেহারা দেখে মনে ভেবেছিলেন, তিনি সেই সময় উপস্থিত থাকলে প্রাণ দিয়েও মন্দির রক্ষা করতেন। ঠিক তখনই শুনতে পেলেন দৈববাণী- 'যদিই বা অবিশ্বাসীরা আমার মন্দির ধ্বংস করে প্রতিমা অপবিত্র করে থাকে তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্যে বিবেকানন্দের অন্তরে সংগ্রামের প্রেরণা ছাপিয়ে মহামায়ার কাছে আত্মসমর্পণের ভাবটি প্রবল হয়ে উঠল—'আর হরি ওঁ নয়, এখন থেকে কেবল মা।' এই কবিতার আরও একটি বিশদ ভাষ্য 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' --

'...সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া।।...'

বৈষ্ণব কাব্যধারায় বৃন্দাবনের বংশীধারী কৃষ্ণের আরাধনায় 'সুখবনমালী' ছায়ামাত্র। মানুষ সুখের মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ও মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে যাবতীয় কাপুরুষতা বর্জন করার আহ্বান জানালেন বিবেকানন্দ। তিনি যেসব ধরনের বন্ধন-মোচনের পথপ্রদর্শক। মৃত্যুর রূপ ধরে যে কালী রয়েছেন আমাদের সামনে, তিনিই সত্যস্বরূপ। 'সুখবনমালী' নয়, 'মৃত্যুরূপা কালী' তাঁর আরাধ্য। তাই তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা : যে দেহকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার মরিয়া চেষ্টা, সেই মায়াকে তুমি ধ্বংস করো। বিবেকানন্দ আহ্বান জানাচ্ছেন ধ্বংসে-মৃত্যুতে, পরাজয়ে অবিচল, সাহসী ও সংগ্রামী মানসিকতাকে --

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার -- এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় -- তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

আজকের এই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ, ভোগবাদী ও দুর্বলচিত্ত স্বার্থপর সমাজে প্রয়োজন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে শক্তিসাধনার উপলব্ধি। প্রয়োজন কালীপুজোয় সেই ঐকান্তিক প্রার্থনার যা আমাদের অজ্ঞানতার মোহজাল কাটিয়ে শিব ও শক্তির অদ্বৈত চেতনা ও জ্ঞানের ভূমিতে পৌঁছে দেবে।

(লেখক প্রবন্ধকার।)

আজ

১৯৮৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি।

১৮৭৫

লৌহমানব বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আট বছর সলমন খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম। ও আমার সঙ্গে যা আচরণ করেছে, মনে হয়, লরেন্স বিষ্ণোই ওর থেকে ভালো। প্রচুর মারধর করত। ওর বাকি প্রেমিকা সংগীতা বিজলানি, ক্যাটরিনা কাইফকে অতটা মারেনি। তবে ঐশ্বর্য রাইকে মেরে কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছিল।

- সোমি আলি

ভাইরাল/১

যুদ্ধবিধ্বস্ত সেন্ট্রাল গাজার রাস্তায় ৬ বছরের মেয়েটি তার ৫ বছরের বোনকে কাঁধে নিয়ে হাসপাতাল থেকে রিফিউজি ক্যাম্পে ফিরছে। তারা ওখানেই থাকে। রাস্তায় বিস্কুট বিক্রির সময় গাড়ি ধাক্কা মেরেছে তার বোনকে। তাদের বাবা নিখোঁজ। মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আবার ভারতীয়দের হৃদয় জিতলেন এরিক গারসেটি। বাদামি কুর্তা, সাদা পাজামা, চোখে সানগ্লাস পরে নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে দেওয়ালি উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন। ব্যাড নিউজ ছবির গান 'তৌবা তৌবা'-তে অসাধারণ নেচেছেন।

জনমন জনমত

তুফানগঞ্জের অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক যেন অশ্বডিম্ব

ব্লাড ব্যাংকের অনুমোদন এসেছিল ২০২২ সালের শেষের দিকে। ২০২৪ সাল শেষ হতে চলল। এখনও পর্যন্ত অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংকের একটা পিলারও বসেনি তুফানগঞ্জে। ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রায় আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক তৈরির কাজ শুরু করা হয়ে ওঠেনি।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তুফানগঞ্জ মহকুমার বাসিন্দা। যে মহকুমার জনসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষের উপরে, অথচ বিপদের সময়ে রক্তের প্রয়োজনে ডোনার নিয়ে ছুটতে হয় কোচবিহারে। অনেক সময় রক্ত দিতে ব্যয় হয় তিন-চার ঘণ্টা সময়। কারণ, ব্লাড ব্যাংকগুলোতে জমে থাকে ভিড়। ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে কাজ ফেলে রক্ত দিতে যেতে পারে না। ডোনার নিয়ে গিয়েও যে ব্লাড এক্সচেঞ্জ করা যাবে, থাকে না তার কোনও নিশ্চয়তা। বাধ্য হয়ে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর জন্য, প্রয়োজনীয় রক্তের জন্য, পরিবারের লোকেদের ডোনার নিয়ে ছুটতে হয় বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে। অনেক সময় রক্ত না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। মাঝখানে ব্যয় হয় কয়েক ঘণ্টা সময়। পথ দুর্ঘটনা হোক কিংবা অস্ত্রোপচার, রোগীর চিকিৎসা আটকে থাকে রক্তের অভাবে, নেতিবাচক ফল ভুগতে হয় অধিকাংশ সময়।

এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা আছে কি? যদি থাকত, তাহলে অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক তৈরি করতে এতটা দীর্ঘ সময় লাগানোর কোনও কারণ আছে বলে তো মনে হয় না!

রাহুল দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

ছদ্মবেশের ফাঁদ

বর্তমান সমাজে ডিজিটাল প্রতারণা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনলাইনে বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছেন, কিন্তু এর পাশাপাশি বেড়েছে অনলাইন প্রতারণার ঘটনাও। এই প্রতারণার অন্যতম কৌশল ডিজিটাল অ্যারেস্ট। কিছু প্রতারক নিজেদের পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে ফোনে বা অনলাইনে সাধারণ মানুষকে প্রলোভিত করছে। তারা মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

এ ধরনের ঘটনা নতুন নয় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। ডিজিটাল যুগে এমন প্রতারণা বন্ধ করতে হলে সরকার, পুলিশ এবং জনগণের মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

নীলাচল রায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্টেথোর থেকে যখন ঝান্ডার পাল্লা ভারী

মেডিকেল কলেজগুলোতে সমস্যা হয় ছাত্র রাজনীতি কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে হাত মেলালে।

অনিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাভাবিকভাবেই আরজি করের নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিটা মেডিকেল কলেজেই একটা ছাপ ফেলেছে। একটি অন্যায়, একটি অত্যাচারের কোনও বিহিত পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই আমরা সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যেখানে 'স্বাধীনতা' একটা 'রঙিন' রাজতন্ত্রর কফিনবন্দি রংচটা গণতন্ত্রের পোশাক পরানো শীতল মৃতদেহ মাত্র।

একটি হোটেলে 'ওয়ান নাইট স্টে' করে সকালে উঠে যদি আমি দেখি যে আমার ট্রলি ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছি না, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই দায় হোটেলের মালিকপক্ষকেই সর্বপ্রথম নিতে হবে। কারণ ন্যূনতম নিরাপত্তা ও সুরক্ষা তারা দিতে বাধ্য। ঠিক তেমনই সরকারি পরিসরের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে একটা অন্যায়, অত্যাচার হলে আমরা তো সরকার তথা প্রশাসনকেই প্রশ্ন করব।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিটা মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়েছে 'পক্ষ' বেছে নেওয়ার নিঃশব্দ লড়াই। লড়াইটা একজনের সঙ্গে আরেকজনের নয়। লড়াইটা এক ছাত্রের নিজের 'সুবিধা' পাওয়ার মানসিকতার সঙ্গে ডাক্তার হতে চাওয়া একটা বিবেকের লড়াই। এক পক্ষ বিচার চায়, কিন্তু তারা জানে না সেই বিচার পাওয়ার রাস্তাটা কী। সবথেকে বড় কথা, তারা সেটা জানতেও চায় না। কিন্তু তারা 'বিচার' চায়। অন্য পক্ষ বিচার চাওয়ার পাশাপাশি প্রতিটা কলেজে উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ঘটনার অন্তরালে থাকা আনুমানিক একটা একনায়কতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতার বিনাশ চায় যার প্রতিটা মেডিকেল কলেজেই কমবেশি বীজ রোপিত আছে।

বহুকাল ধরেই আমরা জেনে আসছি যে 'কলেজ' মানেই একটা ছাত্র সংগঠন, তাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে বা পোশাকের অন্তরালে কমবেশি 'রঙিন রাজনীতি'র জন্ম হয়। একজন ডাক্তারি ছাত্রের রাজনীতিমনস্ক হয়ে ওঠা তো কোনও অপরাধের বা উচ্ছন্নে যাওয়ার বিষয় নয় বরং ভবিষ্যতের দিশারি হিসেবে সমাজের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে আলাপচারিতা সেরে রাখা ভালো। কিন্তু মেডিকেল কলেজগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে প্রধানত যখন ছাত্র রাজনীতি কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজ্যের রাজনীতির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।

এভাবে রাজনীতির শীর্ষে থাকা ছাত্রগোষ্ঠী একটা সীমাহীন 'ক্ষমতা'র অধিকারী বলে নিজেকে ভাবতে শুরু করছে। আর এই 'ক্ষমতা' শব্দটার একটাই দোষ, বয়স বাড়লে সীমা ভুলে যায়। এভাবেই হাজার হাজার নিট পাশ করে আসা মেধা সহজলভ্য সুবিধার জাঁতাকলে পা দিয়ে একরকম বাধ্য হয়েই জ্ঞানপাপীর মতো বিসর্জন দিতে থাকছে প্রতিভা, স্বপ্ন, অঙ্গীকার, মনুষ্যত্ব, সম্মান ও পরিচয়। এভাবেই শাসকদলের মদতে প্রতি মেডিকেল কলেজে গড়ে ওঠে 'থ্রেট কালচার' আর এভাবেই শাসকদলের আধিপত্য আরও সুদৃঢ় হয় ছাত্রদের হাত ধরে। এটা তো আজকের গল্প না। রং বদলায় আর সময় বদলায়। গল্প এক।

হস্টেলের ছাদ থেকে জল পড়ছে কিংবা লাইব্রেরির অমুক বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা সিমেস্টার পরীক্ষা পুজোর ছুটির পরে নিলে ভালো হয়- এই ছোট্ট ছোট্ট দাবিগুলো তুলে ধরতে বা কলেজের কালচারাল ফেস্ট অথবা ফ্রেশার্স অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে ঐক্য প্রয়োজন আছে অবশ্যই, কিন্তু সেই সংঘবদ্ধতা কলেজের চৌকাঠ অতিক্রম করে ক্ষমতার পরিসীমা ভুলে গিয়ে সীমাহীন রঙিন একনায়কতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করলে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। 'পরিসীমা' 'পরিসর' ও 'উদ্দেশ্য' অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার। তাহলেই প্রতিটা মেডিকেল কলেজে সুস্থ স্বাভাবিক ভয়হীন পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি হবে।

(লেখক এমবিবিএস ছাত্র। কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৫

পাশাপাশি : ১। রীতিনীতি বা স্বাদু খাবার ৩। আকাট বা নির্বোধ, বোকাসোকা ৪। নিরেট বা কঠিন হয়ে যাওয়া ৫। কলুর বলদ যাকে কেন্দ্র করে ঘোরে ৭। শরীরের যে অংশ কাটলে ব্যথা করে না ১০। প্রাণবায়ু বা আলুর ব্যঞ্জন ১২। কোনও কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। অপর্যাপ্ত পরিমাণে বা অঢেল ১৫। জলখাবার বা ব্রেকফাস্ট ১৬। ফাঁস বা কৌশল।

উপর-নীচ : ১। পরিসর, বিস্তার বা ক্ষেত্রমান ২। শর্বরী, তামসী অথবা তমা ৩। সবদিক ভেবে বা বুঝে নিয়ে চলা ৬। সংশোধনাগার ৮। সন্ধান অথবা সংবাদ ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা ১১। দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ বা অন্নের আকাল ১৩। যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখা।

সমাধান ■ ৩৯৭৪

পাশাপাশি : ২। ছাত্রাবাস ৫। পলতা ৬। বকধার্মিক ৮। গড় ৯। দার ১১। পাচনবাড়ি ১৩। পামীর ১৪। আতান্তর।

উপর-নীচ : ১। চপচপে ২। ছাতা ৩। বাতিক ৪। চটক ৬। বড় ৭। ধামার ৮। গর্দান ৯। দাড়ি ১০। অধিরথ ১১। পাদানি ১২। বাফতা ১৩। পার।

বিন্দুবিসর্গ

পিবিইউয়ে জটিলতা

কাউন্সেলিং শুরু হলেও অর্ধেক আসন ফাঁকা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : স্নাতকোত্তরে চারটি রাউন্ডে কাউন্সেলিং ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ভর্তির ছবিটা হতাশার। কয়েকবার কাউন্সেলিং হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় ক্যাম্পাস এবং সান্ধ্যকালীন কোর্সে ৫০ শতাংশ আসনই পূরণ হয়নি। এদিকে, মূল ক্যাম্পাসেও সব আসন যে পূরণ হয়ে গিয়েছে, তা নয়। এদিকে ইডব্লিউএস ক্যাটিগোরিতেও ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা একেবারেই কম। চিন্তিত কর্তৃপক্ষও। সবমিলিয়ে পরবর্তী কাউন্সেলিংগুলিতে সব আসন পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগে সকলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি কম হওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে অবশ্য প্রচারের অভাবকে দায়ী করেছেন। বিষয়টি মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথ। তিনি বলেন, 'আমরা ভর্তির বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।'

পিবিইউয়ের মূল ক্যাম্পাসে মোট ২১টি কোর্স পড়ানো হয়। সবমিলিয়ে সেখানে প্রায় ১,৪০০টি আসন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে তবে এবার মূল ক্যাম্পাসে এখনও পর্যন্ত গড়ে ৭৫ শতাংশ আসন পূরণ হয়েছে। অপরদিকে, স্নাতকোত্তরের সান্ধ্যকালীন কোর্সে বাংলায় ৬০ শতাংশ এবং অন্য বিষয়গুলিতে গড়ে ৩০-৩৫ শতাংশ আসন পূরণ হয়েছে।

কেন এই পরিস্থিতি? সান্ধ্যকালীন কোর্স সেলফ ফিন্যান্স কোর্স।সেকারণে সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলিতে আসন সংখ্যা অনেক থাকলেও ভর্তি তুলনায় অনেকটাই কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পবন প্রসাদ বলেন, 'স্নাতক করার পর অনেকে এখন ডিএলএড এবং বিএড করছেন। কেউ আবার চাকরির জন্য অন্য কোথাও পড়াশোনা করছেন। সেকারণে স্নাতকোত্তরে ভর্তি কিছুটা কম।'

একই পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসেও। সেখানে বাংলা এবং ইতিহাস মিলিয়ে মোট ১৪৬টি আসন থাকলেও বাংলায় ৫০ শতাংশ আসন পূরণ হয়েছে। ইতিহাসে ভর্তি সংখ্যা ৩০ শতাংশেরও কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দাবি, 'আমাদের আরও কয়েক রাউন্ড কাউন্সেলিং বাকি রয়েছে, আসনসংখ্যা পূরণ হওয়ার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন বিভাগে কত আসন এখনও ফাঁকা রয়েছে, তা দেখে নিয়ে বুধবারই ভ্যাকেন্সি লিস্ট প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, 'স্নাতকোত্তরে যেসব আসন ফাঁকা ছিল, সেটা দেখে নিয়ে যারা এখনও ভর্তি হয়নি, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ফোন করা হয়েছে। তালিকা দেখে তাদের কাউন্সেলিংয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে।'

কম কেন

- সান্ধ্যকালীন কোর্স সেলফ ফিন্যান্স কোর্স হওয়ায় খরচ বেশি
- স্নাতক করার পর অনেকে এখন ডিএলএড এবং বিএড করছেন
- কেউ আবার চাকরিমুখী পড়াশোনা করছেন

বেতন পেলেন না এজেন্সির কর্মীরা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : প্রশাসনিক ডামাডোলের জেরে গত মাসের বেতন নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল পিবিইউয়ের এজেন্সি মারফত নিয়োগপ্রাপ্ত ১৭ জন শিক্ষাকর্মীকে। এবারও ফের তাঁদের বেতন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বুধবার দুপুরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারী থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীদের বেতন ঢুকে গিয়েছে। তবে ওই কর্মীদের এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেতন ঢোকেনি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়কে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথ বলেন, 'এই নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। আমার তরফ থেকে কিছু হয়নি। সবই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

গতবারের পর ফের কেন একই পরিস্থিতি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ওই কর্মীরা।

এর আগেও বেতন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁরা। পরে তাঁরা জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে গেলে এবিষয়ে মিটিং করা হয়। এরপর পুজোর আগেই বেতন পেয়েছিলেন ওই ১৭ জন কর্মী।

এদিন অন্য কর্মীদের বেতন ঢুকলেও তাঁদের বেতন না মেলায় চিন্তা বাড়ছে তাঁদের।

এজেন্সি মারফত নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী সমীরকুমার সরকারের কথায়, 'এর আগে বেতন নিয়ে সমস্যা হওয়ায় আমাদের এজেন্সির মালিক উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেসময় সব ঠিক হয়ে যাবে বলে জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু গতমাসের মতো এমাসেও একই কাণ্ড হল। এতে আমরা চিন্তিত। এভাবে চলতে থাকলে আমরা পরিবার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরণ অনশনে বসতে বাধ্য হব।'

এ ব্যাপারে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদ বলেন, 'গত তিন মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত এজেন্সির শিক্ষাকর্মীদের একইভাবে বেতন পাওয়া নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গত দু'মাস টালবাহানার পর তাঁদের বেতন মিলেছিল। কেন তাঁদের বেতন আটকে রাখা হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক জানিয়েছেন, পুজোর আগে যে কোনও কর্মীর বেতন না পাওয়াটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

মণ্ডপের পথে মা।। *কোচবিহার কুমোরটুলিতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

গন্ডার শিকারের আশঙ্কায় গরুমারায় হাই অ্যালার্ট

৮ গাড়ি, অরল্যান্ডোকে নিয়ে টহল

শুভদীপ শর্মা ও শুভজিৎ দত্ত

লাটাগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৩০ অক্টোবর : এর আগেও গরুমারায় জোড়া গন্ডার খুন করে খড়্গ কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফের চোরাশিকারিদের নিশানায় গরুমারার বন্যকুল। সম্প্রতি অসমে গন্ডার শিকারের পরিকল্পনা করার অপরাধে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গরুমারাতেও এধরনের ঘটনার আশঙ্কা কথা উল্লেখ করে রাজ্য বন দপ্তরকে সতর্ক করা হয় গোয়েন্দাদের তরফে।

এরপরই রীতিমতো হাই অ্যাল্যার্ট জারি হয়েছে গরুমারায়। বুধবার ৮টি গাড়ি নিয়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন নানা এলাকা চষে বেড়ালেন শীর্ষ বনকর্তারা। কুনকি হাতি ও গরুমারার প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ অরল্যান্ডোকেও কড়া নজরদারিতে কাজে লাগানো হয়েছে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গরুমারার জঙ্গলকে। ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আমাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে। তাই এই সতর্কতা। সর্বত্র সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয়েছে।'

গত সোমবার অসমের দলগাঁও থানায় একটি মামলা রুজু হয়। আসাম পুলিশ সূত্রে খবর, অসমের ওরাং জাতীয় উদ্যানে কয়েকজন চোরাশিকারি নাগা শিকারিদের সাহায্য নিয়ে দীপাবলির সময় গন্ডার শিকারের পরিকল্পনা নিয়েছিল। তবে তার আগেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল মোহাম্মদ আবদুল আলি, মোহাম্মদ আজগর আলি, মোহাম্মদ আলি হোসেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে মোহাম্মদ আলি হোসেন পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে। তার জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

গরুমারায় কুনকি হাতিতে চড়ে নজরদারি। বুধবার।

> আমাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে। তাই এই সতর্কতা। সর্বত্র সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয়েছে।
>
> **দ্বিজপ্রতিম সেন**
> ডিএফও

ওই ঘটনার পর গোয়েন্দাদের তরফে রাজ্য বন দপ্তরকে সতর্ক করা হয়। এরপরই নজরদারিতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের ট্রানজিট পয়েন্টগুলিকে সাধারণত চোরাশিকারিরা ব্যবহার করে। এদিন সেই এলাকাগুলোতে গিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয় গরুমারা বন্যপ্রাণ শাখার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন রেঞ্জের তরফে। ওই 'লং রেঞ্জ পেট্রলিং' এদিন নাগরাকাটা থেকে শুরু হয়। বনকর্তাদের সঙ্গে বন দপ্তরের বিশেষ গাড়ি ঐরাবত, অরল্যান্ডো নিয়ে এলাকার ছাড়টন্ডু বস্তি, মেচবস্তি, ডাঙ্গাপাড়া, হাজিপাড়া, বামনডাঙ্গা চা বাগান, রামশাই সহ নানা স্থানে 'এরিয়া ডমিনেশন' চলে। উপস্থিত ছিলেন গরুমারার এডিএফও রাজীব দে সহ খুনিয়া, মালবাজার, বিন্নাগুড়ি, গরুমারা নর্থ, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে, কিশলয় বিকাশ দে, নীলাদ্রি কিশোর রায়, সুদীপ দে, ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস।

আলোকসজ্জা। মালবাজারে এফসিসি ক্লাবে। ছবি : অ্যানি মিত্র।

'ইয়াং সায়েন্টিস্ট' পুরস্কার ময়ূখকে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির তরুণ বিজ্ঞানী ময়ূখ ভট্টাচার্য 'ইয়াং সায়েন্টিস্ট' পুরস্কার পাচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাগ্রোনমির যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'ইয়াং সায়েন্টিস্ট' পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। আগামী ৫ নভেম্বর এই অনুষ্ঠান হবে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হংসরাজ কলেজে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন।

তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের মধ্যে আগে থেকেই উদ্ভিদ রোগ বিষয়ক তথ্যসম্ভার রয়েছে। যন্ত্রটিতে একটি আধুনিক লেন্স এবং ক্যামেরা রয়েছে। ওই যন্ত্রটি কোনও গাছের ছবি তুলে সেন্সরের মাধ্যমে ছবি বিশ্লেষণ করে কী রোগ হয়েছে তা স্ক্রিনে দেখাবে। তরুণ বিজ্ঞানী আমেরিকা এবং মালয়েশিয়াতে কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। ময়ূখ জানান, তাঁর ঝুলিতে পশ্চিমবঙ্গের নিউ অ্যালুভিয়াল অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক অঞ্চলে বেবিকর্ন চাষ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়া আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ব্যবহার করে রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রের নকশার স্বত্ব লাভ করেছেন তিনি।

ময়ূখ জলপাইগুড়ির গোমস্তপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর বাবা মিহির ভট্টাচার্য কৃষি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক। ২০২৪ সালে ময়ূখ ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের কস্ট অফ কালটিভেশন প্রোজেক্টে ইয়াং প্রফেশনাল হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০২৩ সালে মালয়েশিয়ায় রাথালালিমপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলনে বেবিকর্ন বিষয়ক গবেষণাপত্র তুলে ধরেন। সেই গবেষণাপত্রটি সেরার স্বীকৃতি পায়।

প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে সতর্কতা রেলের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অক্টোবর : ভিড়বহুল ট্রেনে নিরাপত্তায় জোর দিচ্ছে রেল। বিশেষ করে বড় স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত আরপিএফ নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্টেশনগুলিতে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সংখ্যা কত বা কোন ট্রেনে ভিড় বেশি? ইত্যাদি তথ্য দু'ঘণ্টা পরপর রেলকর্তারা সংগ্রহ করছেন। প্ল্যাটফর্মে অযাচিত ভিড় ঠেকাতে বিনা টিকিটের যাত্রীদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে ট্রেনে চড়তে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন যাত্রীরা। এমনকি, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তারপরই ট্রেনে যাত্রীদের ওঠানামার সময় আরপিএফ এবং জিআরপি সতর্ক থাকছে। ভিড় ঠেকাতে মাইকিং করে যাত্রীদের সচেতন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, নিউ কোচবিহার স্টেশন, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশনে নজরদারি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলবোর্ডের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসের কর্তারা বিশেষ বৈঠক করেন। সোমবার নির্দেশিকা পাওয়ার পরে পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় সনপ বলেন,

অতিরিক্ত আরপিএফ নিয়োগের নির্দেশ

'অতিরিক্ত আরপিএফ সহ কমার্সিয়াল ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হয়েছে। কোন জায়গায় কোন কোচ দাঁড়াবে, সেটাও মাইকিং করা হচ্ছে।'

পুজোর মরশুমে সাধারণত ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি থাকে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো ছাড়াও ছটপুজোর অনুষ্ঠানে বাড়ি ফেরেন অনেকে। ফলে ট্রেনে যাত্রীদের ভিড়ও বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে। একাধিক বড় স্টেশন 'অমৃত ভারত স্টেশন' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

এতে কোন জায়গায় দাঁড়াতে হবে, তা যাত্রীরা অনেকসময় বুঝে উঠতে পারেন না। অনেক সময় জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় যাত্রীদের। স্বল্প সময়ের জন্য ট্রেন দাঁড়ালে ট্রেনে চড়ার জন্য যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করলে সমস্যা আরও বাড়ে।

অনেকে আবার চলন্ত ট্রেন থেকে ওঠানামা করতেও পিছপা হন না। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে।

তাই প্ল্যাটফর্ম চত্বরে যাতে অযথা ভিড় না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। রিজার্ভেশনের কামরা কোথায় দাঁড়াবে, সেটাও নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ কমাতে পুজো স্পেশাল ট্রেন চলছে। তবে ভিড় সামলাতে আরও কয়েকটি ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রেল।

কুকুর তেওহার পালিত ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : আদতে তা প্রতিবেশী দেশ নেপালের উৎসব, তবে পশুপ্রেম এবং পথপশুদের নিয়ে সচেতনতা প্রচারে গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় পশুপ্রেমী সংগঠনের উদ্যোগে ধূপগুড়িতেও পালিত হচ্ছে কুকুর তেওহার।

এনিয়ে লাগাতার প্রচারের ফলে বুধবার অনেকেই নিজের বাড়ির পোষ্যকে নিয়ে এই উৎসবে মেতে ওঠেন। পশুপ্রেমী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীদের তরফে জানানো হয়েছে, নেপালে দীপাবলির সময় কুকুরদের জন্যে এই উৎসব পালিত হয়।

> নেপালের ধর্মীয় এবং পৌরাণিক বিশ্বাসে কুকুরের বিশেষ জায়গা রয়েছে। সেই থেকেই এই উৎসব। আমরা চাইছি এখানে এর প্রচলনের মাধ্যমে পথপশুগুলোর কল্যাণ হোক।
>
> **অনিকেত চক্রবর্তী**
> কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

এই সময় পোষ্য বা পথের কুকুরদের তিলক লাগিয়ে, মালা পরিয়ে তাদের পছন্দসই খাবার খেতে দেওয়া হয়। এরপর তার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন সকলে। নেপালের বাসিন্দারা একে সাধারণের উৎসব বলেই মনে করেন।

এদিন শহরে এই উৎসব পালন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা অনিকেত চক্রবর্তী বলেন, 'নেপালের ধর্মীয় এবং পৌরাণিক বিশ্বাসে কুকুরের বিশেষ জায়গা রয়েছে। সেই থেকেই এই উৎসব। আমরা চাইছি এখানে এর প্রচলনের মাধ্যমে পথপশুগুলোর কল্যাণ হোক।'

আজ টিভিতে

অমূল্য কি সামাজিক বাধা পেরিয়ে হরিমতীকে উদ্ধার করতে পারবে? সাহিত্যের সেরা সময়ে – **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.২৫ শাপমোচন, সন্ধ্যা ৭.২৫ জয় মা তারা, রাত ১০.৫৫ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ২.৫৫ কালী আমার মা, বিকেল ৫.০৫ মাটির মানুষ, সন্ধ্যা ৭.৫৫ বিরোধ, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধ্যা ৭.০০ লে হালুয়া লে, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বারুদ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তারিণী তারা মা

লে হালুয়া লে সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

কৃষ্ণা কটেজ বিকেল ৪.২৮ মিনিটে **জি অ্যাকশনে**

নীল বটে সান্নাটা দুপুর ১১.৫৩ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

পাঁঠাবলির রীতি শিলিগুড়ির দুই মন্দিরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে অনেককিছু। পশুবলি প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু মন্দিরে। তবে শিলিগুড়ি শহরের দুটি কালী মন্দিরে এখনও রীতি মেনে পুজোর রাতে মা কালীকে 'তুষ্ট' করতে ভক্তরা পাঁঠা নিয়ে আসেন বলি দেওয়ার জন্যে। প্রতি বছর পুজোর রাতে গড়ে ৫০টি পাঁঠাবলি হয় কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটের কালী মন্দির এবং খালপাড়ার শ্যামা মন্দিরে।

পশুবলি আইনত নিষিদ্ধ। তবে দুই মন্দির কমিটির সদস্যরা বিষয়টিকে নিজেদের ঘাড়ে না রেখে ভক্তদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা একসুরে বলেছেন, 'ভক্তরা মনস্কামনা পূরণের আশায় যদি বলি দেওয়ার জন্য পাঁঠা নিয়ে আসেন, সেক্ষেত্রে আমরা বাধা দিতে পারি না।' দুই মন্দিরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। বর্তমানে দুটি মন্দিরেই স্থায়ী প্রতিমা রয়েছে। তবে এক সময় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। খালপাড়ায় স্থায়ী কালী মন্দির তৈরি হয় ১৯৬৭ সালে। শ্যামা মন্দির কমিটির সভাপতি নান্টু চক্রবর্তী বলছিলেন, 'একসময় যৌনকর্মীরা এই পুজো শুরু করেছিলেন। সারাবছর একটি পাথরকে কেন্দ্র করে পুজো হত। পরে যৌনকর্মীরাই এই মন্দির তৈরি করেন।'

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা উদয় চক্রবর্তীর হাত ধরে মন্দিরে আসে সাড়ে তিন ফুটের স্থায়ী কালী প্রতিমা। নান্টুর কথায়, 'উদয়বাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি নিজেও পাঁঠাবলি দিতেন।' সেই প্রথা এখনও চলে আসছে এখানে। এই মন্দিরে কালীপুজোয় যজ্ঞ হয়।

তবে কিরণচন্দ্র কালী মন্দিরে যজ্ঞ হয় না। একদম শুরুর দিন থেকে কিরণচন্দ্র শ্মশানে কালী আরাধনায় রত সীতারাম পাঠক। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের পুজোয় যজ্ঞ হয় না। রাত ১২টায় পুজো শুরু হয়। পাঁঠাবলির মধ্যে দিয়ে শেষ হয় পুজো।'

কিরণচন্দ্র কালী মন্দিরে বছর চারেক আগে স্থায়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সীতারাম জানান, আগে ঘোগোমালি থেকে ছয় ফুটের প্রতিমা নিয়ে আসা হত।

দুই মন্দিরে নিত্যপুজো হয়। নান্টু বলেন, 'আমাদের মন্দিরে পূর্ণিমা-অমাবস্যায় দই, মিষ্টি নিবেদন করা হয় মায়ের কাছে। এছাড়াও সারাবছর বিশেষ পুজোর আয়োজন তো থাকেই।' তবে দুই মন্দিরের কালীপুজোর মূল আকর্ষণ যে পাঁঠাবলি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দুই মন্দির কমিটির সদস্যদের একসুরে বক্তব্য, 'ভক্তরা যা চাইবেন, সেটাই হবে।'

তবে পশুবলি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখনও পাঁঠা নিয়ে আসেন বলি দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবের দিকটিতে ইঙ্গিত করেছেন পশুপ্রেমী সংগঠন নির্বাক আরণ্যকের সভাপতি দেবর্ষিপ্রসাদ গুপ্ত। তাঁর কথায়, 'শাস্ত্রে কোথাও ছাগল বলি দেওয়ার কথা বলা হয়নি। কিছু মানুষ নিজেদের ব্যবসায়িক সুবিধার জন্যে এই প্রথা চালু করেছিলেন। তবে গত ১০ বছরে পশুবলি অনেক কমেছে। আশা করছি, মানুষ আরও সচেতন হবেন।' সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠলে পশুবলি প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

খালপাড়ায় স্থায়ী কালী মন্দিরে মায়ের বিগ্রহ।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। মায়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। আজ বেশি চাইতে গেলে ঠকে যাবেন। **মিথুন :** অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দ। **কর্কট :** আজ নতুন কোনও কাজের সুযোগ পেতে পারেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **সিংহ :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। **কন্যা :** জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজ আজ চালু করলে সাফল্য আসবে। আগুন ব্যবহারে সাবধান থাকুন। **বৃশ্চিক:** বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব পেতে পারেন। বাবার পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **ধনু :** দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **মকর :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। আজ খুব সাবধানে যানবাহন চালান। **কুম্ভ :** নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান। কোমর ও হাঁটুতে আঘাত লাগার আশঙ্কা। **মীন :** মিথ্যে বলে সমস্যায়। সরকারি কোনও কাজে সফলতা অর্জন করবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৯ কার্তিক, ৩১ অক্টোবর ২০২৪, ১৪ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্তিক বদি, ২৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৪।৫৭। বৃহস্পতিবার, চতুর্দশী দিবা ৩।৯। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১।০। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ১১।১৫। শকুনিকরণ দিবা ৩।৯ গতে চতুষ্পাদকরণ শেষরাত্রি ৪।৯ গতে নাগকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৪২ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাত্রি ১।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৩।৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৯ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২১ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।৯ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)। চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট। দিবা ৩।৯ মধ্যে চতুর্দশীর উপবাস। অমাবস্যার নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫৭ গতে রাত্রি ৬।৩৩ মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপুজো ও অলক্ষ্মীপুজো। মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ – দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫। ৪৬ মধ্যে।

ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বধূর মৃত্যু

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অক্টোবর : কালীপুজোর আগের রাতে বিষাদের ছায়া নেমে এল কোচবিহারের মণ্ডল পরিবারে। পিঙ্কি অধিকারী ও বিপ্লব মণ্ডল কোচবিহার শহর থেকে আলিপুরদুয়ারে স্কুটারে চেপে এসেছিলেন ঠাকুর দেখতে। তখনও তাঁরা কেউ ভাবতেই পারেননি, কী অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। বাড়ি ফেরা আর হল না পিঙ্কির। রাস্তাতেই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে যান বছর চল্লিশের পিঙ্কি।

বুধবার দুপুরে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির সামনের রাস্তায়। সেই এলাকায় রাস্তার উপর স্পিডব্রেকারও দেওয়া রয়েছে। কোন বাস পিছন থেকে তাঁদের ধাক্কা মেরেছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে সেই বাসটি জয়গাঁ যাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

কী ঘটেছিল? স্থানীয়রা বলেন, ওই মহিলা স্কুটারের পিছনে বসেছিলেন। জয়গাঁগামী একটি বাস পিছন থেকে তাঁদের ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে ওই বধূ স্কুটার থেকে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। আর বাসের পিছনের চাকা ওই বধূর মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বধূর। বাসটি দ্রুতগতিতে ছুটছিল বলে অভিযোগ। তবে সেই বাস ও বাসচালককে ধরতে পারেনি পুলিশ।

এদিন নিজের চোখের সামনে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিপ্লব। ফ্যালফ্যাল চোখে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি তো কোনও কথা বলার মতো অবস্থাতেও ছিলেন না। জানা গেল, বিপ্লবরা কোচবিহারের পুর এলাকার বাসিন্দা। বিপ্লব নিজে কোচবিহার পুরসভার কর্মী। এদিন স্ত্রী পিঙ্কিকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর আত্মীয়ের বাড়ি থেকে স্কুটারে করে আলিপুরদুয়ার জংশনের দিকে যাচ্ছিলেন। জংশন এলাকার কালীপুজো তো নামডাক রয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, দুপুরে ফাঁকায় ফাঁকায় সেখানকার পুজো দেখে নিয়ে তারপর রাজাভাতখাওয়ায় ঘুরতে যাবেন। ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ভিড় জমে ওঠে। খবর চলে যায় আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়িতে। সেখানকার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রাস্তার উপর বেশ খানিকক্ষণ সেই দেহটি পড়েছিল সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থাতেই। পরে পুলিশের উদ্যোগে ওই দেহ উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরপরই দমকলের একটি ইঞ্জিন সেখানে যায়। দমকলকর্মীরা রক্তাক্ত জায়গা ধুয়ে দেন। খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজনরাও জেলা হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছান। মৃত বধূর বাবা নিরঞ্জন অধিকারী ও

> মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **সুব্রত সরকার**, *ওসি আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ি*

ভাই দেবাশিস অধিকারী হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বছর দশেক আগে পিঙ্কি ও বিপ্লবের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের কোনও সন্তান নেই। বাবা নিরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'কীভাবে এমন ঘটনা ঘটে গেল, বুঝতেই পারছি না।'

দুপুর দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সেই মহিলাকে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক রক্তাক্ত পিঙ্কিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সরকার বলেন, 'মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে স্কুটারে চেপে রাজাভাতখাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন সেই দম্পতি। জংশন ফাঁড়ি সংলগ্ন স্পিডব্রেকারের কাছাকাছি যেতেই সামনে থেকে একটা ছোট গাড়ি চলে আসে। আর ঠিক সেই সময়ই পিছন থেকে আসছিল জয়গাঁগামী সেই বাসটি। সামনে গাড়ি আর পিছনে বাসের হর্ন শুনে সতর্কও হয়ে গিয়েছিলেন বিপ্লব। একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে স্কুটার চালাচ্ছিলেন তিনি। বাসটি যখন ওই দম্পতিকে অতিক্রম করছিল, তখনই বাসের একটা অংশ স্কুটারে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। পিঙ্কি শাড়ি পরেছিলেন। তাই স্কুটারের একপাশে বসেছিলেন। তাতেই সমস্যা বাড়ে। স্কুটারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বিপ্লব। বেসামাল হয়ে স্বামী ও স্ত্রী দুইদিকে ছিটকে পড়েন। মহিলার মাথা রাস্তার উপর পড়তেই বাসের পিছনের চাকা পিঙ্কির মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। আর বিপ্লব ছিটকে পড়েন ফুটপাথের দিকে। আর সেজন্যই আঘাত পেলেও বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।

রায়ডাক নদীতে নৌকায় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত। বুধবার জালধোয়ায়।

জালধোয়ায় সেতুর আশায় বাসিন্দারা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩০ অক্টোবর : রামপুরের বাসিন্দা কার্তিক দাস জালধোয়া থেকে নৌকায় বাড়ি ফিরছিলেন। নৌকায় ওঠার সময় বলছিলেন, 'এভাবে যে আর কতদিন যাতায়াত করতে হবে, কে জানে। মনে হয় না আর জালধোয়া সেতু দিয়ে পার হতে পারব।' তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ডাক নদীর উপর সেতুর আশায় দিন গুনছেন নদীর দুই প্রান্তের কয়েক হাজার মানুষ। গত লোকসভা ভোটের আগে রায়ডাক নদীর ওপর সেতু তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেতু তৈরির তোড়জোড় শুরু করেছিল জেলা পূর্ত দপ্তর। নদী সংলগ্ন শালডাঙ্গা বাজার এলাকায় জমির মাপ নেওয়াও হয়েছিল। প্রশাসনিক তৎপরতা দেখে সেতু তৈরির আশায় বুক বেঁধেছিলেন নদীর দুই প্রান্তের প্রায় কয়েক হাজার মানুষ। কিন্তু ভোটপর্ব মিটতেই সেই তৎপরতা উবে গিয়েছে। সমস্তটাই ছিল লোকসভা ভোটের চমক, কটাক্ষ বিরোধীদের।

পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ৬০০ মিটার সেতুটি তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ১২০ কোটি টাকা। সেতু তৈরির জন্য সমীক্ষার রিপোর্ট নবান্নে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে অনুমোদন মিললেই সেতু তৈরির কাজ শুরু করা হবে। সেতু না থাকায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রামপুর-১, রামপুর-২ ও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ব্লকের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের যাতায়াতের জন্য জালধোয়া ঘাট ইজারা দিয়েছে সরকার। টাকার বিনিময়ে নদী পার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। বছরের ৮ মাস নদীতে বেশি জল থাকায় দুটি নৌকা নদী পারাপারে লাগানো হয়। চার মাস নদীতে জল কমে যাওয়ায় ইজরাদার সাঁকো বানিয়ে দেন। সেই সাঁকো দিয়ে নদী পার হতেও গুনতে হয় টাকা।

স্থানীয় সনাতন মিত্র বলেন, 'বর্ষাকালে নদীর জল বাড়লে পারাপার বন্ধ থাকে। সেই সময় ৪০-৫০ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। আমরা চাই দ্রুত এখানে সেতু তৈরি হোক।' এমনকি সেতু না থাকায় কৃষকরা ফসল বিক্রির জন্য তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট বড় বাজারে যেতে পারেন না। কম দামে স্থানীয় বাজারে ফসল বিক্রি করতে হয় বলে জানালেন ফলিমারির বাসিন্দা দীপক বর্মন।

তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা বলেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে খসড়া বাজেটে রায়ডাক নদীর ওপর জালধোয়া সেতু নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কোনও কাজ হয়নি।' ডিওয়াইএফআইয়ের কোচবিহার জেলা সহ সম্পাদক ইউসুফ আলির কথায়, 'মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া তৃণমূলের আর কাজ কী।' যদিও বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য নিরঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা চায় না এলাকায় উন্নয়ন হোক। তাই এ ধরনের কথা বলে।'

ধান কাটছেন গোপালকরা। মোয়ামারিতে। ছবি : জাকির হোসেন

স্বেচ্ছাশ্রমে ধান কেটে খড় জোগাড়

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : বর্তমানে চারিদিকে ভরা মাঠে গোরু চরানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গাও নেই। খড়, ঘাসে এখন টান পড়েছে। এদিকে, বাজার চলতি খাবার কেনার সামর্থ্য নেই প্রান্তিক চাষিদের। তাই স্বেচ্ছাশ্রমে ধান কেটে, ঝাড়াই করছেন গোপালকরাই। এর বদলে মিলছে শুধু ধানের কাঁচা আঁটি। এতে অবশ্য খুশি গোরু মালিক থেকে চাষি, উভয়পক্ষই।

কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে এমন ছবি হামেশাই চোখে পড়ে। বর্তমানে মাঠের তিন ফসলি জমি চারিদিকে সবুজ-হলুদে ঘেরা। অবশ্য মাঠে সোনালি আমন ধান কারও কারও পেকে গিয়েছে। মরশুম শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে গ্রামাঞ্চলে সাধারণত গৃহস্থদের খড়ের গাদা ফুরিয়ে যায়। গোপালকদের কথায়, বর্ষায় যাঁরা আমনের চাষ করেননি এমন পরিত্যক্ত ফাঁকা জমি ইতিমধ্যে শীতকালীন চাষাবাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ফলে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে গোরু বাঁধার জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। গবাদিপশুদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন প্রান্তিক গোপালকরা। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এমন পরিবারের অনেকেরই গোখাদ্য কিনে খাওয়ানোর জো নেই।

বুধবার সকাল সকাল কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারিতে কাস্তে হাতে ধান কাটছিলেন একদল পুরুষ-মহিলা। উদ্দেশ্য একটাই। বিনা পারিশ্রমিকে খড়ের আঁটি জোগাড় করা। গল্পে মশগুল জ্যাসমিন পারভিন, টেপরি বর্মন, কমলা বর্মনরা বললেন, বর্তমান বাজারে একেকটি খড়ের আঁটি ১০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এত আঁটি কিনে খাওয়ানোর সামর্থ্য নেই। তাই বিনা পারিশ্রমিকে ধান কেটে খড় নিচ্ছি। তাঁদের কথায়, একদিনে প্রায় শতাধিক আঁটি কাটছি। নিশ্চিন্তে কয়েকদিন গোরুকে খাওয়াতে পারব।

দিনশেষে পানভর্তি মুখে তখন গল্পে মশগুল মহিলারা ধানের আঁটি বেঁধে মাথায় তুলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন। একইভাবে ফেশ্যাবাড়ি সংলগ্ন এলাকার ধান কাটছিলেন প্রবীণ সোনা আলি মিয়াঁ। বললেন, 'গোখাদ্য কেনার সামর্থ্য নেই। তাই বিনা পারিশ্রমিকে ধান কেটে দিয়ে খড় নেব।' মালিকের বাড়িতে সেই ধানের বোঝা বয়ে নিয়ে ঝাড়াই করে খড় নিয়ে যাবেন গোপালকরা।

স্থানীয় এক আমন ধানচাষির বক্তব্য, বর্তমানে এক বিঘা ধান কাটার মজুরি এক হাজার টাকা। ধান কেটে খড় নেওয়ায় মজুরির টাকাটা সাশ্রয় হল। পুরো বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী বিজ্ঞানী ডঃ রাহুলদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'গবাদিপশুদের পর্যাপ্ত খাবারের অভাব দেখা দিলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই তাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে পরিশ্রম হলেও এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। তবে গবাদিপশুর খাবার আগাম মজুত করা ভালো।'

ভুয়ো শংসাপত্র মামলায় কমিশনের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : কোচবিহারের সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় উপনির্বাচনের আগে ক্রমশ বিপাকে পড়ছেন। ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্রের নথি মনোনয়নপত্রে জমা দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আগেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বামফ্রন্ট। এবার ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহও হাইকোর্টে মামলা করলেন। বুধবার বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে এসংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। ৪ নভেম্বর এই বিষয়ে নিয়মিত বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেবে কমিশন।

ওই আসন তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামায় জাতিগত শংসাপত্র দিয়েছিলেন কি না তা জানতে চাওয়া হলে পর্যবেক্ষকরা দেখাতে রাজি হননি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সিতাই পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সংগীতা রায় প্রার্থী হওয়ার সময় হলফনামায় স্বামীর নাম জগদীশ বর্মা বসুনিয়া লিখেছিলেন। যিনি বর্তমানে কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু উপনির্বাচনে তাঁর দেওয়া হলফনামায় স্বামীর নামের পরিবর্তে বাবার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বাবা সংরক্ষিত শ্রেণির মধ্যে পড়েন না। কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র তৈরি করে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হোক। কংগ্রেস প্রার্থীর তরফে আইনজীবী সারোয়ার জাহান ও অনিন্দ্য ঘোষ জানান, তৃণমূল প্রার্থী যে হলফনামা জমা দিয়েছেন, তাতে নিজের স্বামীর বা স্ত্রীর পরিচয়ের কলাম ফাঁকা রাখা হয়েছে। জন্মসূত্রে তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত নন। বিচারপতি এরপর নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই অভিযোগে ওই কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। কোচবিহারের সার্কিট হাউসে নির্বাচনে জেনারেল অবজার্ভার সুরেন্দ্রকুমার মিনার কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। বিজেপিও একই অভিযোগ করে।

বাজি নিয়ে সচেতনতা

নিশিগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : বুধবার দুপুরে নিশিগঞ্জ নতুন হাটে আতশবাজির বাজারে সচেতনতা প্রচার চালালেন দমকলকর্মীরা। বাজি থেকে বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে। অনেকে জখম হয়। এনিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। নিশিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ওসি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ছোটরা বাজি পোড়ানোর সময় অভিভাবকরা যেন সঙ্গে থাকেন। বাজি পোড়ানোর সময় জলের বালতি পাশে রাখা উচিত।' অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে দমকলের তরফে বিভিন্ন কৌশল দেখানো হয়।

আরও ৩৬ হাজার

প্রথম পাতার পর

১৫ নভেম্বর রাত আটটায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা রাসচক্র ঘোরাবেন। আগে এই কাজ করতেন মহারাজারা। পুজোতে জেলা শাসক অঞ্জলি দেবেন। রাসচক্র ঘোরানোর পর উৎসবের সূচনা হয়ে গেলে ভক্তরাও রাসচক্র ঘোরাবেন।

বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরি করেন আলতাফ মিয়াঁ। তিনি অসুস্থ থাকায় দু'বছর আলতাফের তত্ত্বাবধানে তাঁর ছেলে আমিনুর হোসেন এটি বানাচ্ছেন। রাসচক্র ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা সারাবছর রাসযাত্রার জন্য অপেক্ষা করে থাকি।' ১৫ দিন ধরে রাস উৎসব হবে। এই কয়েকদিন মদনমোহনবাড়ির ভিতরে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন উৎসব হবে। রাজ আমলেও এধরনের উৎসব হত। যাত্রা, কীর্তন, ভাগবত পাঠ, ভাওয়াইয়া গান, বাউল গান সহ নানা লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি কলকাতা থেকেও যাত্রার দল আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের বাজেট করা অর্থের মধ্যেই এই খরচগুলি করা হবে। প্রতিবছর রাস উৎসবে একদিকে যেমন বোর্ডের খরচ হয়, তেমনই ভক্তদের দেওয়া প্রণামি, স্টল থেকে বিভিন্ন ছবি, বই বিক্রি করে বোর্ডের রোজগারও হয়।

পাতালচণ্ডী বনাম পেটকাটি

প্রথম পাতার পর

ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা, উত্তরবঙ্গে একসময় ঘন জঙ্গল ছিল। সেই সঙ্গে ছিল ডাকাতদলের আনাগোনা। ডাকাতির আগে কালীর আরাধনা করত ডাকাতরা। ফলে অন্তত পাঁচশো বছর আগে থেকে এখানে কালীপুজোর চল ছিল। কিন্তু সেই অর্থে খুব বেশি স্থায়ী মন্দির ছিল না কোথাও। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলছেন, 'কালীপুজো আগে ডাকাতদেরই ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পরবর্তী সময়ে সভ্য সমাজ কালীপুজোয় মাতল। ফলে তখন থেকে আরও বেশি করে তৈরি হতে লাগল স্থায়ী মন্দির।'

এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে প্রাচীন যে ক'টি কালী মন্দিরের হদিস মিলেছে, তার মধ্যে প্রথমেই আসে হেমতাবাদের তারাসুন্দরীর কথা। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এই মন্দিরটি প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন। মন্দিরের গঠনশৈলীতে ভারতীয়র পাশাপাশি পার্সি শিল্পকলার প্রভাব রয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুর হাটের কাছে এই মন্দিরটি সংস্কার করে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্যামা মা এখানে ভদ্রকালী রূপে পূজিত হন।

প্রায় একই সময়ের বলে ধরে নেওয়া হয় জলপাইগুড়ি জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দিরটিকে। পুরোনো মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা সম্ভব না হলেও প্রচলিত রয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবার একসময় এই পুজোর খরচ বহন করত। এই মূর্তি দুটিতেও পেটকাটির মতো বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। ইতিহাসবিদদের অনুমান, গর্ভেশ্বরী বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি হিন্দুধর্মে গৃহীত হন।

উত্তরবঙ্গের কালীপুজোর ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। উদাহরণ হিসেবে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়ার বন্দরগছের কালীর কথা বলা যেতে পারে। সুজিতের কথা অনুযায়ী, এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮০০ সালে। প্রামাণ্য কোনও নথি না থাকলেও ঘটনাক্রম ব্যাখ্যা করে ইতিহাসবিদরা বলছেন, মন্বন্তরের কয়েক বছরের মধ্যে সন্ন্যাসী ও ফকিররা উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে লুটপাট শুরু করেন। নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তারা বেছে নিয়েছিল ফাঁসিদেওয়াকে। তাই এই পুজোর সূচনা তাদের হাতেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আলোয় ভরে উঠেছে গোটা বাংলা। দীপালিকায় আলো জ্বালানোর পাশাপাশি শক্তি আরাধনার তোড়জোড় চলছে চারদিকে। মাইকে ভেসে আসছে, 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন' কিংবা 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে...'।

সত্যিই তো, শ্যামা মা কি আর কালো! মায়ের তো কত রূপ। কোথাও তিনি শ্যামবর্ণা, কোথাও গায়ের রং নীল। যেমন দশমহাবিদ্যার দেবী তারার কথা বলা যেতে পারে। নীল রঙা দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, পরনে বাঘছাল। তাঁর আটটি রূপ-তারা, উগ্রতারা, মহা উগ্রতারা, কাম তারা, একজটা, নীল সরস্বতী, ভদ্রকালী, বজ্রা। যদিও এই রং নিয়ে নানা মত আছে। গবেষকদের কেউ কেউ বলেন, নীল রঙা কালীর ব্যাখ্যা কোথাও নেই। যেমন ব্যাখ্যা মেলে না উত্তরের একাধিক লোকায়ত দেবদেবীর। সে চোপড়ার কাঁচাকালীই হোক কিংবা রায়গঞ্জের মোটরকালী কিংবা মোহিতনগরের লোটাকালী। প্রতি ক্ষেত্রেই জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় ভাবাবেগ এবং লোকাচার। কিন্তু কোনওটিরই কোনও ইতিহাস মেলে না। সে ইতিহাস অবশ্য আজকাল কেউ আর খুঁজতেও যান না।

ওলটাল গাড়ি

শীতলকুচি, ৩০ অক্টোবর : বুধবার দুপুরে শীতলকুচি-সিতাই রাজ্য সড়কের ক্যাম্পের চৌপথি এলাকায় পাথরবোঝাই পিকআপ উলটে জখম হন চালক। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শীতলকুচি থেকে বড়মরিচার দিকে যাওয়ার সময় একটি বাছুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায় গাড়িটি।

সিকিমে ১৪ নম্বর টানেলে রেল ট্র্যাক পাতার কাজ শেষ।

বেহাল সড়কে বিলম্ব প্রকল্পে

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : লক্ষ্য ছিল ১৫ অগাস্ট '২৫-এ সবুজ পতাকা দেখানোর। কিছুদিন এগিয়ে এনে ভারতে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির দিন হিসেবে আগামী বছরের ১৬ মে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালুর চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু আগামী বছর সেবক ও রংপোর মধ্যে যে ট্রেন চলাচল দুঃসাধ্য, তা রেলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন)। মাসের পর মাস ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল থাকার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাচ্ছে না, সেটাও ইরকনের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিং বলছেন, 'কয়েক বছর ধরেই বর্ষার সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকছে। এবছর তো কয়েকদিন আগে রাস্তাটি চালু হল। রাস্তা বন্ধ থাকলে কাজ হবে কী করে? এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। ফলে অগাস্টের মধ্যে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়।' ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় সিকিম তো বটেই, ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে কালিম্পংয়েরও। ক্ষতির মুখে পড়তে হল সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পকেও। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে না পারায় ইতিমধ্যে প্রকল্প খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ধাপে ধাপে। নতুন করে যে '২৫-এর অগাস্ট লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল, তাও যে নির্দিষ্ট সময়ে ছোঁয়া অসম্ভব, সেটা পরিষ্কার করে রেলকে জানিয়ে দিল ইরকন। গত বছর ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে ত্রাস হয়ে উঠেছিল তিস্তা। তিস্তার প্লাবনে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছিল সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প। কাজ বন্ধ ছিল দিনের পর দিন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর রেল এবং ইরকন যৌথভাবে সমীক্ষা করে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে চলতি বছর কাজ শেষ করে ১৫ অগাস্ট থেকে ট্রেন চলাচলের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এবছরও বর্ষার সময় এবং পরবর্তী সময়ে দিনের পর দিন বন্ধ থাকে জাতীয় সড়কটি, যার প্রভাব পড়ে রেলপ্রকল্পটিতে।

ইরকন সূত্রে খবর, জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল না করায় বন্ধ ছিল মেল্লি এলাকার কাজ। প্রকল্প এলাকায় সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ পৌঁছে দিতে না পারায় ৮ এবং ৯ নম্বর টানেলের কাজ থমকে ছিল, যার প্রভাব পড়েছে প্রকল্পের অন্য ক্ষেত্রেও। এদিকে, চলতি সপ্তাহে ১৪ নম্বর টানেলে রেললাইন পাতার কাজ শেষ করা হয়েছে।

এক ফোঁটা আলো রেখো বোনের জন্য

প্রথম পাতার পর

অভিযোগে এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন আরও এক দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লগিন দাস। তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল দলের দায় ঝাড়তে গিয়ে বলেছেন, আইন আইনের পথে চলবে।

রাজনৈতিক কৌলীন্যের দাবিদার সিপিএম নেতারাও এই দোষের বাইরে নন। এক মহিলা সাংবাদিকের 'কোলে বসায়' অভিযুক্ত হয়েছেন সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ঝড় শুরু হওয়ায় আরজি করের আবহে নারী সুরক্ষা নিয়ে মাঠে নামা সিপিএম একটু অস্বস্তিতে পড়ে। অস্বস্তি কাটাতে তরুণী সাংবাদিককে শ্লীলতাহানির ঘটনায় তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করা হয় তন্ময়কে। উত্তর ২৪ পরগনায় সিপিএমের দাপুটে নেতা তন্ময়বাবুকে জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়াটা নাকি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সবমিলিয়ে মা-বোন-দিদিরা একেবারে ভালো নেই। এর মধ্যে আবার ভাইফোঁটা আসছে। বোনটি আপনাকে ফোঁটা দেবে কী করে? সম্পর্কের সেই বাঁধন কি আর আছে? যৌথ পারিবারিক কাঠামো ভেঙে একক পরিবারের মধ্যে এতদিন মানুষ স্বস্তি খুঁজেছে, স্বাধীনতা খুঁজেছে। কিন্তু সত্যিই কি মিলেছে স্বস্তি, স্বাধীনতা- এমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহজ কোনও উত্তর মিলছে না। এখন তো একক পরিবারের মধ্যেও শান্তি মেলে না। এক ছাদের নীচে থাকলেও 'ফ্যামিলি বন্ডিং'টা উধাও হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ফোঁটা তো হবেই। ভাইয়ের কপালে কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে বোন উচ্চারণ করবে, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে যাচ্ছিল মালদার সোমার। অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে তিনি বলছিলেন, পরিস্থিতি একদম পালটে গিয়েছে। সম্পর্ক একেবারে আলগা হয়ে গিয়েছে। সব পরিবার এখন ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রতিযোগিতার মাঠে। সময় নেই ফোঁটা নেওয়ার। আগে এমন ছিল না। ভাইকে ফোঁটা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন পাশে রাখা খামটার দিকে। তিনি তো ভাইকে বডি স্প্রে প্রেজেন্ট করেছেন। খামে কী আছে, কতটা আছে, জানার কৌতূহল বাড়ছে। খাম পেতেই দৌড়ে ভেতরে গিয়ে খুলে ফেলেন। দেখেন ভেতরে একটা কাগজ। তাতে লেখা, 'পরে দেব।' এই ডিউ স্লিপই এখন বাংলার বোনেদের ভরসা। জানি না, আমরা ওদের ভয় ও কলুষমুক্ত সম্পর্কের দিন ফিরিয়ে দিতে পারব কি না।

জোড়া মূর্তি উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

করেছিল ভুটান পুলিশ। পরে তাদের কাছে খবর পৌঁছায় মূর্তি ভারত হয়ে নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেইমতো নেপালের বেশ কয়েকটি এলাকায় যৌথ তল্লাশিও চালানো হয়েছিল। তল্লাশি চালানো হয় শিলিগুড়ি এবং দিল্লিতেও। রয়্যাল ভুটান পুলিশের এক আধিকারিকের ব্যাখ্যা, চোরেরা নেপাল এবং ভারতে গিয়েছিল এটা নিশ্চিত। তবে এখন মনে হচ্ছে তারা মূর্তির বদলে মূর্তির ছবি নিয়ে খরিদ্দার খুঁজতে গিয়েছিল। সামাজিক মাধ্যমের বেশ কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে যা থেকে বোঝা যাচ্ছে মূর্তির ছবি বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছিল। ইন্টারপোল তৎপর হওয়ায় ক্রেতা খুঁজে না পেয়ে ভয়ে চোরেরা মূর্তিগুলি ফেলে রেখে যায় বলেই মনে করছে ভুটান পুলিশের একাংশ।

বন্ধ বাগানের বিষাদছায়ায় শুরু কালীমেলা

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : মাঝে রেললাইন। রেললাইনের এক পাশে হ্যামিল্টনগঞ্জে ঐতিহাসিক কালীপুজোর মেলার উদ্বোধন হচ্ছে বৃহস্পতিবার। হ্যামিল্টনগঞ্জজুড়ে মেলার প্রস্তুতির আমেজ। চারদিকে সাজোসাজো রব। রেললাইনের আরেক পাশে রয়েছে কালচিনি চা বাগানের আউট ডিভিশন বোকেনবাড়ি। সেখানে আবার উলটো চিত্র। ওই বাগানটি এক বছরের ওপরে বন্ধ রয়েছে। বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা উপার্জন হারিয়ে ধুঁকছেন। বাগান খোলার নাম নেই। তাই ওই বাগানের শ্রমিকদের কাছে মেলায় ঘোরা যেন বিলাসিতার আরেক নাম।

বাগানের শ্রমিক সীতামুনি খাড়িয়া বলছিলেন, 'সমিতি গঠন করে কাজ করে প্রতিদিন যে মজুরি পাই তাতে দু'বেলা ভাত জোটানো নিয়ে চিন্তিত আমরা। মেলায় গিয়ে কী লাভ? কোনওকিছুই তো কিনতে পারব না।' পাশের বাগান রায়মাটাং চা বাগানের কর্মী কমল কুজুর বললেন, 'মেলা শুরু হয়েছিল কালচিনি ও আশপাশের শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে। অথচ বাগান বন্ধ থাকায় আর্থিক অনটনে ভুগতে হচ্ছে আমাদের। মেলায় ঘুরতে গেলেও কেনাকাটার সামর্থ্য নেই শ্রমিকদের।'

রায়মাটাং চা বাগান বন্ধ হওয়ার এক বছর পূর্ণ হচ্ছে ১ নভেম্বর। এছাড়াও কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া ও তোর্ষা চা বাগানও বন্ধ। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে ওই দুটি বাগানের দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় ১৫ ও ২০ কিলোমিটার।

এবছর হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর মেলার ৯০তম বর্ষ। এক সাহেবের হাত ধরে ১৯১৭ সালে স্থানীয় কালীবাড়িতে কালীপুজোর সূচনা হয়েছিল। তার কয়েক বছর পর সাহেবের উদ্যোগেই কালীপুজোর মেলার সূচনা হয়। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, সেসময় চা শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করার জন্য ও শ্রমিকরা যাতে এক জায়গা থেকে ঘরের নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন, সেই কথা ভেবেই মেলার সূচনা হয়। মেলায় যাঁরা ঘুরতে আসেন, তাঁদের একটা বড় অংশ চা বাগানের শ্রমিক। অথচ এখন তো এই ব্লকের চারটি চা বাগান বন্ধ। বন্ধ বাগানের প্রভাব পড়তে পারে মেলার ওপর।

চা বাগানগুলো বন্ধ থাকায় এর প্রভাব মেলায় কিছুটা হলেও পড়তে পারে বলে মনে করছেন মেলা পরিচালন কমিটির অফিস সেক্রেটারি কুমারদীপ চৌধুরীও। তিনি বলেন, 'মেলায় ঘুরতে আসাদের মধ্যে বেশিরভাগই তো বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক। একথা অনস্বীকার্য। তবুও বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের আমরা আহ্বান জানাব, যাতে তাঁরা মেলায় ঘুরতে আসেন। মেলা ঘুরলে কিছুটা হলেও তাঁদের মন ভালো থাকবে।'

বুধবার মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা গেল, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিক্রেতারা দোকান তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। অনেকের দোকান তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। তাঁরা দোকানে পসরা সাজাচ্ছেন। কোচবিহার থেকে এসেছেন প্রকাশ নাগ। তাঁরা প্রায় ২০ বছর ধরে এই মেলায় শিশুদের খেলনার দোকান বসাচ্ছেন। গত বছর মেলায় কিছুটা কম বিক্রি হয়েছিল। তবে তা নিয়ে উদ্বেগ নেই ওই বিক্রেতার চোখেমুখে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, এবছর মেলায় বেচাকেনা ভালো হতে পারে। মেলার উদ্বোধন এদিন হয়নি ঠিকই, তবে এদিনই কয়েকজন ক্রেতাকেও সেই মাঠে দেখা গিয়েছে। যে কয়েকটি দোকান বসেছে, সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।

হ্যামিল্টনগঞ্জে কালীপুজোর মেলার প্রস্তুতি চলছে। বুধবার।

ছোট তারা

কোচবিহারের আরান্থা গোস্বামী শ্রীঅরবিন্দ পাঠভবনের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় খুবই দক্ষ। নাচ এবং গান করতেও সে ভালোবাসে।

প্রতিমা নিরঞ্জনে বড় বাজেট মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরের কালীপুজোয় বেশ কয়েক বছর ধরে পুজোমণ্ডপ ও আলোকসজ্জাকে ছাপিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা। শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলির বাজেটের একটা বড় অংশ প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার জন্য বরাদ্দ করে রাখে।

শহরের সি টিম গ্রাউন্ড ক্লাবের পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা আর শোভাযাত্রার বাজেট ৩ লক্ষ টাকা। অপরদিকে, পশ্চিমপাড়া উদয়ন সংঘের পুজোর বাজেট দেড় লক্ষ টাকা আর শোভাযাত্রার বাজেট ২ লক্ষ টাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের পুজোর বাজেট ৮ লক্ষ টাকা আর শোভাযাত্রার বাজেট ২ লক্ষ টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের কালীপুজোয় মেদিনীপুরের মণ্ডপশিল্পীরা পাটি, হোগলাপাতা ও আইসক্রিমের কাঠি দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করছে। তমলুকের শিল্পী নির্মলকান্তি পারেয়া মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ সাহা বলেন, 'প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় বিহু নৃত্য ও আদিবাসী নৃত্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্যের পরিকল্পনা রয়েছে। শোভাযাত্রায় থাকবে আতশবাজির প্রদর্শনী। তিনদিনব্যাপী পুজো প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, সি টিম গ্রাউন্ড ক্লাবের ১৩তম বর্ষের পুজোর থিম 'শৈশব'। পুজো কমিটির সভাপতি সাগর দাস বলেন, 'মোবাইল ফোনের আসক্তিতে শিশুদের শৈশব যে হারিয়ে যাচ্ছে তা দিনহাটার মণ্ডপশিল্পী কাশীনাথ দেবনাথের হাতের ছোঁয়ায় থিমে ফুটিয়ে তোলা হবে।' তাঁর আরও সংযোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিলি করা হবে। প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় আতশবাজির প্রদর্শনী রয়েছে। শোভাযাত্রার অন্য কর্মসূচি সিক্রেট রাখা হয়েছে।

পশ্চিমপাড়া উদয়ন সংঘের ৭১তম বর্ষের পুজো। পুজোমণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় মণ্ডপশিল্পী রাকেশ সাহা। দুটি প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে শান্তি পাল এবং মিঠুন পাল। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন কেশরী বর্মন। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রত্যুষ দত্ত বলেন, 'আতশবাজি প্রদর্শনী ছাড়াও বাইরে থেকে বিভিন্ন নাচের দল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে।'

মাথাভাঙ্গা পিকেপি ইউনিটের ১৮তম বার্ষিক পুজো। বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক নিলয় চক্রবর্তী জানালেন, এবছর পুজোর থিম মায়ের নয়ন। বিবাদী সংঘের এবছর ৪৯তম বর্ষের পুজো। বাজেটও দেড় লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক সমীর দাস বলেন, 'আগামী বছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। তাই এবছরের পুজোর বাজেট কম রাখা হয়েছে।'

পুজো উদ্বোধনের পর কোচবিহারের গোলবাগান ক্লাবের মণ্ডপে দর্শনার্থীরা। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

নির্জন রাস্তায় কাউকে একাকী পেলে খুব মিষ্টি আর আদুরে গলায় ডাক দেয় এই মেয়ে। একথা শোনার পর থেকেই নিশিভূতের প্রতি শুভঙ্করের একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া দিনহাটার অনুশ্রীরও ভূতের ভয় নেই। বরঞ্চ ব্রহ্মদৈত্যকে তাঁর বেশ ভালো লাগে। এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে ভূত ভয়ের নয়, একটা বিনোদনের সামগ্রী। কোচবিহারের ছয় শহরের বিভিন্ন জনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভূতচতুর্দশী উপলক্ষ্যে আজকের প্রতিবেদন-

ভূতের ভূমিকা বদল

রক্ষার মন্ত্র

মাথাভাঙ্গা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা অমলকৃষ্ণ রায় বুধবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে সেখানে ভূতচতুর্দশীর কথা উঠতেই অমলবাবু হেসেই কুটোপাটি। আর হাসবেন নাই বা কেন? ভূতের ভয়ে ছোটবেলায় কত কিছুই না করেছেন তিনি! 'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি/রাম লক্ষণ সঙ্গে থাকলে ভূতে করবে কি?' শ্যাওড়াতলা বা শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে মায়ের শেখানো এই মন্ত্র ছিল রক্ষাকবচ। তারপরেও রাতবিরেতে কতবার তাঁর মনে হয়েছে, 'এই বুঝি গাছ থেকে নেমে ভূত ক্যাঁক করে ঘাড়টা মটকে দিল!'

মজার ভূত

ঠাকুরদা-ঠাকুমা, বাবা-মায়েদের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের বিস্তর ফারাক। আর হবে নাই বা কেন? ছেলেমেয়েদের মনে ভূতের ভয় ঢোকার সবচেয়ে সুবিধাজনক সময় চার থেকে ছয় বছর বয়স। শিশুর মনে ভূতের ভয় ঢুকবে, যখন শিশুদের বলা হবে ভূতের গল্প। ভূতের সিনেমা দেখে, গল্প পড়ে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মনের মধ্যে বেড়ে উঠবে ভূতের ভয়। শ্যাওড়া গাছে ভূত থাকে। একথা শুনে ভূতের ভয় পেতে হলে তাকে শ্যাওড়াতলার অভিজ্ঞতা নিতে হবে। অন্ধকারে শ্যাওড়াতলায় যেতে হবে। সে শুধু কল্পনা করে ভয় পাবে না। নগরায়ণের ফলে এই শ্যাওড়া গাছ হয় বহুদিন আগে কেটে ফেলা হয়েছে, নয় শিশু একলা ওই গাছের নীচে যায়নি। যাবেও না। পিকনিক করতে গিয়ে তার পক্ষে হয়তো একবার কালেভদ্রে শ্যাওড়া গাছ দেখা সম্ভব। তাই ভূত মানেই একটা সময় যা গা ছমছমে ভয়ের ছিল, এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে তা মজার। এককথায় বিনোদনের সামগ্রী।

বাঁশের ওপর মহিলা

হলদিবাড়ি শহরের ষাটোর্ধ্ব মমেনা খাতুনেরও শৈশবে এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'এক সন্ধ্যায় তিন বোন মিলে লবণ আনতে পাশের বাড়ি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তায় হেলে থাকা বাঁশের উপর এক মহিলা ঘন, লম্বা চুল ছেড়ে বসে আছে। আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। তবে সঙ্গে থাকা দেশলাই জ্বালতেই সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।'

সেই সিনেমা

ভূত নিয়ে প্রবীণদের নানা অভিজ্ঞতা সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছে। তবে এখন যাঁরা মধ্যবয়স্ক তাঁদের শৈশবও কিন্তু ভূতের ভয়মুক্ত নয়। কথা হচ্ছিল মেখলিগঞ্জ পুর এলাকার শুভজিৎ দাসের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলায় ঠাকুমার ঝুলি, অন্য ভূতের গল্পে স্কন্ধকাটা, শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্যর কথা শুনে কল্পনায় হারাতাম, ভয় পেতাম। পরবর্তীতে সিনেমা সেই জায়গা নেয়। গুমনাম, কুহেলির মতো সিনেমা দেখে বহু রাত দু'চোখের পাতা এক হয়নি।'

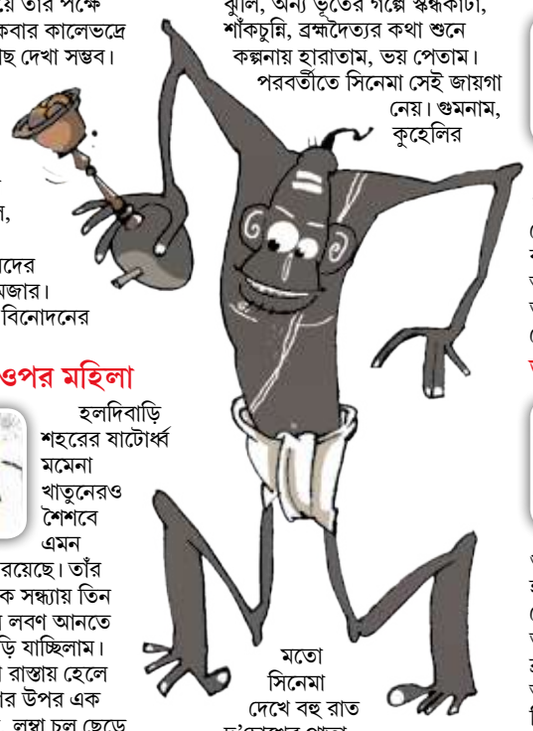

অদ্ভুত শিহরন

কোচবিহার শহরের বাসিন্দা পিংকি বর্মন পেশায় শিক্ষিকা। শৈশবের মতো এখনও অন্ধকার রাস্তায় চলাফেরা করতে তাঁর গা ছমছম করে। তবে ভূতের সিনেমা দেখে একটা অদ্ভুত শিহরন অনুভব করেন তিনি। যা ঠিক ভয় নয়।

শ্মশানের রাস্তায়

তুফানগঞ্জ এনএনএম হাইস্কুলের পড়ুয়া শুভঙ্কর দাস প্রায় নিয়ম করে মোবাইলে ভূতের সিনেমা দেখে। অমাবস্যার রাতেও শ্মশানের রাস্তায় টিউশনে যেতে সে ভয় পায় না। তার কথায়, 'যার অস্তিত্বই নেই তাকে আবার ভয় পাবার কী আছে? ছোট ভাইবোনেদের যুক্তি দিয়ে বিষয়টি বোঝাই।'

ভূতকে তুড়ি

নির্জন রাস্তায় কাউকে একাকী পেলে সুন্দর কণ্ঠে ডাক দেয়। একথা শোনার পর থেকে নিশিভূতের প্রতি শুভঙ্করের একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। দিনহাটা শহরের অনুশ্রী গোস্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তাঁরও ভূতে ভয় নেই। বরঞ্চ ব্রহ্মদৈত্যকে তাঁর ভালো লাগে। অনুশ্রীর কথায়, 'আসলে আমি নিজেও ব্রাহ্মণ পরিবারের তো, তাই।' শুধু কী শুভঙ্কর, অনুশ্রী? না। তাঁদের মতো বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তুড়ি মেরে ভূতের ভয় উড়িয়ে দিচ্ছে। তাইতো ভূতচতুর্দশীর মতো তিথিতে বয়স্কদের সাবধানবাণী তাদের বিচলিত করে না।

তথ্য : তুষার দেব, বিশ্বজিৎ সাহা, অমিতকুমার রায়, প্রসেনজিৎ সাহা, দেবদর্শন চন্দ, শুভ্রজিৎ বিশ্বাস, বাবাই দাস।

বাজারে দাম বেড়েছে ফল ও সবজির

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : কালীপুজোর আগে বাজার জমে উঠেছে। ফল, শাকসবজি থেকে শুরু করে দশকর্মা, আলোকসজ্জা ও বাজির দোকানে দেদার কেনাকাটা চলছে। পুজো উপলক্ষ্যে ফল ও শাকসবজির দামও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সারাদিন তো বটেই সন্ধের পর থেকেই বাজারগুলিতে ক্রেতার ভিড় বেশি দেখা যায়। জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরোজ ঘোষের কথায়, 'পুজো উপলক্ষ্যে ভালোই ব্যবসা হচ্ছে।'

কোচবিহারে ক্লাবগুলোর পুজো তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন স্থায়ী মন্দির ও বাড়িতেও পুজোর আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার পুজো হওয়ায় আয়োজকরা বুধবারই কেনাকাটা সেরে রাখছেন। ভবানীগঞ্জ বাজারের ফল বিক্রেতা রানা হোসেন বলেছেন, 'সারাদিনই পুজোর উদ্যোক্তারা এসেছেন। পুজোর জন্য ফলের দাম কিছুটা বাড়লেও খুব একটা বাড়েনি।' তবে বিক্রেতারা সেই দাবি করলেও ক্রেতারা বলছেন, 'পুজোয় ফলের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে।' এদিন আপেল ১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও প্রতি কেজি মুসম্বি ১০০, ডালিম ২৫০, নাসপাতি ১৫০, পেয়ারা ৮০ টাকা দাম ছিল। আখ ৪০ টাকা ও নারকেল ৫০-৮০ টাকা পিস বিক্রি হয়েছে। সব ফলই কেজি প্রতি ২০-৩০ টাকা করে দাম বেড়েছে। সামনেই ছটপুজো থাকায় নারকেলের দাম তুলনামূলক অনেকটাই বেড়েছে বলে ক্রেতারা জানিয়েছেন।

দশকর্মা ভাণ্ডারের দোকানগুলিতেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। বিক্রেতা বাসুদেব চক্রবর্তী বলেছেন, 'কালীপুজোর বাজার সাধারণত আগের দিন হয়। তাই এদিন দিনভর ভালোই বিক্রি হয়েছে।' বাজার করতে এসে একটি পুজো কমিটির তরফে শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন, 'জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাজার ঘুরে ঘুরে দরাদরি করে জিনিস কিনতে হচ্ছে।' ভোগের জন্য সবজির দামও ঊর্ধ্বমুখী। ফুলকপি ৮০-১০০, বেগুন ৫০-৮০, পটল ৫০, সিম ১২০-১৩০, টমেটো ৮০-১০০, আদা ২০০, মুলো ৫০-৬০, গাজর ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। সবজি বিক্রেতা সমরেশ দাসের কথা, 'সবজির দাম অল্প কিছু বেড়েছে। পাইকারি বাজারে যা দাম থাকে তার উপর নির্ভর করেই আমাদের বিক্রি করতে হয়। তবে পুজোর পর দাম আবার কমে যাবে।'

বাজারের দোকানগুলি তো বটেই এদিন বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাথে আলোকসজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। এক বিক্রেতা শুভদীপ বর্মনের বক্তব্য, '২৫ টাকা থেকে শুরু করে ২,০০০ টাকা দামের আলোকসজ্জার সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে।' এদিন কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বাজি কিনতেও বহু ক্রেতার ভিড় হয়।

কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে ফলের বাজারে ক্রেতারা।

ফলের দাম

- আপেল ১৫০ টাকা কেজি, মুসম্বি ১০০, ডালিম ২৫০, নাসপাতি ১৫০, পেয়ারা ৮০
- আখ ৪০ টাকা ও নারকেল ৫০-৮০ টাকা পিস বিক্রি হচ্ছে
- সব ফলই কেজি প্রতি ২০-৩০ টাকা বেড়েছে
- সামনে ছটপুজো থাকায় নারকেলের দাম তুলনামূলক অনেকটাই বেড়েছে

কম বাজেটের পুজোয় সম্বল আবেগ

মেখলিগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুক্তি সংঘ ও পাঠাগারের সর্বজনীন শ্যামাপুজোর এই বছর ৪২তম বর্ষ। প্রতি বছর কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান এই পুজোর মূল আকর্ষণ। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত মুক্তি সংঘ ও পাঠাগারের পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। দায়িত্বে রয়েছেন নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মানিক বর্মন, সম্পাদক সাগর রায় এবং কোষাধ্যক্ষ বিষ্ণু বর্মন। এবছর পুজোর আলোক ও মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে আছেন মেখলিগঞ্জের ডেকোরেটার উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রতিমা তৈরি করছেন রায়গঞ্জের মৃৎশিল্পী অরবিন্দ পাল। মেখলিগঞ্জ এলাকার হাজার খানেক মানুষ প্রতি বছর এই পুজোয় শামিল হন। পুজো কমিটির সহ সভাপতি মানিক বর্মন বলেন, 'আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় এক লক্ষ টাকা। চাকচিক্য বা চোখ ধাঁধানো আলো নয়, ভক্তিভরে পুজোয় শামিল হওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা ঐতিহ্য ধরে রাখতে ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন অপেক্ষা মায়ের আগমনের।'

সমস্যায় জংলি কালী মন্দির

মাথাভাঙ্গা, ৩০ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরে সিদ্ধেশ্বরী জংলি কালী মন্দিরের পুজো এক সময় রীতিমতো উৎসবের চেহারা নিত। এখন মন্দিরটি লোকবল ও অর্থবলের অভাবে ধুঁকছে। ফলে পুজোর আয়োজন থেকে পুজোর খরচ জোগাড় সমস্তটাই একার হাতে করতে বাধ্য হচ্ছেন মন্দিরের বর্তমান সেবাইত শিপ্রা ভট্টাচার্য (৬৫)।

আজ থেকে ৮৯ বছর আগে কাশী থেকে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি এনে নিজের বাড়ির একাংশে মন্দির তৈরি করে নিত্যপুজো শুরু করেছিলেন প্রয়াত মধুসূদন ভট্টাচার্য। শহরের অন্যতম কালীভক্ত হিসেবে পরিচিত প্রয়াত রমেশ চৌধুরী কাশী থেকে কষ্টিপাথরের ওই কালীমূর্তি মাথাভাঙ্গায় নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানে সেই মূর্তিতেই পুজো হচ্ছে। পারিবারিক পুজো হিসেবেই ওই মন্দিরের কালীপুজো শুরু হলেও প্রায় ৩ দশক আগে ১৯৯৪ সালে তা বারোয়ারি পুজোয় পরিণত হয়।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্য শিপ্রা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাকে মন্দিরের সেবাইতের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আমার একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকে। মন্দিরের কারণেই আমি এখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এদিকে মন্দিরের ভক্তের সংখ্যা কমেছে এবং অর্থাভাবে সমস্যা হচ্ছে নিত্যপুজো সহ বার্ষিক পুজো এবং দীপাবলির পুজো আয়োজনের ক্ষেত্রেও।'

দীপাবলির আগের দিন বুধবার শুনসান মাথাভাঙ্গা শহরের জংলি কালী মন্দির।

থিম আদিবাসীর আঙিনা

হলদিবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সেজে উঠছে হলদিবাড়ি ভেজিটেবল লোডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। গত ১৭ বছর ধরে থিম পুজোয় চমক দিয়েছে তাঁরা। এবারেও তাঁদের পুজোয় থাকছে এক বিশেষ চমক। এবছর তাদের ভাবনায় 'আদিবাসীর আঙিনা'। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য সাত্তার মহম্মদ বলেন, 'এবার আমাদের পুজোর ১৭তম বর্ষ। শহরের টমেটো মার্কেট চত্বরে পুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে।'

পুজো কমিটির সম্পাদক আভাস বন্দ্য বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরগুলো সুসজ্জিত। বাঁশ, বেত, কুলো, আলপনা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয় এক-একটি বাড়ি। বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা হয় বাড়ির বাইরের দেওয়ালে। আমরাও ঠিক একইভাবে সেই বাড়িগুলো তৈরি করব। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, কালচার সব তুলে ধরা হচ্ছে। প্যান্ডেল তৈরি করছেন অসম থেকে আগত প্যান্ডেল শিল্পী ভবিষ্যৎ রায়। চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্যান্ডেলের প্রবেশপথে তিনটি বড় গেট তৈরি করা হয়েছে।

এবার বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে পাঁচদিনের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ব্যাংকের অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ৩০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার লোন বিতরণ করা হল। বুধবার কোচবিহারের বাণীতীর্থ ক্লাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি করা হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান অনিল কুমার সহ বাবুরহাট (নীল), রাজারহাট, কোচবিহার, কোচবিহার বাজার ও ডোডেয়ারহাট শাখার আধিকারিক ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। অনিল কুমার বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক সবসময় গ্রাহকদের পাশে রয়েছে।' জানা গিয়েছে, এদিন লোন বিলির পাশাপাশি ব্যাংকের পরিষেবা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গ্রাহকদের অবগত করা হয়।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ২
  - এ নেগেটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ৪
  - এবি নেগেটিভ - ১
  - ও পজিটিভ - ০
  - ও নেগেটিভ - ২
- **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ০
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ৪
  - এবি নেগেটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ৪
  - ও নেগেটিভ - ২
- **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ৫
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ২
  - বি নেগেটিভ - ২
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ১
  - ও পজিটিভ - ৬
  - ও নেগেটিভ - ১

শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : অবশেষে টনক নড়ল পুলিশের। দিনহাটায় বুধবার সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত গোডাউন থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে প্রচুর সংখ্যায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে বুধবার 'নিষিদ্ধ বাজিতে কান ঝালাপালা' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হওয়ার তৎপর হয় পুলিশ। যদিও শব্দবাজি মজুত করার অভিযোগে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, 'আমরা শব্দবাজি আটকাতে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছিলাম। তারপরেও লক্ষ করছিলাম যে, রোজ এমন কিছু বাজি ফাটছে, যা সবুজ বাজি নয়।' পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬ হাজার চকোলেট বোমা, ১১ হাজার পটকা, ১১০টি ফায়ার শটস, ১৫০০ ফায়ার ক্র্যাকার্স ও ১৫টি রকেট বাজয়াপ্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে পুলিশি নজর এড়িয়ে এত শব্দবাজি শহরে ঢুকল? বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে যে হারে শব্দবাজি ফেটেছে, তাতে পরিষ্কার যে শহরে আরও বাজি মজুত রয়েছে। এসডিপিও জানিয়েছেন, অভিযান চলবে।

উৎসবে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : উৎসবের মাঝে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তে চিন্তায় প্রশাসন। শুধু ডেঙ্গি নয়, দেখা মিলছে ম্যালেরিয়া রোগীরও। চিন্তার বিষয় যাদের শরীরে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু মিলছে তাদের অনেকেই যেমন বাইরে থেকে এসেছেন আবার অনেকেই দিনহাটারই।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে দিনহাটা হাসপাতালে পাঁচজন ডেঙ্গি রোগী ও একজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। যাঁরা জ্বর নিয়ে ভর্তি হবার পর পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে এনএস-১ পরীক্ষা করলে রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু মেলে। পুজোর পর উল্লেখযোগ্যভাবে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে এবং হিসেব অনুযায়ী প্রতি মাসে ৬৫ জন রোগী গড়ে ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছেন দিনহাটা মহকুমায়। তবে ভালো খবর যে তাঁরা চিকিৎসায় ভালো হয়ে দ্রুত বাড়িও ফিরছেন।

পুরসভা সূত্রে খবর, দিনহাটা পুরসভাতেও ২ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। এদের একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হলেও অপরজন বাড়িতেই চিকিৎসকের পরামর্শে রয়েছেন। তবে ডেঙ্গি নিয়ে পুরসভা বেশ তৎপর। তবে পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী রাজশেখর ঘোষের কথায় পুজোয় অনেকেই বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই জ্বরের উপসর্গ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু মিলছে। আমাদের মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা এবিষয়ে বিশেষ নজর রাখছেন। যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের জ্বরের উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে রক্ত পরীক্ষার বিষয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করছেন তাঁরা।

ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তের কারণেই সরকার ডেঙ্গি সচেতনতা কর্মসূচি সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে নভেম্বর পর্যন্ত করেছে। আর সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নিয়মিত দিনহাটা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি চলছে। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরীর কথায়, 'আমরা সর্বদা নজর রাখছি যাতে কোথাও আবর্জনা জমে না থাকে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ টিম বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছে নিয়মিত। তবে হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, ডেঙ্গির সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগীও আসছেন যা চিন্তার বিষয়। আমরা সবরকমে প্রস্তুত রয়েছি। তবে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে। বাড়িতে যাতে জমা জল না থাকে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

প্রকোপ বাড়ছে

- দিনহাটা হাসপাতালে পাঁচজন ডেঙ্গি ও একজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী রয়েছেন
- পুজোর পর উল্লেখযোগ্যভাবে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে
- প্রতি মাসে ৬৫ জন রোগী গড়ে ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছেন মহকুমায়

MRF
Ph.: 9933725127 / 9434366617
E-mail Id: mkt99@yahoo.in
MANOJ KUMAR KANU
M.K. TYRES
Exclusive Dealer
Merchant Road, Changrabanda,
Dist. Cooch Behar,
West Bengal, Pin - 735301

গ্লোবাল টিউবারকিউলোসিস রিপোর্ট ২০২৪

করোনাকে টপকে ঘাতক সংক্রামক যক্ষ্মা

জেনেভা, ৩০ অক্টোবর : যক্ষ্মা রোগকে বরাবর মারাত্মক বলে গণ্য করা হয়। ইদানীংকালে যক্ষ্মা রোগের বাড়বাড়ন্ত নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র।

সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে টিউবারকিউলোসিস (টিবি) বা যক্ষ্মা রোগের উদ্বেগজনক বাড়বৃদ্ধি ধরা পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮২ লক্ষ নতুন যক্ষ্মা রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে, যা ১৯৯৫ সালে রোগ সংক্রান্ত নজরদারি শুরু হওয়ার পর সর্বোচ্চ। ২০২২ সালে গোটা বিশ্বে ৭৫ লক্ষ নতুন যক্ষ্মারোগীর সন্ধান মিলেছিল। ২০২৩ সালে ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার নতুন যক্ষ্মারোগীকে শনাক্ত করা হয়, যা ভারতের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ইতিহাসে সর্বাধিক। সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে যক্ষ্মা কোভিড-১৯-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে নতুন করে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বিষয়টি উদ্বেগজনক। যক্ষ্মা সংক্রমণ রুখতে দ্রুত ও জরুরি পদক্ষেপ করার প্রয়োজন।'

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল টিউবারকিউলোসিস রিপোর্ট ২০২৪' অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে মোট যক্ষ্মারোগীর মধ্যে ২৬ শতাংশ ভারতের। এরপরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া (১০ শতাংশ), চিন (৬.৮ শতাংশ), ফিলিপিন্স (৬.৮ শতাংশ) এবং পাকিস্তান (৬.৩ শতাংশ)। এইডস রোগীদের যক্ষ্মায় সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এইচআইভি আক্রান্তরা যক্ষ্মা সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১৬গুণ বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। ২০২৩ সালে প্রায় ১,৬১,০০০ মানুষ এইচআইভি-সংশ্লিষ্ট যক্ষ্মায় মারা যান।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নতুন যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ পুরুষ, ৩৩ শতাংশ নারী এবং অবশিষ্ট ১২ শতাংশ শিশু ও কিশোর-কিশোরী। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, রাশিয়া, ভিয়েতনাম সহ বিশ্বের ৩০টি দেশে কমবেশি যক্ষ্মার প্রকোপ ধরা পড়েছে।

হু-র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতির মিশ্র চিত্র ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, অর্থায়নের ঘাটতির জন্য নানা দেশে যক্ষ্মা প্রতিরোধ কর্মসূচি ধাক্কা খেয়েছে। যদিও যক্ষ্মাজনিত মৃত্যু ২০২২ সালের ১৩ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ২০২৩ সালে সামান্য কমে ১২ লক্ষ ৫০ হাজারে নেমে এলেও রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৮ লক্ষ হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সংস্থার মহাসচিব টেড্রোস আধানম গেব্রেসুস বলেছেন, 'টিবি প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও এই রোগে এতো মানুষের অসুস্থ হওয়া এবং মৃত্যু বেদনাদায়ক।' একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করার ঘোষিত কর্মসূচির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন টেড্রোস।

একনজরে

- ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮২ লক্ষ নতুন যক্ষ্মারোগী শনাক্ত হন, যা ১৯৯৫ সালে রোগ পর্যবেক্ষণ শুরুর পর সর্বোচ্চ
- ২০২২ সালে গোটা বিশ্বে ৭৫ লক্ষ নতুন যক্ষ্মারোগীর সন্ধান মিলেছিল
- ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে মোট যক্ষ্মারোগীর মধ্যে ২৬ শতাংশ ভারতের
- ২০২৩ সালে ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার নতুন যক্ষ্মারোগী শনাক্ত, যা ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক
- নতুন যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ পুরুষ, ৩৩ শতাংশ নারী এবং অবশিষ্ট ১২ শতাংশ শিশু ও কিশোর-কিশোরী

দীপোৎসব উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে অযোধ্যানগরী। সরযূর তীরে ২৮ লক্ষ মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে তৈরি হল রেকর্ড। বুধবার।

সেনা সরানো সম্পূর্ণ, আজ সীমান্তে মিষ্টিমুখ

লে, ৩০ অক্টোবর : কথা রাখল দু'পক্ষ। চলতি মাসের মধ্যেই লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন ডেপসাং ও ডেমচক থেকে ভারত ও চিনের সেনা সরানো সম্পূর্ণ করার চুক্তি হয়েছিল। অক্টোবর শেষ হওয়ার আগে তা সম্পূর্ণ করল ভারত ও চিন। সামরিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দু'পক্ষ পরস্পরকে মিষ্টি বিলোবে। খুব তাড়াতাড়ি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় দু'দেশের সেনাটহল শুরু হবে। গ্রাউন্ড কমান্ডাররা টহল দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে বৈঠক করছেন। সেনা সরানো নিয়ে সামরিক পর্যায়ে সমঝোতা হওয়ার পর ভারতের মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়ায় ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও সীমান্তে শান্তি নিয়ে দুই প্রধান সহমত পোষণ করেছিলেন।

ভাইজানকে ফের হুমকি

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই-বাহিনীর পাশাপাশি এবার উড়োফোনেও প্রাণনাশের হুমকি এল বলিউড অভিনেতা সলমন খানকে। তাঁর কাছ থেকে ২ কোটি টাকা চেয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি খুনের হুমকি দিয়েছে। মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে মেসেজ আসে। তাতে বলা হয়, সলমন খান যদি ২ কোটি টাকা না দেন তাহলে তাঁকে ফল ভুগতে হবে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে সলমন খান এবং এনসিপি নেতা জিশান সিদ্দিকীকে খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য ২০ বছরের এক ট্যাটু আর্টিস্টকে নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। তার নাম গুফ্রান খান। জেরায় সে কবুল করেছে, নিছক ভয় দেখিয়ে টাকা কামানোর জন্যই ওই পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারি

তদন্তে শা কমিটি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সতর্কবার্তার পরই নড়েচড়ে বসল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্ত্রক। ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রতারণার ঘটনা ঘটছে সেগুলির তদন্তে বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাইবার প্রতারকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক সচিব ওই কমিটির নজরদারি করবেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার যা ১৪সি নামে পরিচিত, তারা সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ছুটির ফাঁদে নভেম্বর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো কেটে গেলেও নভেম্বর মাসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মিলবে ১৪ দিনের ছুটি। কালীপুজো পড়েছে ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। শুক্রবারও কালীপুজোর ছুটি। শনি, রবি এমনিতেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ছুটি। ভাইফোঁটা রবিবার পড়লেও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ভাইফোঁটার ছুটি দেওয়া হয়েছে সোমবার। ফলে ৩১ অক্টোবর- ৪ নভেম্বর টানা পাঁচদিন ছুটি। তারপর দু'দিন অফিস গেলেই আবার ছুটি। ৭ নভেম্বর বৃহস্পতি ও ৮ নভেম্বর শুক্রবারও ছটের জন্য ছুটি দিয়েছে নবান্ন। ফের শনি-রবিবার ছুটি। ফলে এই সপ্তাহে টানা চারদিন ছুটি। ১৫ নভেম্বর গুরু নানকের জন্মদিন। তাই ওই সপ্তাহে ১৫ থেকে শনি-রবিবার মিলিয়ে টানা তিনদিন ছুটি। ২৩ ও ২৪ নভেম্বর শনি ও রবিবার পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই দু'দিন ছুটি। ৩০ নভেম্বর শনিবার ও ১ ডিসেম্বর রবিবার ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

নারাজ হাইকোর্টও

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : যাদবপুরের বেঙ্গল ল্যাম্পের জলাশয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ছটপুজো করা হয়। ওই এলাকার ছটপুজোর জন্য বিজ্ঞাপন দিত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ। এই ঘটনায় বেঙ্গল ল্যাম্প কর্তৃপক্ষ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। বুধবার এই মামলায় বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ওই জলাশয়ে ছটপুজো করা যাবে না।

কারখানায় আগুন, মৃত ১

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে একটি রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় এক কর্মীর। জখম বেশ কয়েকজন। ওই আগুনের ঘটনা ঘটে । পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কর্মীর নাম বিশ্বজিৎ দাস। বনগাঁর বাসিন্দা তিনি। বুধবার দুপুরে মধ্যমগ্রামের বাদু বাজারের কাঞ্চনতলা এলাকার রাসায়নিক কারখানায় হঠাৎ আগুন লেগে এই বিপত্তি। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা অবশ্য জানতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় মানুষই আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন।

কল্যাণীতে গণধর্ষণ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : স্বামীকে আটকে মারধর করে স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল নদিয়ার কল্যাণীতে। বুধবার ভোরে এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই ৮ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে নির্যাতিতার। তদন্তে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে।

ওই মহিলার স্বামী জানিয়েছেন, এদিন ভোররাতে দু-জনে কাঁচরাপাড়া রেলসেতু দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখনই তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। তাঁকে মারধর করে ওই মহিলাকে সেতুর নীচে গিয়ে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। স্বামীর সামনে এই ঘটনা ঘটে। পরে ছাড় পেয়ে থানায় অভিযোগ জানান তাঁরা। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে চারজনকে ও পরে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাস্থলে যায় তিনজনের এক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল। ঘটনাস্থলে গিয়ে টিফিন বক্স, মহিলার হাতের ভাঙা কাচের চুড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে তারা। সেগুলিকে গবেষণাগারে তদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিচার চেয়ে রাস্তায় চিকিৎসকদের দুই সংগঠন

মশাল হাতে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : অভয়া কাণ্ডের ৮০ দিন পার। তবু বিচার আঁধারে। নির্যাতিতার বিচার চেয়ে ফের রাস্তায় জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকে বুধবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের রাজ্য মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সামনে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মশাল মিছিল করা হয়। মিছিলে জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশাপাশি সিনিয়ার ডাক্তার, নার্স ও সাধারণ মানুষ পা মেলান। যতদিন না পর্যন্ত নির্যাতিতার বিচার মিলবে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। পালটা এদিনই 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'-এর ডাকে প্রাচী সিনেমা হল থেকে শিয়ালদা কোর্ট পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। মিছিল থেকে অভিযোগ করা হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট' নির্যাতিতার বিচার আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।

সিবিআই তদন্তে গতি আনার পাশাপাশি মূল অপরাধীদের ধরার দাবিতেই এদিনের এই মশাল মিছিল। এর আগে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট-এর ডাক্তাররা ধর্মতলায় বিচারের দাবিতে অনশনে বসেছিলেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার বলেন, 'যতদিন না পর্যন্ত বিচার মিলবে, ততদিন আন্দোলন চলবে।' ৪ নভেম্বর 'দ্রোহের আলো জ্বালাও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। এদিনের মশাল মিছিলে জাতীয় পতাকা নিয়ে অনেককে হাঁটতে দেখা যায়। জুনিয়ার ডাক্তার সৌম্যদীপ রায় বলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিটে আমরা হতাশ। নির্যাতিতার বিচার যেন দ্রুত পাওয়া যায়, সেই দাবিতেই আজকের এই মশাল মিছিল। সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই সুবিচারের দাবি জানিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দোষীদের খুঁজে বের করে ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলেন। অপরদিকে জুনিয়ার ডাক্তাররাই সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্য সরকারকে বাঁচাতে সিবিআই তদন্তকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবাদেই ফের রাস্তায় নেমেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই আন্দোলন চলবে।'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর মশাল মিছিলের তীব্র সমালোচনা করেছে সদ্য গঠিত অপর সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। মিছিল শেষে অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট ইচ্ছে করেই নির্যাতিতার বিচার চেয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, তাকে ভুল পথে চালনা করছে। সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন বোকা বানিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।'

সিজিও অভিযানে প্রতিবাদী মিছিল। বুধবার কলকাতায়।

ছেলের কাটা মুণ্ডু নিয়ে বিক্ষোভ মায়ের

লখনউ, ৩০ অক্টোবর : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক কিশোরকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। তরোয়াল দিয়ে ধড় থেকে কিশোরের মাথা আলাদা করে দেয় তারা। তারপর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কিশোরের মা। রাস্তায় কিশোরের দেহ পড়ে ছিল। ধড় এক দিকে, কাটা মাথা অন্য দিকে। পথচারীরা এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিলেন। পুত্রকে এরকম অবস্থায় দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে তার মৃত্যু হয়েছে। শোকে বিহ্বল মহিলা পুত্রের কাটা মাথা কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলেন। বুধবার ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি জমি নিয়ে কিশোরের বাবা রামজিৎ যাদবের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বিবাদ চলছিল অন্য একটি পরিবারের। বুধবার সেই ঝামেলা চরমে ওঠে। অভিযোগ, বুধবার দুপুরে রাস্তা দিয়ে আসছিল বছর সতেরোর অনুরাগ। সেই সময় এক দল দুষ্কৃতী তাকে তাড়া করে। অনুরাগ পালানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি সে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা নিরীহ কিশোরকে ঘিরে ধরে তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে।

রাস্তায় এমন দৃশ্য দেখে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে খবর পেয়েছিল অনুরাগের পরিবার। তার মা এসে দেখেন, পুত্রের ধড় এবং মাথা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। পুত্রের কাটা মাথা কোলে নিয়ে বিহ্বল মা বসে পড়েন রাস্তায়।

জৌনপুরের পুলিশ সুপার অজয় পাল শর্মা জানিয়েছেন, অনুরাগের বাবার সঙ্গে ৪০-৪৫ বছর ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই কিশোরকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কয়েকজন অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

কমলা-ট্রাম্পের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

ইঙ্গিত সমীক্ষায়

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : আর মাত্র কটা দিন। ৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে কে প্রবেশ করবেন, তা নিয়ে জল্পনার পারদ তুঙ্গে। এই আবহে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিতই উঠে এল বিভিন্ন নির্বাচনি সমীক্ষায়। দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ভোটের পার্থক্য খুব কম হবে।

আলাস্কা ও হাওয়াই সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে উইসকনসিন, মিনেসোটা, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলিনায় কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে কড়া লড়াই হবে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, ভোট প্রাপ্তির জাতীয় গড়ে কমলা ৪৯ শতাংশ ও ডোনাল্ডের পকেটে যাবে ৪৮ শতাংশ ভোট। এক্ষেত্রে ১৯টি ইলেকটোরাল ভোট ও পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্য নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হতে পারে। অ্যাপালেশিয়ান পর্বতমালা ও গ্রেট লেকের কাছে অবস্থিত দেশের পঞ্চম জনবহুল প্রদেশ পেনসিলভেনিয়ার অধিবাসীরা রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্র্যাট কোনওদিক ঘেঁষা নন। ভোটপ্রচারের শুরুর দিকে এই প্রদেশের বাইডেনের চেয়ে হ্যারিস জনপ্রিয় ছিলেন। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এখানে ট্রাম ২ শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন। হ্যারিস রয়েছেন ১.৪ পয়েন্টে।

তিনদিন ধরে চলা রয়টার্সের সমীক্ষায় ট্রাম্পের চেয়ে এক শতাংশের ব্যবধানে এগিয়ে কমলা। তিনি পেয়েছেন ৪৪ শতাংশ ভোট। ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

জেলে বসে সাক্ষাৎকার বিষ্ণোইয়ের

পঞ্জাব সরকারকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

চণ্ডীগড়, ৩০ অক্টোবর : জেলের মধ্যেই টিভি স্টুডিওর পরিবেশ তৈরি করে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল। সেই ঘটনায় পঞ্জাব সরকার এবং পুলিশকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। বিচারপতি অনুপিন্দর সিং এবং বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলে, জেলের মধ্যেই স্টুডিওর মতো সুযোগসুবিধা দিয়ে আদতে অপরাধকেই তোল্লাই দেওয়া হয়েছে। জেলবন্দিদের কাছে মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী কীভাবে পৌঁছে যাচ্ছে তা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়ের হওয়া একটি মামলার শুনানি করছিল হাইকোর্ট। সেখানে বিষ্ণোইয়ের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পঞ্জাব সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

যে সমস্ত শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বিষ্ণোইয়ের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথাও বলেছে হাইকোর্ট। বিচারপতিদের মতে, এই ঘটনায় শীর্ষ পুলিশকর্তাদের শামিল হওয়ার ঘটনা থেকে পরিষ্কার, জেলবন্দি অপরাধী কিংবা তার শাগরেদদের থেকে নিশ্চয়ই কিছু পাওনাগন্ডা আদায় করে থাকেন তাঁরা। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যুক্ত স্পেশাল ডিজিপি প্রবোধ কুমারের নেতৃত্বে একটি তিন সদস্যের টিম নতুন করে তদন্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিষ্ণোইয়ের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র পঞ্জাবেই ৭১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ইউএপিএ-তে মামলা রয়েছে ৪টি। ২০২৩ সালের মার্চে একটি হিন্দি সংবাদ চ্যানেল সাক্ষাৎকার নিয়েছিল লরেন্স বিষ্ণোইয়ের। ওই সাক্ষাৎকার চলাকালীন হাজির ছিলেন পঞ্জাব পুলিশের শীর্ষ পুলিশকর্তারা। এই ঘটনাকে নিরাপত্তাভঙ্গ বলে আখ্যা দিয়েছে হাইকোর্ট। যে সমস্ত নীচুতলার অফিসার সাসপেন্ড হয়েছেন তাঁদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতিরা।

এখনই মিলবে না স্থায়ী আমানত

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : স্থায়ী আমানত ভাঙাতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এই মামলায় সিবিআইয়ের থেকে রিপোর্ট তলব করে আদালত। এই মামলায় বুধবার বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, এই স্থায়ী আমানত আর্থিক দুর্নীতির টাকাতেই করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ২০২১ ও ২০২৩ সালে চারটি স্থায়ী আমানত করেছিলেন সন্দীপ। আর ওই সময়েই আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অপরাধ সংগঠিত হয়। ফলে স্থায়ী আমানতের সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতির টাকার যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দরকার বলেই দাবি সিবিআইয়ের। বিচারপতি সিবিআইকে সোমবার পুনরায় রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন। তারপরই সন্দীপের আবেদন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর স্থায়ী আমানত ভাঙাতে চেয়েছিলেন সন্দীপ। কারণ সিবিআই তাঁর অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে দেয়। সিবিআই এদিন আদালতে জানায়, তাদের পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতিতে ইডিও তদন্ত করছে। সন্দীপ স্থায়ী আমানত ভাঙাতে পারবেন কি না, সোমবার সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখার পর আদালত নির্দেশ দেবে।

হাইকোর্টে সন্দীপের মামলা

আরজি করে সন্দীপ ঘোষের আমলে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি এমবিবিএসের বাছাই পর্বেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সিবিআইয়ের বক্তব্য, ২০২১ সালের পর থেকেই এমবিবিএসে যে সমস্ত বাছাই প্রক্রিয়া চলেছে, তাতে বেশকিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। হাউসস্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই দুর্নীতি রয়েছে।

থানায় ফের ৩ ঘণ্টা জেরা তন্ময়কে

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : সুশান্ত ঘোষ ও তন্ময় ভট্টাচার্যের ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে রাজ্য সিপিএম। মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার ঘটনায় বুধবারও বরানগর থানায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তন্ময়কে। এদিন আলিমুদ্দিনে রুটিনমাফিক রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে তন্ময় সম্পর্কে পর্যালোচনা রিপোর্ট জমা পড়ে। সূত্রের খবর, বৈঠকে তন্ময় সংক্রান্ত পর্যালোচনা রিপোর্টের ভিত্তিতে সিপিএমের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি রিপোর্ট খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। প্রতিবারই রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে তন্ময় সংক্রান্ত তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা চলবে। দলের বিভিন্ন সময়ে দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগ ওঠার পর দলের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও আদতে কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি অভিযোগকারিণীদের। কিন্তু তন্ময়ের ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে দল।

উপনির্বাচনের আগে তন্ময়ের ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনীতিতে যেমন আলোড়ন পড়েছে, তেমনই রাজ্য সিপিএমের অন্দরেও চর্চা চলছে। ঘটনার পরই তাঁকে দলের তরফে সাসপেন্ড করা হয়। সূত্রের খবর, তাঁকে জেলা সম্পাদক মণ্ডলী থেকেও বাদ দেওয়া হতে পারে। ডিসেম্বর- জানুয়ারি মাসে সিপিএমের জেলা সম্মেলন শুরু হবে। তার আগেই তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক মণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হতে পারে। পূর্ণ সময়ের সদস্য না হয়েও ২০২২ সালের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সম্মেলনে কমিটিতে জায়গা পেয়েছিলেন তন্ময়। যা নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সিপিএমে বিস্তর চর্চা হয়। এখন মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগ ওঠায় তাঁকে বাদ দেওয়া নিয়ে সমস্যা থাকবে না বলেই জল্পনা।

নিঃশব্দে ভারত ঘুরে গেলেন সস্ত্রীক চার্লস

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর : লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে ভারত সফর করে গেলেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানি ক্যামিলা। রাজা হওয়ার পর প্রথম ব্যক্তিগত সফরে ভারতে এসে তাঁরা চারদিন থাকলেন বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পেল না সংবাদমাধ্যম। ক্যানসারে আক্রান্ত চার্লস চিকিৎসার জন্যই এদেশে এসেছিলেন বলে খবর।

সস্ত্রীক চার্লস উঠেছিলেন বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডে সৌকিয়া হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে, যা ভারতের চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি চর্চার জন্য বিখ্যাত। চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রধান ডাক্তার আইজ্যাক মাথাই নুরানাল ব্রিটিশ রাজপরিবারের অন্যতম চিকিৎসক।

শনিবার রাতে সস্ত্রীক রাজা চার্লস তাঁর ব্যক্তিগত বিমানে বেঙ্গালুরুর হ্যাল বিমানবন্দরে নামেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান বেঙ্গালুরুর চিকিৎসাকেন্দ্রে। সফরের সমস্ত সময় সেখানেই কাটান তাঁরা। তাঁদের দিন শুরু হত সকালে যোগচর্চার মাধ্যমে। এরপর প্রাতরাশ। মধ্যাহ্নভোজের আগে একপ্রস্থ শরীর ও মনের 'পুনরুজ্জীবন চিকিৎসা' চলত। বিশ্রামের পর আবার এক দফা থেরাপি চলত, যা শেষ হত ধ্যানচর্চা দিয়ে। রাত ন'টায় নৈশভোজের মধ্য দিয়ে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটত। বুধবার কাকভোরে তাঁরা ফিরে যান দেশে।

ভারতের অনুশীলনে ৩৫ জন নেট বোলার!

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটাররা ডোবাচ্ছেন নিয়ম করে। ফল ভুগছে টিম ইন্ডিয়া।

যার হাতে গরম উদাহরণ, ঘরের মাঠে ১২ বছর পর টেস্ট সিরিজ হার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের পাশে সিরিজ হারের পর টিম ইন্ডিয়া শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা-তা নিয়ে চলছে জল্পনা।

ঘরের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল হোয়াইটওয়াশের লজ্জার সামনে, এমন ঘটনা বিরল। অথচ সেটাই এখন বাস্তব। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় যে, ওয়াংখেড়ে টেস্টের আগে টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলন বাতিল হয়েছিল। আজ তৃতীয় টেস্টের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরুর পর সামনে এসেছে অভিনব দৃশ্য। টিম ইন্ডিয়ার নেটে রোহিত শর্মাদের বল করার জন্য মোট ৩৫ জন নেট বোলারকে ডাকা হয়েছিল। এমন ঘটনার কথা অতীতে কেউ শুনেছে বা ঘটেছে বলে মনে করা যাচ্ছে না। অথচ, দুপুরের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ সেটাই দেখা গিয়েছে। চমকপ্রদ তথ্য হিসেবে আরও জানা গিয়েছে, মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে মোট ৩৫ জন নেট বোলার পাঠানোর যে অনুরোধ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে গিয়েছিল, তার বেশিরভাগই ছিলেন স্পিনার। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে আজ জানিয়েছেন,

'ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে যা চেয়েছিল, আমরা সেটা দিয়েছি। বাকিটা ভারতীয় দল বলতে পারবে।'

হোয়াইটওয়াশের অশনিসংকেতের সামনে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। ভারতীয় দলের কোনও কোচ বা সাপোর্ট স্টাফকে অতীতে এতটা অসহায় দেখায়নি সাংবাদিক সম্মেলনে। ভারতীয় ব্যাটারদের ক্রিকেটের বেসিকে ভুল হচ্ছে, সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন নায়ার। বলেছেন, 'বোলারদের হাত থেকে ডেলিভারি ছাড়ার সময় ব্যাটারদের আরও বেশি করে নজর দিতে হবে। না হলে বলের গতিবিধি বোঝা সম্ভব হবে না।' একেবারেই ছন্দে ও রানের মধ্যে না থাকা ভারত অধিনায়ক রোহিত ও বিরাট কোহলির পাশেও দাঁড়িয়েছেন তিনি। অভিষেক বলেছেন, 'ভালোবাসা ছাড়া ওদের জন্য কিছুই বলার নেই। দুজনই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। খারাপ সময় আসতেই পারে। ওরা ভালোই জানে কীভাবে কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।'

বেঙ্গালুরুর পিচে ছিল বাউন্স। ৪৬ অলআউটের লজ্জায় পড়তে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। পুনের পিচে ছিল ঘূর্ণি। সেখানেও ভারতীয় ব্যাটারদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। এমন অবস্থায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্টে কেমন বাইশ গজ অপেক্ষা করছে, চলছে জল্পনা। গৌতম গম্ভীরের সহকারী অভিষেক পিচ নিয়ে মন্তব্য করে হাসির খোরাক হয়েছেন। বলেছেন, 'পছন্দের পিচ বানাতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু আমরা সেটা করি না। কিউরেটাররা পিচ তৈরি করে। আমাদের যেমন পিচ দেওয়া হয়, সেখানেই খেলি আমরা।' গম্ভীরের সহকারী কোচের এমন মন্তব্য বিশ্বাস করার মতো মানুষ ক্রিকেট সমাজে নেই। আর নেই বলেই আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে অনিশ্চয়তার সরণিতে স্পিন ও পেসের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুশীলন দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে স্পিনের বিরুদ্ধে নেটে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা।

মিচেল স্যান্টনারকে সামলাতে যদি এমন অবস্থা হয় দেশের মাটিতে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডদের গতির সামনে কী করবেন রোহিতরা?

হয়তো তখন ৩৫ নেট বোলারের পরিবর্তে ৩৫০ জন নেট বোলারকে ডাকতে হবে!

স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্লাস রোহিত-বিরাটদের

থ্রোয়িং অনুশীলনে রোহিত শর্মা।

ব্যাটিং স্কিল ঝালিয়ে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

বসুন্ধরাকে হারানোর ছক ফাঁস অস্কারের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : দীপাবলি এবার নিশ্চিতভাবেই বাড়তি আলোকোজ্জ্বল হবে লাল-হলুদ সমর্থকদের।

৮২ দিন সময়টা বড় কম নয়! এই দীর্ঘ সময় আগে কখনও অপেক্ষা করতে হয়েছে কিনা, মনে করতে পারেন না সমর্থকরা। তবে এটা মানতে তাঁদের দ্বিধা নেই যে মঙ্গলবারের এই বড় জয় স্বস্তির বাতাস এনেছে তাঁদের মনে। প্রথমার্ধেই ৪ গোল করে জয় নিশ্চিত করে ফেলা। আইএসএলে যোগদানের পর থেকে এমন দিন বড় একটা আসেনি ইস্টবেঙ্গলে। নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দায়িত্ব নিয়েই উৎসবের মরশুমে উপহার তুলে দিলেন সমর্থকদের কাছে। তাই ম্যাচ শেষে চাংলিমিথিয়াং স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে পৌঁছে যাওয়া শ'খানেক সমর্থকের গলায় কোচের নামে জয়ধ্বনির গান। ব্রুজোঁর মুখে আবার সমর্থকদেরই কথা, 'লম্বা সময় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। তাই এই জয় সম্পূর্ণভাবে সমর্থকদের জন্য। বিশেষ করে যাঁরা থিম্পুতে খেলা দেখতে এসেছেন আমাদের পাশে থাকতে। আমরা পরিস্থিতি বদলের জন্য পরিশ্রম করছিলাম। এই জয়টা তার প্রথম ধাপ। যা পরবর্তীতে ক্লাবের জন্য আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।'

বসুন্ধরা কিংসের বিপক্ষে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, সৌভিক চক্রবর্তী, নন্দকুমার শেখর ও আনোয়ার আলি গোল করেন। চারজন আলাদা আলাদা স্কোরার পেয়ে আরও বেশি খুশি লাল-হলুদ কোচ। তাঁর বক্তব্য, 'একাধিক ফুটবলারের গোল করার ক্ষমতা থাকা একটা দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে আমরা মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছি। বসুন্ধরার বেশকিছু ভালো ফুটবলার আছে ওই অঞ্চলে। কিন্তু ওদের আটকে রেখে নন্দর সাহায্যে বাঁদিকটা দিয়ে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা আমাদের সফল হয়েছে।' লালচুংনুঙ্গা ও নন্দর মাধ্যমে মঙ্গলবার অসম্ভব সচল ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আর তাতে প্রতিপক্ষ বক্সে লোক বাড়িয়ে নেওয়াও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল বলে এদিন জানান ব্রুজোঁ।

গোটা দল ভালো খেললেও বিরতির পর মাঠে নামা ক্লেইটন সিলভার পারফরমেন্সে সমর্থকরা বিরক্ত। গ্যালারি থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে কটূক্তিও ভেসে আসে ম্যাচের সময়ে। এই বিষয়ে অবশ্য কোচ বাড়তি কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'গোটা দলেরই ফিটনেস নিয়ে কথা বলতে পারি। একটা গ্রুপ হিসাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায়, ব্যক্তিগতভাবে কারও দিকে আঙুল তোলা ঠিক নয়। ফুটবলারদের কাছ থেকে আমি আরও বেশি চাই। এখন অনেককিছু বলতে পারছি কারণ আমরা ম্যাচটা জিতেছি বলে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, আমরা শেষ তিন ম্যাচেই শারীরিক সক্ষমতায় মার খেয়েছি। আশা করি, বসুন্ধরা ম্যাচের পারফরমেন্স আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। ৪৫ মিনিট দুর্দান্ত খেলতে পেরেছে। এবার পরের ম্যাচে সেটা ৬০ মিনিটে নিয়ে যেতে হবে।' ইস্টবেঙ্গলে আসা এবং তার পরবর্তীতে শুধুই বিতর্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে আনোয়ার আলিকে। তাই গোল পেয়ে উচ্ছ্বসিত আনোয়ার বলেছেন, 'লাল-হলুদ জার্সি গায়ে এটাই আমার প্রথম গোল। ডিফেন্সে খেললেও আমি গোল করতে চাই। এখানেও প্রথম গোলের অপেক্ষায় ছিলাম। আর সেটা পেয়ে খুব খুশি।'

গোল পেয়ে খুশি আনোয়ার

বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি।

এদিকে, বসুন্ধরা ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পাওয়া হেক্টর ইউস্তের এদিন স্ক্যান হয়। বৃহস্পতিবার রিপোর্ট পাওয়ার পরই ঠিক হবে, তিনি ১ তারিখের ম্যাচ আদৌ খেলতে পারবেন কিনা। তবে এদিন অনুশীলন করেননি হেক্টর।

শেষ ম্যাচে নেজমে এসসি-কে হারাতে পারলে সরাসরি শেষ আটে যাবে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ ড্র হলেও দ্বিতীয় সেরা হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের কাছে।

আরসিবি-র নেতৃত্বে হয়তো ফের কোহলি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : ২০১৩ থেকে ২০২১।

টানা ৯ বছর অধিনায়কের ভার সামলালেও আইপিএল জয়ের স্বাদ পাননি। ২০২২ সালে স্বেচ্ছায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক পদ থেকে সরেও দাঁড়ান বিরাট কোহলি। ফাফ ডুপ্লেসি নেতৃত্ব দিলেও ট্রফির খরা কাটেনি। তিন বছরের ব্যবধানে ফের আরসিবি নেতৃত্বের হটসিটে দেখা যেতে পারে বিরাটকে।

ডুপ্লেসিকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। পরিবর্ত অধিনায়ক হিসেবে লোকেশ রাহুল থেকে শুভমান গিল-একাধিক নাম ঘুরছে। সূত্রের খবর, শুভমানকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েও ছিল আরসিবি। যদিও আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। লোকেশকে নিয়েও রয়েছে টানাপোড়েন। খবর, হাতে বিকল্প না থাকায় শেষপর্যন্ত বিরাটকেই দায়িত্বে ফেরানোর ভাবনা।

এর মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে সমর্থকদের কাছে মজার ধাঁধা রেখেছে আরসিবি। মোট ৮ জন প্লেয়ারের (বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ, রজত পাতিদার, ফাফ ডুপ্লেসি, ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, যশ দয়াল, উইল জ্যাকস) নাম জানিয়ে, তার থেকে ৬ জনকে বেছে নিতে বলেছে। রিটেনশন তালিকায় বিরাট অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব নেতৃত্ব।

ঋষভকে ছেড়ে দেওয়ার ভাবনা দিল্লি শিবিরের

আরসিবির অন্দরমহলে অবশ্য ভিন্নমতও রয়েছে। বিরাটকে দিয়ে ২০২৫ সালে কাজ চালানো হলেও, ভবিষ্যতের নিরিখে তা কতটা সঠিক পদক্ষেপ হবে, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া অধিনায়ক বিরাটের ব্যর্থতার রেকর্ডকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অনেকের দাবি, বিরাটকে দায়িত্ব দেওয়া মানে, পিছনের দিকে হাঁটা।

এদিকে, ঋষভ পন্থকে নিয়েও ধোঁয়াশা অব্যাহত দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে। সূত্রের দাবি, অধিনায়কই থাকতে চেয়েছিলেন পন্থ। কিন্তু দিল্লি কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি নয়। ফলে ঋষভকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অন্য একটি রিপোর্টের মতে, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, ট্রিস্টান স্টাবস ও বাংলার অভিষেক পোড়েলকে রেখে রিটেনশন তালিকাও নাকি দিল্লি শিবির চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

অন্যদিকে, লখনউ সুপার জায়েন্টসে নয়া অঙ্ক। লোকেশকে ছেড়ে নিকোলাস পুরানকে ঘিরে নতুন ভাবনা সঞ্জীব গোয়েঙ্কা শিবিরের। মঙ্গলবার কলকাতায় গিয়ে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গেও নাকি আলোচনা করেন পুরান। খবর, রিটেনশনে এক নম্বর পছন্দ হতে চলেছেন ক্যারিবিয়ান তারকা। হয়তো পুরানের নেতৃত্বেই ২০২৫ সালে মেগা লিগে নামতেও চলেছে লখনউ। গত তিনবারের অধিনায়ক লোকেশের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে।

হোয়াইটওয়াশের 'হুংকার' স্টিডের

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : ইতিহাস ইতিমধ্যেই তৈরি।

রঙিন যে ইতিহাসে এবার আরও উজ্জ্বল পালক যোগ করার মেজাজে নিউজিল্যান্ড শিবির। ভারতকে চুনকামের লক্ষ্য নিয়েই শুক্রবার মুম্বই টেস্টে খেলতে নামছে টম ল্যাথামের দল। ভারতীয় ক্রিকেটের আঁতুড় মুম্বইয়ে বসেই এদিন ঘুরিয়ে সেই হুমকি দিয়ে রাখলেন কিউয়ি ব্রিগেডের হেডকোচ গ্যারি স্টিড।

বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টে কিউয়ি পেসে টলে যায় ভারত। ৪৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার বদলে দ্বিতীয় টেস্টেও একই হাল। যার সুবাদে প্রথম সফরকারী দল হিসেবে ২০১২ সালের পর (ইংল্যান্ড জিতেছিল) ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের সম্ভাবনা বাড়াতে এবার লক্ষ্য ৩-০, হোয়াইটওয়াশ।

স্টিড বলেছেন, 'ভারতের মাটিতে সিরিজ জয় দুর্দান্ত প্রাপ্তি। কিন্তু প্রতি ম্যাচে আরও উন্নতি আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সামনে এখন নতুন পরিস্থিতি, সুযোগ। আরও একটা জয়ের লক্ষ্যে নামব।' ওয়াংখেড়ের পিচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্টিডের কথায়, 'লাল মাটির পিচের চরিত্র একটু আলাদা। দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। আগামী দুটি ট্রেনিং সেশন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কও রয়েছে। প্রতিটি জয় আমাদের এগিয়ে দেবে।'

২০২১ সালে ভারতকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী নিউজিল্যান্ড বর্তমান তালিকায় চতুর্থ স্থানে। মুম্বই টেস্ট এবং ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় থাকলে ফাইনালে টিকিটের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। স্টিড বলেছেন, 'চলতি বৃত্তে প্রথমবার আমরা ফাইনালের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি করেছি। পরবর্তী চারটি টেস্টে জিততে হবে। অতীতে যা করেছি আমরা। আশা করি এবারও স্পেশাল কিছু করে দেখাতে সক্ষম হব।'

টিম সাউদিও সিরিজ জয়ের ঘোরে। বলেছেন, 'ইতিহাসের দিকে তাকান। ১২ বছর কেউ যা পারেনি, আমরা তা করে দেখিয়েছি। অস্ট্রেলিয়া ও ভারত অত্যন্ত কঠিন জায়গা। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ-কঠিন হার্ডল। সেই হার্ডল টপকে ১২ বছরের রেকর্ড ভাঙা। অন্যান্য দলকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, ভারতের মাটিতে ভারতকে হারানো সম্ভব।'

আজাজ প্যাটেল আবার তিন বছর আগের মুম্বই-স্মৃতিতে মজে। ২০২১ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্পর্শ করেছিলেন জিম লেকার, অনিল কুম্বলেদের ইনিংসে দশ উইকেটের বিশ্বরেকর্ড। নিউজিল্যান্ড হারলেও আজাজের বিশ্বরেকর্ডের ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত মুম্বই টেস্ট। ফের ওয়াংখেড়েতে পা রাখার পর সেই স্মৃতি ভিড় করছে আজাজের মনে।

মুম্বইয়েই জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা। আজাজের যখন আট বছর, পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দেন বাবা। কিউয়ি স্পিন তারকা বলেছেন, 'আমার শিকড় মুম্বইয়ে। ওয়াংখেড়েতে খেলা তাই সবসময় স্পেশাল। প্রথমবার এখানে টেস্ট খেলা আমার কাছে চিরকালীন স্মৃতি।' এবার? প্রথম দুই টেস্টে সেভাবে সাফল্য পাননি। জন্মভূমি এবং নিজের ঐতিহাসিক মঞ্চে চলতি ব্যর্থতা ঝেরে অতীত সাফল্যের পুনরাবৃত্তিতে চোখ 'ভারতীয়' আজাজের।

বিশ্বরেকর্ডের মঞ্চে আবেগতাড়িত আজাজ

ব্যাটিং অনুশীলনের ফাঁকে খোশমেজাজে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। বুধবার।

'২৭ পর্যন্ত কামিন্সদের দায়িত্বে ম্যাকডোনাল্ড

সিডনি, ৩০ অক্টোবর : ২০২৭ পর্যন্ত প্যাট কামিন্সদের হেডকোচের দায়িত্বে থাকছেন অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। নভেম্বরে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরু। ঘরের মাঠে সিরিজ হারের হ্যাটট্রিক আটকানোর চ্যালেঞ্জ অজিদের সামনে। তার প্রাক্কালে আরও বছর দুয়েকের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ল ম্যাকডোনাল্ডের।

জাস্টিন ল্যাঙ্গার পদত্যাগ করার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের দায়িত্ব নেন। ম্যাকডোনাল্ডের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ফর্ম্যাটে এইসময় সাফল্য পেয়েছে অজিরা। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জয়ের পাশাপাশি ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতকে হারিয়ে। অ্যাসেজ সিরিজ জিতেছে ইংল্যান্ডে গিয়ে। সাফল্যের পুরস্কার, ২০২৭ পর্যন্ত ম্যাকডোনাল্ডের ওপরই ভরসা রাখা।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলে জানান, হেডকোচ হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। সহকারী কোচিং স্টাফদের নিয়ে দলের মধ্যে দারুণ পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। মাঠে তার প্রতিফলন পড়ছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই আরও বছর দুয়েকের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিক্রিয়ায় ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'সতীর্থদের পেশাদারিত্ব, দায়বদ্ধতা, অভিজ্ঞতা হেডকোচ হিসেবে এখনও পর্যন্ত আমার চলতি সফরকে সফল করেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দলগত ঐক্য, বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানে কঠিন পরীক্ষা। আমি গর্বিত দলের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, সবাই মিলে প্রতিটি ফরম্যাটেই সেই চ্যালেঞ্জ দারুণভাবে সামলাচ্ছে।'

> সতীর্থদের পেশাদারিত্ব, দায়বদ্ধতা, অভিজ্ঞতা হেডকোচ হিসেবে এখনও পর্যন্ত আমার চলতি সফরকে সফল করেছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দলগত ঐক্য, বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি গর্বিত দলের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ প্রতিটি ফরম্যাটেই সেই চ্যালেঞ্জ দারুণ সামলাচ্ছে।
>
> **অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড**

নভেম্বরে শুরু পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও দলগত ঐক্যই ইউএসপি ম্যাকডোনাল্ডের প্রশিক্ষণাধীন অজি ব্রিগেডের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে জঘন্য পারফরমেন্সে চাপে ভারতীয় দল। ফলে ২২ নভেম্বর পারথে সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা অজিদের সঙ্গে। চাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারাই। বিশেষ করে ভাবাচ্ছে বিরাটের ক্রমশ লম্বা ব্যাডপ্যাচ।

প্রাক্তন অজি স্পিনার ব্র্যাড হগের মতে, টেকনিকের চেয়ে বিরাটের সমস্যা মানসিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আউটের ধরনে তা অনেকটাই পরিষ্কার। বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডকে হালকাভাবে নিয়েছিল ভারত। আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল। ক্রিকেট ভাবনায় রাতারাতি বদল আনার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে বিরাটের আউটের ধরনে যা পরিষ্কার। অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে নিজের উইকেট হারায়। আউটের পর এতটাই হতাশ ছিল, নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।'

দীপাবলির জন্য প্রদীপ কিনছেন তারকা শুটার মনু ভাকের। বুধবার।

কর্ণাটক ম্যাচেও নেই সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : রনজি ট্রফিতে ধুঁকছে বাংলা। শুরুটা ভালো হয়নি একেবারেই। তিন ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র পাঁচ।

বিহার ও কেরলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অন্তত তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হওয়ার পর বাংলার সামনে এবার কর্ণাটক। খেলা বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। আগামী রবিবার বেঙ্গালুরু রওনা হওয়ার কথা অনুষ্টুপ মজুমদারদের। তার আগে বাংলার ক্রিকেট সংসারে প্রশ্ন ও আলোচনা একটাই, কর্ণাটক ম্যাচে সামিকে কি পাওয়া যাবে?

বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। সিএবি-র শীর্ষ কর্তারাও অন্ধকারে। যদিও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রের খবর, সামি এখনও পুরো ফিট নন। বড় অঘটন না হলে ৬ নভেম্বর থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচের বাংলা দলেও নেই সামি। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'আমাদের কাছে সামি নিয়ে এখনও নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ফিট হয়ে সামি কর্ণাটক ম্যাচে খেলতে পারবে কিনা, জানা নেই আমার। তবে সম্ভাবনা কম।'

সামি নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই টিম বাংলা আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল বিকেলে সিএবি-তে বাংলার আসন্ন দুই অ্যাওয়ে ম্যাচের দল নির্বাচন হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, দলে তেমন কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। কেরলের বিরুদ্ধে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে যে দল খেলেছিল, সেই দলই হয়তো থাকবে। কোচ লক্ষ্মীরতনও দলে তেমন বদলের পক্ষপাতী নন। তাঁর কথায়, 'আকাশ দীপ-মুকেশ কুমার-অভিষেক-ঈশ্বরণদের আমরা পাব না। ওরা জাতীয় দলের স্কোয়াডে রয়েছে। তাই বাকি যারা সিএবি-র ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করেছে, তাদের নিয়েই আমাদের চলতে হবে।'

সেই চলার পথে বাংলার সামনে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানা। গ্রুপ পর্বে বাকি থাকা চার ম্যাচের দুইটিতে সরাসরি জিততেই হবে। বাকি দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করে তিন পয়েন্ট পেতেই হবে। এমন অবস্থায় অনুষ্টুপরা কীভাবে আগামীর চ্যালেঞ্জ সামলান, সেটাই দেখার।

সিংহাসনচ্যুত বুমরাহ

দুবাই, ৩০ অক্টোবর : টেস্ট বোলিং ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান হাতছাড়া জসপ্রীত বুমরাহর।

পুনে টেস্টে দলের মতো ব্যর্থ ভারতীয় স্পিডস্টার। দুই ইনিংসেই উইকেটহীন। ব্যর্থতার জেরে সিংহাসনচ্যুত বুমরাহ। ভারতীয় তারকাকে সরিয়ে এক নম্বর টেস্ট বোলারের শিরোপা কাগিসো রাবাদার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ৯ উইকেট নেন রাবাদা। দ্রুততম হিসেবে তিনশো উইকেট নেওয়ার নজিরও গড়েন। সাফল্যের পুরস্কার র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর স্থান।

শীর্ষস্থান পাওয়া নতুন নয় দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার রাবাদার। ২০১৮ সালে প্রথমবার শীর্ষস্থান দখল করেন। প্রায় বছর খানেক যে স্থান নিজের দখলেও রাখেন। ২০১৯ সালের পর বুমরাহকে সরিয়ে নিজের হারানো স্থান ফিরে পেলেন রাবাদা (৮৬০ পয়েন্ট)। দুই ধাপ পিছিয়ে বুমরাহ এক থেকে তিনে। দ্বিতীয় স্থানে জোশ হ্যাজেলউড। বুমরাহর মতো দুই ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। সতীর্থ স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন আট নম্বরে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সাফল্যের হাত ধরে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন পাকিস্তানের স্পিন তারকা নোমান আলি। আট ধাপ উন্নতি করে নয়ে নোমান। পুনে টেস্টে ভারত-বধের নায়ক মিচেল স্যান্টনার পৌঁছে গিয়েছেন নিজের সেরা টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে। ম্যাচে ১৩ শিকারের সুবাদে ৩০ ধাপের লম্বা লাফে ৪৪ নম্বরে স্যান্টনার। ব্যাটিং বিভাগে এক ধাপ উন্নতি করে তৃতীয় স্থানে ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। দল হারলেও, পুনে টেস্টের দুই ইনিংসেই (৩০ ও ৭৭) রান পেয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই মুহূর্তে সেরা র‍্যাংকিংয়ে রয়েছেন যশস্বীই। ঋষভ পন্থ (১১) ও বিরাট কোহলি (১৪), দুজনেই সেরা দশ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। প্রথম দুই স্থানে যথাক্রমে জো রুট ও কেন উইলিয়ামসন। অলরাউন্ডার বিভাগে সেরা দুইয়ে দুই ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

রানের পাহাড়ে প্রোটিয়ারা

চট্টগ্রাম, ৩০ অক্টোবর : গতকাল প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার টনি ডি জর্জি ও ট্রিস্টান স্টাবস। এদিন উইয়ান মুল্ডারও (অপরাজিত ১০৫) নিজের প্রথম টেস্ট শতরান পেলেন। যার সৌজন্যে বুধবার ৫৭৫/৬ স্কোরে পৌঁছে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার দেয় প্রোটিয়ারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৯ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো চাপে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ৩৮/৪। দিনের প্রথম সেশনে টানা ৩ ওভারে ৩ উইকেট তুলে বাংলাদেশকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম (১৯৮/৫)। তিনি ফেরান ডেভিড বেডিংহাম (৫৯), শতরানকারী জর্জি (১৭৭) ও কাইল ভেরেইনিকে (০)। তারপরই দায়িত্ব নেন মুল্ডর। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন সেনুরান মুথুস্বামী (৬৮*)।

শতরানের পথে উইয়ান মুল্ডার

এদিনই আইসিসি প্রকাশিত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে বোলারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা (৮/২)। এদিনও রাবাদা ৩ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২ উইকেট তুললেন।

এটিপি ফাইনালসে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে নামবেন রোহন বোপান্না।

শেষ আটে বোপান্নারা

প্যারিস, ৩০ অক্টোবর : প্যারিস মাস্টার্সে টেনিসে পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না-ম্যাথু এবডেন। তাঁরা হারিয়েছে ব্রাজিলের মার্সেলো মেলো-জার্মানির অ্যালেকজান্ডার ভেরেভকে। মঙ্গলবার ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের লড়াইয়ে বোপান্নারা জিতলেন ৬-৪, ৭-৬ গেমে। পাশাপাশি এই ভারত-অস্ট্রেলিয়ান জুটি মরশুম শেষে এটিপি ফাইনালসে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। ৪৩ বছরের ভারতীয় টেনিস তারকা বোপান্না এই নিয়ে চতুর্থবার এটিপি ফাইনালসে খেলবেন। আগামী মাসের ১০ তারিখ থেকে ইতালির তুরিন শহরে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। গতবার এটিপি ফাইনালসের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বোপান্না-এবডেন।

জয়ের হ্যাটট্রিক মোহনবাগানের

হায়দরাবাদ এফসি-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(মনবীর ও শুভাশিস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : আলোর উৎসবে সমর্থকদের জন্য পালতোলা নৌকোয় রোশনাই জ্বালালেন সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা।

ডার্বির পর লম্বা এগারোদিনের বিরতি। আশঙ্কা ছিল ছন্দ নষ্ট হতে পারে। কিন্তু গ্রেগ স্টুয়ার্ট-শুভাশিস বসুরা বোঝালেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের কোনও বাধাই থামাতে পারে না। এদিনও নিঃশব্দে গোটা দলটাকে ব্যান্ড মাস্টারের মতো পরিচালনা করে গেলেন স্টুয়ার্ট। বহুদিন পর গোলে ফেরাই শুধু নয়, মনবীর সিংকে পুরোনো ফর্মে দেখা গেল। শুভাশিস সত্যিকারের অধিনায়কের মতো দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি গোলও করলেন। যে হায়দরাবাদ এফসি কলকাতায় দুরমুশ করে গিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে, সেই তারাই এদিন নিজেদের মাঠে প্রতিপক্ষের টেকনিক ও ট্যাকটিকাল ফুটবলের কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হলেন। জয়ের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

মোহবাগানের জয় নিশ্চিত করার পর শুভাশিস বসু। বুধবার।

হায়দরাবাদ এফসি যে গতি এবং প্রেসিং ফুটবলে ভর করেই প্রতিপক্ষকে ঝামেলায় ফেলতে চায় সেটা মহমেডান ম্যাচেই বোঝা গেছিল। এদিনও সেটাই করার চেষ্টা করেছে থংবোই সিংটোর দল। বিশেষ করে আব্দুল রাবিহর গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে শুরুরদিকে শুভাশিস-আলবার্তো রডরিগেজরা বারবারই ফাউল করে ফেলে বিপদ ডেকে আনেন। কারণ বক্সের আশপাশে পাওয়া ফ্রি কিক থেকে সাই গডার্ড নিজে গোল করতে এবং করাতে পারেন। এই সময়টা বল পজেশন বেশি ছিল হায়দরাবাদেরই। কিন্তু সমস্যা হল, অনভিজ্ঞতার কারণেই এইসব দল এরকম পরিস্থিতিতে অতি উৎসাহী হয়ে পড়ে। আর সেটা থেকেই ৩৭ মিনিটে গোল হজম। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে বল পেয়েই অনিরুদ্ধ থাপার ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরেই গতি বাড়িয়ে নেন মনবীর। তাঁর বাঁ পায়ের শট গোলে ঢোকার সময়ে আগুয়ান গোলরক্ষক লালবিয়াখলুয়া জোংতে ও অ্যালেক্স সাজি চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি। এবারের আইএসএলে এদিনই প্রথম গোল করা মনবীর প্রথমার্ধেই আরও একটা সহজ সুযোগ পেলেও সাইডনেটে মেরে নষ্ট করেন। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল ৫৫ মিনিটে। গ্রেগ স্টুয়ার্টের মাপা ফ্রি-কিকে ম্যাকলারেন হেড করবেন ভেবে যখন গোটা হায়দরাবাদ ডিফেন্স তাঁকে পাহারা দিচ্ছে তখন পিছন থেকে দুর্দান্ত হেডে জালে বল রেখে গেলেন শুভাশিস।

মহমেডান ম্যাচ থেকেই নিজের পছন্দের একাদশ সম্ভবত খুঁজে পেয়েছেন হোসে মোলিনা। তাই হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিংসের। পরে নেমে দুজনেরই গোলের সুযোগ তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টায় প্রথম একাদশে ফিরে আসার তৎপরতা স্পষ্ট। তবে লিস্টন কোলাসোর পরিবর্তে বহুদিন বাদে প্রথম একাদশে জায়গা করে নিলেন সাহাল আব্দুল সামাদ। আপুইয়াকে নামানোর ঝুঁকি নেননি মোলিনা। পরিবর্তে দীপক টাংরি শুরু করেন। বারবার চোট পাওয়ার জন্যই সম্ভবত নিজের উপর আস্থাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছেন সাহালের মতো ফুটবলারও। নাহলে ম্যাচের শুরুতেই গ্রেগ স্টুয়ার্টের বাড়ানো একটা দুর্দান্ত বলে তিনি ক্রস তুললেন দ্বিতীয় পোস্ট ছাড়িয়ে। সাহাল এরপরেও গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। এদিন বরং খানিকটা নিষ্প্রভ লেগেছে জেম ম্যাকলারেনকে।

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুযোগ পেলেও ম্যাচের একেবারে শেষমুহূর্তে বর্ষীয়ান লেনি রডরিগেডের শট ক্রসবারে লাগা ছাড়া বলার মতো সিটার নেই হায়দরাবাদের। বরং পরপর তিন ম্যাচে ক্লিনশিট রাখতে পারার কৃতিত্ব দিতেই হবে বাগান ডিফেন্সকে।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস (দীপেন্দু), মনবীর, টাংরি, থাপা (অভিষেক), সাহাল (লিস্টন), স্টুয়ার্ট (কামিংস) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রি)।

রোনাল্ডোর পেনাল্টি মিসে বিদায় নাসেরের

রিয়াধ, ৩০ অক্টোবর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ব্যর্থতায় আঁধার নামল আল নাসের শিবিরে। আল তাউউনের কাছে হেরে বিদায় কিংস কাপ থেকে। মঙ্গলবার ম্যাচে তখন সংযুক্তি সময়ের খেলা চলছে। পেনাল্টি পেল এক গোলে পিছিয়ে থাকা আল নাসের। স্পটকিক থেকে গোল করে ত্রাতা হবেন রোনাল্ডো। সেই আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন নাসের সমর্থকরা। তা আর হল কই। উলটে পেনাল্টি নষ্ট করে খলনায়ক বনে গেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

ধারেভারে এগিয়ে থেকে মাঠে নামলেও ঘরের মাঠে দাপট দেখাতে পারেনি আল নাসের। গোলশূন্য ছিল প্রথমার্ধ। ৭১ মিনিটে তাউউনকে এগিয়ে দেন আল আহমেদ। সংযুক্তি সময়ে তিনিই পেনাল্টি উপহার দেন নাসেরকে। সৌদির ক্লাবটির হয়ে এর আগে ১৮টি পেনাল্টির প্রতিটি থেকেই গোল করেছিলেন সিআর সেভেন। তবে তাঁর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলস্বরূপ ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিতে হল নাসেরকে। নতুন কোচ স্টেফানো পিওলির জমানায় এটিই আল নাসেরের প্রথম হার।

পেনাল্টি মিস করায় রোনাল্ডোর মুখের সামনে উচ্ছ্বাস তাউউনের মুতেব আল-মুফারিজের।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচ এগোল ভারতের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : আগামী মাসে ফিফা উইন্ডোতে ভারতীয় ফুটবল দল মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চলেছে। ১৮ নভেম্বর হায়দরাবাদের গাচ্চিবৌলি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হবে বলেই জানিয়েছে এআইএফএফ। ভারত শেষবার কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতেছিল গতবছর নভেম্বর মাসে। সেইবার কুয়েতকে ১-০ গোলে হারিয়ে ছিলেন গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জিততে পারলে দীর্ঘ একবছর পর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতবে ভারতীয় দল।

স্কুল গেমসে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির ৯ ফুটবলার

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : আসন্ন স্কুল গেমসে বাংলা দলে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির ৯ ফুটবলার সুযোগ পেয়েছেন। এঁরা হলেন রাকিব কয়াল, অর্ণব রায়, ঠাকুরদাস হাঁসদা, আরিল মুর্মু, ঈশান বিশ্বাস, মোহিত মণ্ডল, দেবজিৎ দত্ত, শুভদী সর্দার, তনভীর দে। ৩০ নভেম্বর থেকে জম্মুতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির সাইডব্যাক শুভদীপ ঘোষ আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলার প্রাথমিক দলে সুযোগ পেয়েছেন।